ডেড ম্যানস ফলি

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

১. ফোনটা ধরল মিস লেমন....2
২. অঘটন ঘটতে যাচ্ছে....43
৩. হাত তুলে ইঙ্গিতে....85
৪. ফলির চারপাশে ঘোরাঘুরি....128

১. ফোনটা ধরল মিস লেমন

ফোনটা ধরল মিস লেমন, পোয়াবোর যোগ্য সেক্রেটারি। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল তখন এরকুল পোয়ারো। মিস লেমন রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করেল পোয়ারোকে, আপনি কি ধরবেন ন্যাসেকম্বডেভন থেকে আপনার ব্যক্তিগত কল।

ভ্রু কুঁচকে উঠল পোয়ারোর। অবশ্য তার কাছে জায়গাটা এমন কিছু নয়। সাবধানে বলল পোয়রো, জিজ্ঞাসা কর কে ফোন করছেন।

সে পোয়ারোর দিকে একটু পরে তাকিয়ে বলল–এরিয়াডন অলিভার।

এরকুল পোয়াবোর মনে পড়ল একটি স্মৃতি..বাতাসে ভেসে যাওয়া ধূসর কেশ একটা ঈগলের প্রোফাইল–সে রিসিভারটা নিজের হাতে তুলে নিল উঠে এসে।

-হ্যাঁ, আমি কথা বলছি, এরকুল পোয়ারো।

আপনিই যে মিঃ পোয়ারো এটা ঠিক তো? মিসেস অলিভার আমি, আমাকে আপনার মনে আছে কিনা জানি না।

ম্যাডাম, আপনাকে নিশ্চয়ই মনে আছে।

আপনাকে কি কেউ ভুলতে পারে। পোয়ারো উত্তর দিলো। তারপর জানতে চাইল, আমার সঙ্গে কি আপনার কিছু দরকার আছে? মিসেস অলিভার বলল, এখনই দরকার, আপনি প্লেনে আসতে পারবেন?

দুঃখিত আমি কেমন যেন অসুস্থতা বোধ করি প্লেনে চড়লে-বলল পোয়ারো।

হা আমারও এরকম হয়। মিসেস অলিভার বলল, অতএব আপনি বরং ট্রেনেই আসুন। বেলা বারোটায় ট্রেন প্যাডিংটন থেকে ন্যাসেকম্ব স্টেশনে। আপনার জন্য গাড়ি অথবা চালকসহ ট্যাক্সি থাকবে স্টেশনে। ন্যাসে হাউস-এ আসবেন সেখান থেকে।

পোয়ারো জানতে চাইল, ব্যাপারটা কি এবং আমাকে আপনার কি জন্য দরকার, সেটা তো বলবেন।

এমন বিশ্রী জায়গায় টেলিফোনটা রাখা আছে, মিসেস অলিভার বলল, সবাই যাতায়াত করছে, হলের মধ্যে দিয়ে, সেজন্য ভালো করে শোনাও যাচ্ছে না। তবে আপনাকে আশা করছি আমি। সবাই খুব খুশী হবে। গুডবাই।

পোয়ারো টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই, মিস লেমন জিজ্ঞাসা করল, এই ভদ্রমহিলা কে স্যার?

পোয়ারো বলল, মিসেস অলিভার, একজন গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক। তুমি হয়তো একা বসে থাকবে–এখনি তিনি আমাকে যেতে বললেন ডেভনশায়ারে, আজকেই। চমকে একপলকে সে ঘড়ির দিকে তাকাল–এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

একজন যাত্রীই মাত্র অবতরণ করল ন্যাসেকম্ব স্টেশনের ট্রেন থেকে, তিনি হলেন এরকুল পোয়ারো।

অনেকগুলো সেলুন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে, স্টেশনের বাইরে এসে সে দেখলো, এগিয়ে এলো তার দিকে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন সোফার। বিনয়ের সঙ্গে সে জানতে চাইলো– আপনিই কি মঁসিয়ে পোয়ারো?

সোফার পোয়ারোর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল। তারা শহরতলির পথে এসে নামল স্টেশন থেকে ওভারব্রিজ পেরিয়ে। পোয়ারো অভিভূত হল সামনে সুন্দর একটা নদী আর পাহাড়ের ঘেরা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে। সোফার একটা ঝোঁপের সামনে গাড়ি থামাল।

সোফার বলল, এইটা হেলম নদী স্যার, কাছেই ডারমুর। প্রশংসা করার মতো সুন্দর জায়গা বটে, অস্ফুট স্বরে পোয়ারো বলল, অপূর্ব! যেন ডেভনে সে পোয়ারোর গাইড-এর ভূমিকা নিয়েছে এমন করে সোফার তাকে বোঝাচ্ছিল, ইয়ুথ হোস্টেলটা স্যার আমাদের বাড়ির পাশেই। মিঃ ফ্লেচারের জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে, হুডাইন পার্ক। এখানে গ্রীষ্মের সময় খুব ভীড় হয়। এখানে কয়েক রাত্রির বেশি থাকতে দেওয়া হয় না। এখানে নারী-পুরুষ সকলেই আসে, বেশিরভাগ বিদেশী।

পোয়ারো আনমনে মাথা নাড়ল, সে অবাক হয়নি মোটেই এখানে প্রথম আসার জন্য, কিন্তু তার চক্ষু পীড়ার উপক্রম হলো পিছনের দুই মেয়েকে দেখে। চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্রণায়। যুবতীরা কেন যে এধরনের পোশাক পরে থাকে? এককভাবে কি

একেবারেই আকর্ষণীয় নয়। ঐ রক্তবর্ণের উরুগুলো। সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো, মনে হচ্ছে ওরা বোঝার ভারে আক্রান্ত।

সত্যি স্যার, এখান থেকে আরও দুমাইল দূরে হুডাইন পার্ক, যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমরা ওদের লিফট দিতে পারি, সোফার জিজ্ঞাসা করল।

বিনয়ের সঙ্গে বললো পোয়ারো-নিশ্চয়ই দিতে পারি। মেয়ে দুটি অত্যন্ত ভারী ঝোলার ভারে নুইয়ে পড়েছিল। তারা জানতো না যে পুরুষদের আকর্ষণ করতে হলে কীরকম পোশাক পরতে হয়। সোফার গাড়ি থামাল মেয়ে দুটির সামনে এসে। পথ চলার ক্লান্তি দূর হওয়ার আশায় তাদের ক্লান্ত মুখে আশ্বস্ততার ছায়া ফুটে উঠল। মেয়ে দুটি উঠে এলো গাড়িতে। পোয়ারো সেই মাত্র দরজা খুলে দিল। একটি মেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, আপনার অশেষ মহানুভবতা। দেখতে ভালো মেয়েটি, বিদেশীদের টান তার কণ্ঠস্বরে। পথটা অনেক দূর মনে হয়। অপর মেয়েটি কথায় ব্যক্ত করতে না পারলেও বারবার মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে ভুলল না পোয়ারোর দয়া প্রদর্শনের জন্য। বেশি প্রাণবন্ত ও হাসিখুশী দেখাচ্ছিল যে মেয়েটিকে, দেখতে ভালো তাকেই।

সুদর্শনা বলল, ইংল্যান্ড থেকে আসছি দু-সপ্তাহের ছুটিতে। আমার খুব প্রিয় জায়গা ইংল্যন্ডে। আমি দেখতে এসেছি এখানকার বিখ্যাত বিউটি স্পটগুলি। আগামীকাল যাব প্লিমাউথে– এখানকার নদী পেরিয়ে নতুন বিশ্বের আবিষ্কার দেখতে।

অপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পোয়ারো জিজ্ঞাসা করল, সিনোরিনা, তুমি? তার কোঁকড়ানো চুলের মাথা বেঁকিয়ে সে কেবল হাসল। ডাচ মেয়েটি বলল, ও বিশেষ

ইংরাজি বলতে পারে না। আমরা একটু আধটু ফরাসি বলতে পারি, এইভাবেই আমরা ট্রেনে কথাবার্তা চালিয়েছি। ও আসছে মিলান-এর কাছ থেকে। ওর এক আত্মীয়ার বিয়ে হয়েছে ইংল্যান্ডের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এক্সেটারে ভদ্রলোকের একটা মুদী দোকান আছে। ও, ওর এক বন্ধুর সঙ্গে এক্সেটারে এসেছিল গতকাল। পেটের গোলমালে অসুস্থ হয়ে পড়ে বন্ধুটি, তাই সেখানেই আছে সে এখন।

রাস্তার সন্ধিস্থল–এই সময় গাড়ি থামাল সোফার–মেয়ে দুটি পোয়ারোকে ধন্যবাদ জানাল দুটি পৃথক ভাষায় গাড়ি থেকে নামার পর, তারপর হাঁটতে শুরু করল বাঁ দিকের রাস্তা ধরে। সোফার এবার গাড়ি চালিয়ে দিল ডানদিকের রাস্তা ধরে। অরণ্যের পথে গিয়ে পড়ল গাড়িটা একটু পরেই। অবশ্য খুব গভীর অরণ্য নয়। ওদের মধ্যে বেশ কিছু যুবতী খুব চমৎকার। হুডাইন পার্ক ইয়ুথ হোস্টেলের ব্যাপারে সোফার তার শেষ রায় দিল উপরের কথায়। আবার সে বলল, তাদের বোঝানো খুব কষ্টকর বহিরাগতদের ব্যাপারে। বেদনাদায়কভাবেই তারা প্রবেশ করে। আমাদের বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারা সব সময় প্রবেশ করে থাকে। আর এমন ভান করে যে, আপনি তাদের কি বলছেন তারা বুঝতে পারছেন না। অরণ্যের ঢালু পথ দিয়ে গাড়িটা নামছিল তখন বড় একটা গেটের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা একটু পরেই। বিরাট সাদা জর্জিয়ান হাউস, সামনেই নদী। দীর্ঘদেহী কালোচুলের খানসামা সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এলো সোফার গাড়ির দরজা খুলতেই।

বিড়বিড় করে খানসামাটি বলল, মিঃ এরকুল পোয়ারো। পোয়ারো সংক্ষেপে বলল, হু।

স্যার, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন মিসেস অলিভার। চলুন আপনাকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিই।

মিসেস অলিভার পোয়ারোকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই, তার কোল থেকে আপেলগুলো মাটিতে পড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। তখন অলিভার-এর মুখে আপেল ভর্তি ছিল, কোনো রকমে অস্পষ্টভাবে সে বলল, বুঝতে পারি না কেন যে আমি সবসময় মাটিতে আপেলগুলো ফেলে দিই। মঁসিয়ে পোয়ারো কেমন আছেন? পোয়ারো উত্তর দিল, ভালো, এবং নরম সুরে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন?

যেমন দেখেছিল পোয়ারো আগেরবার মিসেস অলিভারকে, এবার যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল–সে অবশ্য একটু আভাস দিয়েছিল ফোন করার সময়।

মিসেস অলিভার আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠল, জানতাম অবশ্যই আপনি আসবেন। পোয়ারো বলল, আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কেন আমি এখানে এলাম।

মিসেস অলিভার বলল, আমি এর উত্তর জানি। সেটা হল কৌতূহল।

পোয়ারো তার দিকে তাকিয়ে দেখল তার চোখ দুটি চকচক করছে। আপনার মতো বিখ্যাত নারীর স্বতলব্ধ জ্ঞান সম্ভবত কৌতূহল।

হাসবেন না আমার জ্ঞানের কথা শুনে এর মধ্যে খুনিকে আগে ঠিকমতো চিহ্নিত করিনি?

অলিভার বলল।

পোয়ারো চুপ করে রইল, না হলে সে উত্তর দিত। সব সময় সেটাও সম্ভবত হয় না, পঞ্চমবার চেষ্টা করার পরও, সেটা না বলে সে চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, এখানে এই বিশাল বাড়ি, সম্পত্তি, দারুণ ব্যাপার।

মঁসিয়ে পোয়ারো এ সব কিন্তু আমার নয়, আপনি কি তাই ভাবছেন। না, না এসব অন্য লোকেদের।

ওইসব লোকেরা কারা? পোয়ারো জানতে চাইল।

অস্ফুটভাবে মিসেস অলিভার বলল, না না, তারা সত্যি কেউ না। আপনি মনে করে নিন তারা খুব ঐশ্বর্যশালী। আর আমি এখানে এসেছি আমার পেশাগত কাজ করতে। অর্থাৎ বলা যায় একটা খুনের ব্যবস্থা করার জন্য।

পোয়রো তারদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকালো। মশাই, না না এটা সত্যিকারের খুনের ব্যাপার নয়। তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল মিসেস অলিভার, এখানে একটা বিরাট সামাজিক উৎসব হতে চলেছে আগামীকাল, আর সেখানে একটা খুন হতে চলেছে। আমিই করেছি সে খুনের ব্যবস্থা। বুঝলেন ব্যাপারটা ট্রেজার হান্টর মতো। এই রকম নকল ট্রেজার হান্ট দেখতে এখানকার লোকেরা এতবেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে...

এর মধ্যে একটা নতুনত্ব থাকবে তারা ভেবেছে। সেজন্য মোটা টাকার দক্ষিণা দিয়ে তারা আমাকে এখানে এনেছে। এটা একটা সাদাসিধা মজার ব্যাপার। বাস্তবিকই একটা পরিবর্তন আনা যাবে গতানুগতিক উৎসব-এর।

আচ্ছা কাজটা কিভাবে হবে? জানতে চাইলে পোয়ারো।

শিকার অবশ্যই একজন হবে। আর সব গতানুগতিক কু, সন্দেহ-বুঝলেন ভ্যাম্প, ব্ল্যাকমেইলার তরুণ প্রেমিক প্রেমিকারা, খানসামা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শিকার কে, খুনী কে, মোটিভ কি, কু কী এসব আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপর পুরস্কার দেওয়া হবে।

এরকুল পোয়রা মন্তব্য করল–অভিনবত্ব! আছে। মিসেস অলিভার বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, আসল কথা চিন্তা করার থেকে বাস্তবে এসব করা খুবই কঠিন। আপনাকে সুযোগ দিতে হবে ভাবনা চিন্তা করার, সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোককে, অবশ্য তাদের সেরকম কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই আমার বইতে। পোয়ারো তার ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলল, আর আপনি কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন এ সমস্ত ব্যবস্থাপনায় আপনাকে সাহায্য করার জন্য?

না না, কখনোই নয়, মিসেস অলিভার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। আমি নিজেই সেসব আয়োজন করে রেখেছি। সবই প্রস্তুত আগামীকালের জন্য। একটা সম্পূর্ণ পৃথক কারণে আমার আপনাকে দরকার।

সেই কারণটা কি? পোয়ারো প্রশ্ন করলো।

মিসেস অলিভার তার চুলে হাত দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে, সেই অতি পুরানো পরিচিত কায়দায় বললেন, আমি বোকা, খুবই বোকা। আমি সাহস করে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। অথচ কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে, এটা আমি মনে করছি।

অবাক চোখে তার দিকে তাকালো পোয়ারো, বড় রকমের ভুল? কেমন করে হলো?

যদিও আমিই-এর উদ্যোক্তা....কিন্তু আমার মনে হয়-অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় আপনি আমাকে বোকা ভাবতে পারেন। তবুও আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আগামীকাল যদি নকল খুনের বদলে সত্যিকারের খুন হয়; আমি আশ্চর্য হবো না।

মন্তব্য করলো পোয়ারো, দারুণ কৌতূহলের ব্যাপার তো। উৎসাহভরে সে আরও বলল, আপনি একটু আগে বললেন, আপনার মনে হচ্ছে যে আগামীকাল নকল খুনের পরিবর্তে আসল খুন–এটা আপনি ভাবলেন কি করে তাহলে এটা কি প্রতারণা? একটু বিশদভাবে বলবেন, এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

মিসেস অলিভার বললেন, ব্যাপারটা বোঝানো খুবই কঠিন–এককথায় বলতে হয় ঐ খুনের পরিকল্পনাটা আমার। আমারই পরিকল্পনা, এবং আমারই ভাবনা–অবশ্য সব কিছুই ঠিক হিসাব মতোই। লেখক-লেখিকারা একেবারে কোনো উপদেশ সহ্য করতে পারে না, তাদের সম্বন্ধে যদি আপনার সম্যক ধারণা থাকে তবে। যদি কেউ বলে ভলো হয়েছে, তবুও এটা করলে বা ঐটা করলে ভালো হয় না। অথবা যদি বলে এর পরিবর্তে বিকে শিকার করলে হতো, না হলে ডি-র পরিবর্তে ই খুনী হলে আমার ভালো হত। যাই

হোক, তোমারাই তাহলে নিজে লেখনা কেন? এতই যদি জান, এটা আমার বলতে ইচ্ছা হয়।

পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, এটাই কি ঘটতে চলেছে?

না, তা ঠিক নয়–তবে এই ধরনের বিশ্রী প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সাধারণ এবং মামুলি পরিবর্তনটা আর বিশেষ লক্ষ্য না করেই, চিন্তা না করেই আমি মেনে নিয়েছি।

পোয়ারো বলল, তাই নাকি? অল্পস্বল্প পরিবর্তন সেটা কি খুবই আপত্তিজনক?

বলল মিসেস অলিভার–আমি ঠিক সেইভাবেই বোঝাতে চাইছি। আমি অনুমান করতে পারছি অবশ্যই এর খারাপ দিকটা। তার ফলে খুবই চিন্তিত আমি।

কে দিয়েছে এইসব পরিবর্তনের প্রস্তাব? জানতে চাইলো পোয়ারো।

মিসেস অলিভার জানাল-ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। আমার পায়ের নিচের মাটি সজাগ থাকতে, যদি একজন কেউ হতো, তাহলে আমার চিন্তার কিছু ছিল না।

আপনার কোনো ধারণা আছে, সেই একজন কে হতে পারে? প্রশ্ন করলো পোয়ারো।

মাথা নেড়ে অলিভার জানাল, যে ব্যক্তিই হোক সে অতি চতুর এবং সাবধানী।

সীমিত হওয়া উচিত চরিত্রগুলি, পোয়ারো বলল, এবং সেই চরিত্রগুলির নোক কে কে?

স্যার জর্জ স্টাবস, এই জায়গার মালিক, বৈশিষ্ট্যহীন, বিত্তবান আর কাজের বাইরে সে ভীষণ বোকা। লেডি স্টাবস–হ্যাটি, বয়সে কুড়ি বছরের ছোট হবে স্বামীর থেকে, অপূর্ব সুন্দরী কিন্তু বাকশক্তিহীন–(মাছের মতো) তার বোধশক্তি সাধারণ মানুষের অর্ধেক এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। গহনা আর পোশাক ছাড়া আর অন্য কোনো ভাবনা নেই, টাকার জন্য জর্জকে বিয়ে করেছে।

মাইকেল ওয়েম্যান, আরেকজন, বয়সে যুবক এবং সুপুরুষ, একজন আর্কিটেক্ট সে।

একটা টেনিস প্যাভিলিয়ন তৈরি করছে সে জর্জ-এর জন্য আর ফলি মেরামত করছে।

সেটা আবার কি ফলি–মুখোশধারী? জানতে চাইলো পোয়ারো।

না, এটা একটা স্থাপত্য শিল্প, জানালো অলিভার। সেক্রেটারি হাউসকিপার হলেন মিস ব্রেউইস।

সাহায্যকারী হিসাবে সেই সঙ্গে আরও কিছু লোক আছে। নদীর ধারে তরুণ দম্পতি আলেক লেগি আর তার স্ত্রী শেলি। আর আছেন মাস্টারটন-এর এজেন্ট ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন। মাস্টারটন এবং বৃদ্ধা মিসেস ফোলিয়াট তারাও অবশ্য থাকছেন, তারা লজে থাকেন। নাসের মালিক ছিলো তার স্বামীর প্রজারা। আজ তারা মৃত অথবা যুদ্ধে নিহত। ডেথ-ডিউটি না দিতে পেরে তাদের উত্তরাধিকারীরা জায়গা বিক্রি করে দেয়।

পোয়ারো একটা তালিকা তৈরি করল এইসব চরিত্রগুলির। কেবল তার নামগুলিই হাতে এল এই মুহূর্তে। এবার সে অগ্রসর হলো প্রধান বিষয়ে।

কার মাথা থেকে উদ্ভূত মার্ডার হান্ট। জানতে চাইলো পোয়ারো।

অলিভার উত্তর দিল, আমার মনে হয় মিসেস মাস্টারটন-এর আইডিয়া। তিনি স্থানীয় এম.পি.র স্ত্রী, তার সংগঠন খুব ভালো। তিনি একটা সামাজিক উৎসব করতে বলেন এখানে স্যার জর্জকে।

প্রশ্ন করলো পোয়ারো, আমি যে এখানে হাজির হবই আপনি ভাবলেন কি করে?

মিসেস অলিভার বলল, এটা খুব সহজ কথা। আপনাকে বিতরণ করতে হবে মার্ডার হান্ট-এর পুরস্কার। সবাই শিহরিত হয়ে উঠেছিল আপনার নাম প্রস্তাব করতেই।

সবাই কি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, জানতে চাইলো পোয়ারো।

সবাই শিহরিত হয়েছিলো–একথাই তো বললাম, ভাবলেন মিসেস অলিভার-যুবকদের মধ্যে দু-একজন জিজ্ঞাসা করেছিল কে এই পোয়ারো? অবশ্য এখানে সেকথা বলার প্রয়োজন নেই।

সকলেই সম্মত ছিল? একজন কেউও আপনার প্রস্তাবে বিরোধিতা করেনি? পোয়ারো প্রশ্ন করল।

মাথা নেড়ে অলিভার না জানাল।

অবশ্যই সেটা দুঃখজনক–আমার উপস্থিতি কাম্য হওয়া উচিত নয় একজন বহু অপরাধীর কাছে। বললো এরকুল পোয়ারো।

বিষণ্ণ গলায় মিসেস অলিভার বলল–হয়তো আপনি ভাবছেন সমস্তটাই আমার কল্পনা এবং এটাই আমার ধারণা।

আশ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বললো পোয়ারো, শান্ত হন।

আমি যুগপৎ আগ্রহী এবং মুগ্ধ। এখন আমরা কোনখান থেকে শুরু করব একথাই ভাবছি।

তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিসেস অলিভার বলল, চলুন আমরা এখন বাড়িতে ফিরে যাই, চায়ের সময় হয়ে গেছে। এরপরে আপনি সেখানে সবার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।

পোয়ারো এখানে এসেছিল যে পথে ঠিক তার বিপরীত পথ ধরে তাকে নিয়ে এলেন মিসেস অলিভার।

বলল মিসেস অলিভার, এই পথে আমরা অতিক্রম করি বোট-হাউস। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে বোট-হাউস–সেটা যেন ভাসছে নদীর বুকে, দূর থেকে দেখে তাই মনে হলো। মিসেস অলিভার বলল, এখানেই নিয়ে যাওয়া হবে দেহটা। দেহটা অর্থাৎ মার্ডার হান্ট-এর জন্য।

পোয়ারো জিজ্ঞাসা করল, কেউ হয়তো বা খুন হতে পারে?

একজন তরুণ যুগোস্লাভিয়ান এ্যাটম সাইনটিস্ট-এর প্রথমা স্ত্রী, যে একজন ভ্রমণরত মেয়ে, অলিভার বলল।

পোয়ারো চিন্তিতভাবে তাকালো।

এ্যাটম সাইনটিস্ট তাকে হত্যা করেছে এটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে। কিন্তু বাস্তবে এত সহজে সমাধান করা সম্ভব নয়।

অবশ্যই, আপনি যখন জড়িত, বললো পোয়ারো। মিসেস অলিভার হাসলো, পোয়ারোর প্রশংসায় সে বলল, তাকে খুন করেছে আসলে অন্য একজন–অবশ্য তার মোটিভ অভূতপূর্ব আমার বিশ্বাস হয় না, যদিও পঞ্চম কু-তে সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে, তবুও এখানকার লোকেরা সেটাকে ঠিকভাবে মেনে নেবে কি না? মিসেস অলিভারের প্ল্যানের সারবস্তু বাতিল করে দিয়ে পোয়ারো জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনি কি করে করবেন উপযুক্ত দেহের ব্যবস্থা।

মিসেস অলিভার বলল, গাইড গার্ল। আর একটা চরিত্র হল শেলি লেগি, কিন্তু এখন তারা তাকে টুপি পড়া অবস্থায় জ্যোতিষীর ভূমিকায় সাজাতে চায়। মারলিন টাকার নামে এই গাইড গার্ল ব্যাকশক্তিহীন আর শাসকষ্টের টানে ভুগছে।

বাখ্যা দিতে গিয়ে সে বলল, কাজটা খুবই সোজা। মাটিতে পড়ে যাবে সে কারো পায়ের শব্দ শুনলেই, আর দড়ির ফাস পরিয়ে দেবে মেয়েটির গলায়।

বেচারা তাকে একা একা থাকতে হবে সেখানে বোট-হাউসে তাকে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত, আমি অবশ্য এক বাণ্ডিল কমিকস্-এর ব্যবস্থা করে রেখেছি তার জন্য। খুনীর একটা ক্লু পাওয়া যাবে বস্তুতপক্ষে–অতএব এইভাবে সব ঠিকঠাক কাজ হয়ে যাবে।

সম্মোহিত করার মতো আপনার উদ্ভাবতী ক্ষমতা, এটা চিন্তার ব্যাপার, ঘটনাটা আপনি যে ভাবে সাজিয়েছেন। বলল পোয়ারো।

এটাতে কোনো অসুবিধা নেই, অর্থাৎ চিন্তা করার ব্যাপারে–বলল মিসেস অলিবার।

মুশকিলের কথা হচ্ছে বেশি চিন্তা করেন আপনি এবং ব্যাপারটা সেজন্য জটিল হয়ে পড়ে। সেজন্য আপনাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কতকগুলো ব্যাপার এবং সেটাই হল চিন্তার বিষয়। আসুন এবার আমরা এই পথ দিয়ে যাব।

তারা এগিয়ে যেতে থাকে নদীর ধারে খাড়াই আঁকাবাঁকা পথ ধরে, পিছন ফিরে একটি যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কিছুটা দূরে, পরনে তার ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার এবং সবুজ রঙ-এর শার্ট। তাদের দিকে এগিয়ে এলো সে ঘুরে দাঁড়িয়ে।

মিসেস অলিভার পরিচয় করিয়ে দিল, মিঃ মাইকেল ওয়েম্যান এবং ইনি মাঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো।

পোয়ারোর সঙ্গে পরিচয়-এর সময় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল সে। পোয়ারো ঠিক লক্ষ্য করল।

যুবকটি তিক্তস্বরে বলল, অভূতপূর্ব সুন্দর একটা বোট-হাউস নদীর ধারে, কিন্তু উপায় আছে নাকি এর সৌন্দর্য দেখার। কেটে ফেলতে হবে কম করেও কুড়িটা গাছ। হয়তো তাহলে নদীর বুক থেকে বোট-হাউসের সৌন্দর্য অবলোকন করা যাবে। মোটেই উপযুক্ত নয় জায়গাটা। মিসেস অলিভার বলল, হয়তো অন্য আর জায়গা ছিল না।

মুখ বিকৃত করে ওয়েম্যান বলল, কোনো সৌন্দর্যবোধ নেই এইসব পুঁজিপতিদের। আবার ইনিই একটা ফলির ফরমাশ দিয়েছেন। কোথায় সেটা বসানো হবে, এখানে এই জঙ্গলের ভিতর ছিমছাম একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে জায়গাটা পরিষ্কার করে। তার ফলে এখানকার লোকেরা ফলির স্থাপত্যশিল্পের কদর উপলব্ধি করতে পারবে। বরদাস্ত করা যায় না যে, ঐ লোকটি এমন একটি সুন্দর জায়গার মালিক হয়ে বসে থাকবে।

মনে মনে ভাবল পোয়ারো, এই যুবকটি একেবারে জর্জ স্ট্যাবস-এর বিপরীত। নদীর ধারের মাটি ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যাচ্ছে মাটি, জায়গাটি খুব শীঘ্রই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তার থেকে নতুন করে বাঁধানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। বোট-হাউস-এর সামনে নদীর ধারটা। এটাই আমার মতামত, কিন্তু আমার কথায় কান দেয় না ঐ জেদী বৃদ্ধ মানুষটা।

যাক খবর কি তোমার টেনিস প্যাভিলিয়নের? জানতে চাইলো মিসেস অলিভার।

যুবকটির কণ্ঠস্বর গোঙানির মতো শোনালো। সে বলল–তিনি এক ধরনের চাইনিজ প্যাগোডা চান। আবার সেই সঙ্গে যদি ড্রাগন-এর ব্যবস্থা করা যায়। কারণ লেডি স্টাবস নিজেকে সাজিয়ে তুলতে ভালোবাসেন চাইনিজ টুপি মাথায় দিয়ে। আচ্ছা এটা কি একটা

স্থাপত্য শিল্প? যার কাছে অর্থ নেই তার হয়তো ইচ্ছা করে কোনো জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে, আবার যার অর্থ আছে? সে একটা বীভৎস কিছু করে।

আমি আপনাকে গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি, আমি অনুভব করি আপনার ব্যথাটা কোথায়? পোয়ারো বলল, গম্ভীর স্বরে।

মাইকেল বলল, আসল কথা হল টাকা থাকলেই সুন্দর কিছু করা যায় না, রুচি পছন্দ থাকা দরকার। আবার সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করার মনও দরকার।

তাহলে বেশ তো এমন লোক পাকড়াও করো যে টাকা খরচ করবে, এছাড়া কখনই–তুমি কাজ পাবে না, বলল মিসেস অলিভার। মিসেস অলিভার তারপর বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তাকে অনুসরণ করলো পোয়ারো এবং আর্কিটেক্ট যুবকটি নিরুৎসাহভাবে।

একজন ছোটখাট চেহারার বয়স্ক মহিলা নদীর ধারে আগাছা ছাঁটাই-এর কাজে ব্যস্ত–সে সম্ভাবষণ জানালো তাদের উঠে দাঁড়িয়ে।

মহিলাটি বলল, বহু বছর ধরে এখানকার সব কিছুই অবহেলিত। এমন একজন লোককে পাওয়া যায় না আজকাল যার আগাছা সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তারা জানে না সেগুলো ঠিকমতো পরিষ্কার করতে পারলে কত সুন্দর করে তোলা যায় জায়গাটাকে। এই পাহাড়ী জায়গাটা মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত রঙিন ফুল ফুটে আলো হয়ে উঠবে, কিন্তু এবছর খুব হতাশ হতে হচ্ছে–প্রাণহীন সমস্ত গাছকে গত হেমন্তে কেটে ফেলা হয়েছিল।

মিসেস অলিভার পরিচয় করিয়ে দিলেন, মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো ইনি–আর এই মহিলাটি মিসেস ফোলিয়াট। পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকাল বয়স্কা মহিলাটি। আচ্ছা ইনিই সেই মহান মঁসিয়ে পোয়ারো? আগামীকাল আমাদের সাহায্য করার জন্য এখানে এসে যে কষ্ট স্বীকার করলেন এটা আপনার মহানুভবতার পরিচয়। আমাদের ধাঁধায় ফেলার মতো একটা সমস্যার কথা ভেবেছেন এই চতুর মহিলাটি–সেটা এমন মনোগ্রাহী হবে–

পোয়ারোও কম অবাক হলো না। এই নাতিদীর্ঘ মহিলাটির সহজ সরল আন্তরিকতায়। সে তাকে কার হোস্টেস ভেবে থাকবে, এটাই তার মনে হলো।

অত্যন্ত বিনয়ী কণ্ঠে পোয়ারো বলল, আমার পুরোনো বন্ধু মিসেস অলিভার। আমি খুবই আনন্দিত যে, ওর আমন্ত্রণে এখানে আসতে পেরেছি। খুবই চমৎকার জায়গাটা, আর এই ম্যানসনটাও অপূর্ব।

মিসেস ফোলিয়াট খুশী হলো, হ্যাঁ ১৭৯০ সালে আমার ঠাকুরদা এটি তৈরি করেন। এখানে একটা এলিজাবেথিও বাড়ি ছিল আগে। সেটা ভেঙ্গে পড়ে এবং আগুন লেগে পুড়ে যায় প্রায় ১৭০০ সাল নাগাদ। আমাদের পরিবার এখানে বাস করছে ১৫৯৮ সাল থেকে।

তার বাচনভঙ্গী শান্ত এবং সংযত। তাকে দেখলো পোয়ারো খুব কাছ থেকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হল তার চেহারার মধ্যে চোখ দুটি–চায়না ব্লু।

সংশয়ভরা চোখে বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে পোয়ারো মন্তব্য করল–আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হবে এখানে আগন্তুকদের থাকতে দিলে।

মিসেস ফোলিয়াট উত্তর দিল সামান্য সময় চুপ করে থাকার পর, আবেগ মাখানো কৌতূহলে ভরা এবং পরিষ্কার ছিল তার কণ্ঠস্বর-অনেক কিছুই তো কঠিন মঁসিয়ে পোয়ারো।

ড্রয়িংরুমটা বেশ বড় ধরনের। পোয়ারো এখানে এসে ঢুকলো মিসেস ফোলিয়াটকে অনুসরণ করে। লোক ছিল প্রায় সমস্ত ঘরটা জুড়ে, মনে হচ্ছিল তারা যেন এখুনি কথা বলবে।

মিসেস ফোলিয়াট পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। জর্জ, ইনি মঁসিয়ে পোয়ারো, আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন অনুগ্রহ করে, আর উনি স্যার জর্জ স্টাকস।

এতক্ষণ উচ্চস্বরে কথা বলছিল জর্জ স্টাবস। এবার ফিরে তাকালো। বিশাল চেহারা তার। সামান্য অনুচ্চিত দাড়ির সমাবেশ তার লাল উজ্জ্বল মুখে। ঠিক যেন এক অভিনেতার মনে অস্বস্তিকর প্রভাব, ঠিক মনস্থির করতে পারেনি এখনো সে অভিনয় করবে কিনা কোনো গ্রাম্য মানুষের ভূমিকায়। তাকে কখনই নেভির লোক বলে মনে হয় না, মাইকেল ওয়েম্যানের মন্তব্য অনুযায়ী। মাইকেলের কণ্ঠস্বর হাসিখুশীতে ভরা এবং স্বভাবতই আমোদপ্রিয়। অথচ তার ছোট ছোট দুটি চোখ এবং তার দৃষ্টি ধারালো ও কঠিন।

আন্তরিকভাবে সে সম্ভাষণ জানাল পোয়ারোকে। সে বলল, আমরা বিশেষভাবে খুশী হয়েছি কারণ আপনার বন্ধু মিসেস অলিভার আপনাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে আনতে পেরেছেন। এখানে আপনি ভয়ঙ্করভাবে আকর্ষণীয় হবেন। তার চোখের দৃষ্টি কেমন উদাস হয়ে গেল একথা বলার সময়।

সে ডেকে উঠল, হ্যাটি, সাড়া না পেয়ে আবার সে উচ্চস্বরে ডাকল, হ্যাটি। তখন অদুরে একটা বড় আরাম কেদারায় বসে মিসেস স্টাবস অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত। সে কান দিচ্ছিল না স্বামীর ডাকে উপরন্তু মুচকে হাসছিল। পোয়ারো যখন তার নিকটবর্তী হল, ছেলেমানুষের মতো অবাক হয়ে সে বলে উঠল–কি ব্যাপার! পরিচয় করিয়ে দিলেন স্যার জর্জ এগিয়ে এসে পোয়ারোর সঙ্গে। ইনি হলেন মিসেস মাস্টারটন। মাস্টারটনের চেহারাটা চমকপ্রদ, পোয়ারোকে তুলনামূলকভাবে ব্লাড হাউন্ডের কথা মনে করিয়ে দিল। সম্পূর্ণ ঝুলে আছে যেন চোয়াল দুটো, চোখ-দুটি যেন একটু রক্তবর্ণ।

জিল, শোন, মিটিয়ে ফেলতে হবে টি টেন্টের এই বিশ্রী ঝামেলাটা, জোর দিয়ে বলল, স্যার জর্জ ওদের একটু জ্ঞান থাকা উচিত এ ব্যাপারে।

পুরো শোটা তো আর বানচাল করে দেওয়া যায় না, এইসব নির্বোধ মহিলাদের ঘরোয়া মনোমালিন্যের জন্য।

তিনি ধমেক উঠলেন, আচ্ছা তুমি কি থামবে একটু। স্যার জর্জ বলল, ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন।

একটা অস্পষ্ট ঘোড়ার ছাপ, চেক স্পোর্টস পরিহিত ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন-এর চেহারায়, মনে হল যেন একটি নেকড়ে হাসছে, তার সাদা তেতো হাসি দেখলে মনে হয়। এর পর সে আলোচনার জের টানল। সে বললো, চিন্তা করবেন না আমি এর মীমাংসা করে নেব। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব, ডাচ কাকার মতো। এবার বলুন, ভবিষ্যৎবক্তার টেন্টের কি খবর? যে খালি জায়গাটা আছে ম্যাগনোলিয়ার পাশে সেখানে হবে কি? তা না হলে যেখানে হলুদ ফুলের বাগান আছে লনের একেবারে শেষ প্রান্তে, সেখানে হবে কি?

তার পরিচয় পর্ব চালিয়ে যেতে থাকে স্যার জর্জ, এরা হলেন মিঃ আর মিসেস লেগি। মিঃ লেগির চেহারা লম্বাটে ধরনের, সেঁতো হাসি রোদে পোড়ামুখে। আকর্ষণীয় লাল চুল তার স্ত্রীর মাথায়, মাথা নাড়লে সে বন্ধুসুলভ মুখে হাসি ফুটিয়ে। তারপর বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল মিসেস মাস্টারটনের সঙ্গে।

আমাদের সবাইকে ইনি পরিচালনা করেন, ইনি হলেন মিস ব্রেউইস। পরিচয় করিয়ে দিল জর্জ মিস ব্রেউইস একটা রুপোর চায়ের ট্রের পাশে বসেছিল।

ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের বেশি হবে, তবে তাকে দেখে যোগ্য বলে মনে হয়। জানতে চাইল সে, কেমন আছেন সঁসিয়ে পোয়ারো। আশা করি ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। এসময়ে খুব কষ্টকর ব্যাপার ট্রেনে যাতায়াত করাটা। আপনাকে চা দিই এখন, দুধ, চিনি দেবো তো চায়ে?

খুব কম দেবেন দুধ মাদমোয়াজেল, আর চার টুকরো চিনির ট্যাবলেট। তার অনুরোধে মিস ব্রেউইসকে তৎপর হতে দেখে পোয়ারো আরো বলল, আপনারা সবাই দেখছি কাজে ব্যস্ত।

হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। যত সব কাজ তো শেষ মুহূর্তেই এসে যায়। টেলিফোন রিসিভ করতেই সকালের অর্ধেক পার হয়ে গেছে–বললেন, মিস ব্রেউইস। পোয়রোর হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে মিস্ ব্রেউইস বলল, মঁসিয়ে পোয়ারো, একটা স্যান্ডউইচ দেবো না কি? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল চার টুকরো চিনির কথা। সে বলে উঠল, মনে হয় আপনি ক্রীম কেকই পছন্দ করবেন। সত্যিই তাই। বলে, পোয়ারো নিজের হাতেই তুলে নিল এক টুকরো ক্রীম কেক।

তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে বসলো সে তার হস্টেস-এর পাশে। তার অলঙ্কার সামলাতেই ব্যস্ত ছিল সে তখন। পোয়ারোর প্রতি দামি অলঙ্কারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের থেকেই সে বলে উঠল, খুব চমৎকার এগুলোদেখুন, তাই নয় কি? পোয়ারো তাকে নিরীক্ষণ করছিল খুব সাবধানী দৃষ্টিতে। বড় আকারের একটা কুলি টুপী তার মাথায়, মুখ ও গায়ের চামড়া মৃতের মতো সাদা বিবর্ণ।

সে সাজিয়ে তুলেছিল নিজেকে ইংরেজ ফ্যাশানে। অথচ অবাক করে দিয়েছিল তার চোখ দুটো পোয়ারোকে।

অকম্পিত, নিশ্চল, ভাবলেশহীন, চোখ দুটো তার শিশুর মতোই। সেইভাবেই সে তার প্রশ্নগুলো করছিল, বাচ্চাছেলেরা যেমন চুপিচুপি ছেলে মানুষের মতো কথা বলে থাকে।

আংটিটাও সুন্দর, তাই না? ছেলেমানুষের মতো পোয়ারোও তাকে প্রশ্ন করে বসলো।

খুব খুশী দেখালো তাকে। আমাকে এই আংটিটা দিয়েছে জর্জ সবেমাত্র গতকাল, সে বলল।

হয়তো কিছু গোপন কথা বলছে এমনভাবে তার কণ্ঠস্বরকে খাদে নামিয়ে আনল, সে আমাকে অনেক জিনিসই দিয়েছে। খুব ভালো মানুষ সে।

একটা প্রশ্ন জাগল পোয়ারোর মনে : তারা ফাঁদ পাতে না, কিংবা জাল বিস্তারিত করে না তারা-লেডি স্টাবস ফঁদ পাততে পারে; এ কথা হয়তো ঠিক, অথবা জাল বিস্তার করতে পারে, অবশ্যই সে একথা কল্পনাও করতে পারে না, তা সত্ত্বেও কেন যেন তার মনে হয়, তার সবকিছুই যেন কৃত্রিমতায় ভরা। সাধারণভাবেই বলল পোয়ারো, আপনার কি মনে হয় না, চমৎকার দেশ এই ডেভনশায়ার।

হা দিনের বেলায়, অবশ্য বৃষ্টি না হলে, তারপরেই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল লেডি স্টাবস, একটা নাইট ক্লাবও নেই এখানে।

ও, তাই নাকি? আপনি বুঝি নাইট ক্লাব পছন্দ করেন। সোৎসাহে বলল স্টাবস, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আচ্ছা কেন বলুন তো? জিজ্ঞাসা করল পোয়ারো। কারণ সেখানে গান, নাচ, মিউজিক থাকে। আর সেখানে আমি সুন্দরভাবে সাজগোজ করে যেতে পারি। হাতে সুন্দর আংটি, ব্রেসলেট পরতে পারি। অন্য মহিলারাও সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কার পরে থাকে। অবশ্য

আমার মতো এত ভালো নয়। নিজেই সে তৃপ্তি বোধ করে হেসে উঠল। পোয়ারো তার জন্য করুণা বোধ করল। আর আপনি খুব আনন্দ পান না ঐসবগুলো দেখে, তাই না। প্রশ্ন করলো পোয়ারো।

অবশ্যই। আমি খুব পছন্দ করি ক্যাসিনোও। আচ্ছা বলুন তো কেন ইংল্যান্ডে একটা ক্যাসিনোও নেই? প্রশ্ন করল লেডি স্টাবস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারো বলল, অনেক সময় আমার অবাক লাগে, তবে এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব অনুমতি পাওয়া যাবে না, ইংরাজদের চরিত্র অনুযায়ী। পোয়ারো আবার বলল, তাছাড়াও ম্যাডাম এক সর্বনেশে খেলা, লোকসানই বেশি হয়, লাভের থেকে

না না, আমাদের কাছে সেটা কেনো ব্যাপার নয়। জর্জ-এর বেশ অর্থ আছে। আপনার কি মনে হয় না, বিত্তবান হওয়া খুব সুখের ব্যাপার। বলল, লেডি স্টাবস! নম্রভাবে বলল পোয়ারো, হ্যাঁ সত্যিই ভালো হয়।

আমি যদি ধনী না হতাম, তবে আমাকে এলিতেলীর মতো দেখাত। এবার তার দৃষ্টি পড়ল চায়ের টেবিলে বসে থাকা মিস ব্রেউইস-এর দিকে। আচ্ছা আপনার কি ওকে খুব কুৎসিত মনে হয়না? সঙ্গে সঙ্গে মিস ব্রেউইস চোখ তুলে তাকাল তাদের দিকে। তার চোখ দুটো ঝলসে উঠল হঠাৎ। খুব একটা জোরে কথা বলেনি লেডি স্টাবস। পোয়ারো কিন্তু আশঙ্কা করলো, যে আমাদ্দা ব্রেউইস হয়তো তাদের কথা শুনে ফেলেছে।

যেইমাত্র পোয়ারো তার দৃষ্টির পরিবর্তন করলো তার চোখাচোখি হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটনের সঙ্গে। বিদ্রুপে ভরা ছিল ক্যাপ্টেনের দুচোখের দৃষ্টি। তাকে দেখে মনে হল, সে বোধহয় বেশ কৌতুকবোধ করছে।

পোয়ারো প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করল।

সে প্রশ্ন করল, আপনি খুবই ব্যস্ত উৎসবের কাজে?

মাথা নেড়ে হ্যাটি স্টাবস জানাল, না না, খুবই বিরক্তিকর সব কিছু করা এবং বোকামিও বটে। বাড়িতে চাকর-বাকর, মালিরা থাকতে আমি কেন এসব কাজ করতে যাব। হঠাৎ মিসেস ফোলিয়াট কথা বলল তাদের কথাবার্তার মাঝখানে। আমার প্রিয় মহিলা, ওসব কথা এখন অচল হয়ে গেছে। তোমার এইরকম মনোভাব আইল্যান্ড এস্টেট থেকে আমদানী করা। ইংল্যান্ডের জীবনযাত্রা এখন সেরকম নয়, যা তুমি ভাবছে। অনেক বদলে গেছে এখন। ওসব মান্ধাতা আমলের সব ব্যাপার হয়ে গেছে এখন, আমার যা মনে হয়। মিসেস ফোলিয়াট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন সকলেই নিজের হাতে নিজের কাজ করে থাকে। লেডি স্টাবস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার মনে হয় এসব বোকারাই করে থাকে। তাহলে ধনী হওয়ার মানে কি, যদি নিজেই সব করতে হবে?

হয়তো কেউ কেউ এটা মজার ব্যাপার মনে করতে পারে, মিসেস ফোলিয়াট হাসতে হাসতে বলল। তবে সব বাজে নয়, কিছু কিছু কাজ আমি নিজের হাতে অবশ্যই করে থাকি। বাগানের পরিচর্যা আমি নিজের হাতে করি, আমি উৎসবের কাজ করতে ভালোবাসি নিজের হাতে, যেমন আমি আগামীকাল করব। মিসেস ফোলিয়েট একটু

থামলো, তারপর বলল, শোন হ্যাটি, তুমিও এই গ্রাম্য পরিবেশে এখানকার কিছু কিছু কাজ করো। এটা আমি আশা করি। আনন্দ উপভোগ কর এই গ্রাম্য পরিবেশের। তুমি সকালবেলায় বিছানায় না পড়ে থেকে আমাদের সাহায্য করবে এটাই আশা করেছিলাম।

বিরক্ত হয়ে হ্যাটি বলল, আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। এবার সে মেজাজ বদল করে নরম সুরে বলল, আমি ঠিক ভালো হয়ে যাব আগামীকাল দেখবে। আমি সব কাজ নিজের হাতে করব তুমি যা বলবে।

সে তো খুব ভালো কথা, প্রিয় হ্যাটি আজই কিছু নতুন পোশাক পেয়েছি, সেগুলো সকালে এসেছে। চলো আমার সঙ্গে ওপরে এসো, ওগুলো দেখবে চলো। বলল হ্যাটি।

মিসেস ফোলিয়াট দোনামনা করছিল। লেডি স্টাকস উঠে দাঁড়াল এবং জোরের সঙ্গে বলল, তোমাকে যেতেই হবে; অনুরোধ করছি, একবার চলল, দেখবে কি সুন্দর পোশাক!

জোর করে হাসার চেষ্টা করে মিসেস ফোলিয়াট বলল, আরে সে তো খুব ভালো কথা।

লেডি স্টাবস মিসেস ফোলিয়াটকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়ার পর অবাক হয়ে ভাবছিলো পোয়রো, কি অদ্ভুত এই মহিলা, অর্থের কি বিরাট অহমিকা। ভীষণ চিন্তিত নিজের হাতে কাজ করার ব্যাপারে, তারপর হঠাৎ মিসেস ফোলিয়াটের অনুরোধে তার মনোভাব পাল্টে গেল, অন্য সকলের সঙ্গে আগামীকাল কাজে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিল হাসিমুখে–এসব পরিবর্তনের কি মানে হতে পারে। সে কোনো তোয়াক্কা করে না সামাজিক মুখোশের। তাহলে তার এই পবির্তন কেন? তা হলে কি তার অভিনয় এটা? না, হয়তো বা তার

থেকেও বেশ কিছু? হয়তো সে কোনো অসুখে ভুগছে এখন, যা অন্য কোনো নারীর মতো এখনো সে বলেনি। হয়তো সে মনে করে মানুষের সহানুভূতি দয়া তার কাম্য নয়।

ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন বলে উঠল হ্যাটির পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ে–উনি একখানা চমৎকার জীব তাই না? সে আড়চোখে দেখল স্যার জর্জ বেরিয়ে যাচ্ছে মিসেস মাস্টারটন এবং মিসেস অলিভারের সঙ্গে। বেশ কায়দাদুরস্ত জর্জ স্টাবস। হিসাবমতো ঠিক।

তবে এসব কিছুই ভালো নয় ভদ্রমহিলার পক্ষে, কারণ এইসব গহনা পোশাক অর্থ সবই মূল্যহীন বলে মনে হবে। আজও আমি সে কথা জানতে পারলাম না যে, স্যার জর্জ কি উপলব্ধি করতে পারছেন? তার স্ত্রীর চাহিদা বাড়তে বাড়তে একসময় কোথায় পৌঁছে যাবে! এটা কোন ব্যাপার নয়, সম্ভবত তিনি একথাই ভাবেন। সাধারণত এই মোটামাথা সম্পন্ন বিত্তবানেরা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গ পছন্দ করে না।

পোয়ারো কৌতূহল প্রকাশ করল, আচ্ছা বলুন তো উনি কোন জাতি?

দক্ষিণ আমেরিকানদের মতো তো দেখতে, তবে আমার মনে হয় উনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোক। চিনি আর মাদকদ্রব্য বিদেশে চালান হয়, সেইসব দ্বীপপুঞ্জের যে কোনো একটা থেকে, আর ওঁর খুব প্রিয় এ দুটো জিনিসই। হয়তো কোনো প্রাচীন পরিবার সেখানে গিয়েছিল। তা বলে এটা ঠিক নয় সেমিশ্রজাত। আমার মনে হয় এইসব দ্বীপপুঞ্জে প্রচলন আছে অন্তর্বিবাহের। যাকে মানসিক ভারসাম্যের অভাব বলে।

যুবতী মিসেস লেগি এগিয়ে এল তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। জিমকে সে বলল, দেখ জিম, আমাদের দিকে তোমাকে আসতে হবে। সেইখানেই টেন্টটা করতে হবে, আমরা যেখানে ঠিক করেছিলাম।

একেবারে লনের শেষপ্রান্তে। ওটাই একমাত্র উপযুক্ত জায়গা।

সেরকম কিছু মনে করেন না মাস্টারটন-জিম বলল।

আচ্ছা, তাহলে তুমি বরং ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে একবার কথা বলে দেখ। ধূর্ত শৃগালের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

পুনরায় স্যার জর্জ প্রবেশ করল, বলল সে, শেলি তুমি এখানে ওঃ–তুমি এখানে। আমার দরকার আছে তোমার সঙ্গে, আচ্ছা বলল এ্যামি ফোলিয়াট কোথায়?

উপর তলায় গেছেন তিনি হ্যাটির সঙ্গে–শেলি বলল।

ওঃ তাই নাকি? স্যার জর্জকে অসহায়-এর মতো দেখাচ্ছিল। ওদিকে ব্রেউইস লাফিয়ে উঠল টিকিট লেখা ছেড়ে, এবং বলে উঠল স্যার জর্জের উদ্দেশ্যে, আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসব স্যার জর্জ?

আমাদ্দা ধন্যবাদ, তারপর অস্পষ্ট স্বরে বলল, কিছু তার-এর জাল নিয়ে এসো তো?

উৎসবের জন্য? না সেজন্যে নয়। শক্ত বেড়া দিতে চাই অরণ্যে, হুডাইন পার্ক আর আমাদের এস্টেটের মাঝখানে। ভেঙে গেছে পুরানো বেড়া আর সেইপথ দিয়ে তারা ঢুকে পড়ে।

কারা?

অনধিকার-প্রবেশকারীরা। হঠাৎ স্যার জর্জ বলে ফেলল। কি আর বলব, ইয়ুথ হোস্টেলটা যেদিন থেকে চালু হয়েছে, বোর্ডাররা সেদিন থেকে আমার এখানে অনধিকার প্রবেশ করছে। অবিশ্বাস্য শর্টস মেয়েদের পরনে, এমনভাবে তাকায় তারা আমার দিকে যেন আমি তাদের আঘাত করছি। ওদের মধ্যে অর্ধেক জন ইংরাজি বলতে পারে না। ভাঙাভাঙা কথায় প্রশ্ন করবে নদী কোথায়? কোথায় ফেরি? এদিকে নয় ওদিকে যতই তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি, কিছুতেই ওরা বুঝতে পারে না, চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইতালিও, যুগোশ্লাভিও, ডাচ, ফিনিশ, এস্কিমো ইত্যাদি নানা জাতের মানুষ তারা। একটুও আশ্চর্য হবে না, তাদের মধ্যে অর্ধেক মানুষ যদি কম্যুনিস্ট হয়। আক্ষেপের সুরে জর্জ তার বক্তব্য শেষ করল।

বলল মিসেস লেগি, এসো জর্জ, কমিউস্টিদের আলোচনা এখন আর শুরু করো না। তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল সে। তারপর জিমের দিকে ফিরে সে বলল, জিম এসো মহৎ কাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়।

পুরস্কার বিতরণ করতে যাচ্ছেন মঁসিয়ে পোয়ারো। সেটা ভালো কথা, সেজন্য ভাবছি ওঁকেও আমি তাড়াতে চাই মার্ডার হান্টের ব্যাপারে।

ভালো কথা তো তুমি এখন থেকেই শুরু করে দাও।

পোয়ারো রাজী হয়ে গেল। বলল, আমি এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আলেক লেগি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রমণী যেন ওরা মৌমাছির ঝাক। ঘুরে দাঁড়াল সে জানালার দিকে মুখ করে, মন্তব্য করল, কি মানে হয় এসমস্ত কিছুর। কার কি যায় আসে এতে, যত সব কদাকার বাগান।

পোয়ারো বলল, অবশ্যই এসে যায়। কোনো কোনো লোকের তত ভালো লাগতে পারে।

এখানকার মানুষদের সামান্যতমও বিচার বুদ্ধি নেই কেন এটাই বুঝতে পারি না, তারা কেন চিন্তা করে না সারা বিশ্ব এখন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।

সারা বিশ্বের মানুষ এখন আত্মহত্যা করার জন্য ব্যস্ত, তারা কেনই বা এটা উপলব্ধি করে না। এইসব মন্তব্য করছিল আলেক লেগি।

ভেবে দেখলো পোয়ারো, তার এ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও চলবে। এজন্য সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়ল।

আলেক লেগি যেন ফেটে পড়ল–আমি যদি কিছু না করি তাহলে বেশ দেরি হয়ে যাবে। উত্তেজনায়, ক্রোধে তার মুখটা ভারী হয়েছিল। সে বলল, আচ্ছা, তাই তো আপনি যেন কি ভাবছেন, অবশ্য আমি জানি। বলল পোয়ারোকে, আমার স্নায়ুকোষগুলো দুর্বল, নিউরোটিক রোগী আমি। সেইসব অকর্মণ্য ডাক্তাররা যারা উপদেশ দিয়েছে, বিশ্রাম, সমুদ্রের বায়ুসেবন, স্থান পরিবর্তনের জন্য। সেই কারণেই এখানে এসেছি আমি আর

শেলি। একটা মিল কটেজ ভাড়া নিয়েছি তিন মাসের জন্য। তাদের প্রেসক্রিপসন অনুসারেই আমি কাজ করছি।

এখানে আমি সূর্যস্নান করি, মাছ ধরি, ঘুরে বেড়াই

পোয়ারো বিনীতভাবে বলল, ঠিক, আপনাকে আমি দেখেছি সানবাথ নিতে। সব ঠিক হয়ে যাবে তাহলে, যদি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখেন।

যেন আলেক লেগি কোনো মজা পেল, বলল ভালো কথা,-আপনার কাছ থেকে এ যেন অভাবনীয় কিছু পাওয়া। আচ্ছা যাই হোক, জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এদেশে কি দেখতে চাই আমি?

হেসে ফেলে বলল পোয়ারো–এবিষয়ে কিছু সন্দেহ নেই যে আপনি বল প্রয়োেগ ও অপ্রীতিকর কিছু দেখতে চান।

তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে আলেক লেগি বলল, আমি চাই প্রত্যেকটি দুর্বলচিত্তের মানুষকে বের করে দেওয়া হোক এখনই। তারা যেন নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে না পারে। ধরুণ একটা প্রজন্ম, কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকদের নিঃশ্বাস নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তাহলে চিন্তা করে দেখুন পরিস্থিতিটা কি হবে।

শুষ্ক কণ্ঠে পোয়ারো জানালো, তাহলে রোগীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যাবে সাইক্রিয়াট্রিক ওয়ার্ডে।

আপনাকে জানিয়ে রাখলাম মিঃ লেগি, যদি কেউ ফুলের বাগান করে তাহলে গাছের শিকড় সমেত ফুল চাইবে সে। কারণ ফুলের গাছ বাঁচতেই পারে না শিকড় না থাকলে। ফুলের বাগান সম্ভব কি শিকড় নষ্ট করে দিলে, লেথাল চেম্বারের একজন প্রার্থী হিসাবে আপনি কি লেডি স্টাবকে বিবেচনা করবেন?

অবশ্যই তাই। আলেক লেগি মতামত জানালো।

কি লাভ বলুন ওর মতো মহিলা থেকে। কি অবদান আছে তার সমাজে? তিনি আর কিছুই ভাবতে পারেন না, দামী গহনা আর ভালো পোশাক ছাড়া। তাহলে কি করে তিনি ভালো মহিলার পায়ে পড়েন।

শান্তভাবে পোয়রো বলল, আপনি আর আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান লেডি স্টাবস-এর থেকে। দুঃখের অনুভূতি দেখিয়ে মাথা নেড়ে বলল আবার, আমার সত্যিই ভয় হয়, দামী দামী গহনার মতো আমরা কেবল শোভাবর্ধন করেই চলবে না তো? মিসেস অলিভার এবং ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটেন পুনঃপ্রবেশে বাধা পেল মিঃ আলেক, না হলে সে প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করতে যাচ্ছিল, শোভাবর্ধন মানেটা

অবশ্যই আপনার মার্ডার হান্ট-এর ক্লু-গুলো দেখা উচিত, আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, এক নিঃশ্বাসে বলল মিসেস অলিভার। তাদের অনুসরণ করল পোয়ারো বাধ্য ছেলের মতোই।

তারা তিনজন একটা ছোট্ট সুসজ্জিত অফিস ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল হলঘর পার হয়ে।

মারাত্মক সব অস্ত্র রয়েছে আপনার। বাঁ দিকে লক্ষ্য করল ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন একটা টেবিলের দিকে দৃষ্টি ফেলে। একটা ছোট পিস্তল পড়ে ছিল টেবিলের ওপর, একটা সিসার পাইপ, একটা নীল রঙের বিষের বোতল লেবেল আঁটা, একটা লম্বা কাপড়ের টুকরো, আর একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ।

মিসেস অলিভার বলল, ঐগুলো অস্ত্র, আর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হলেন এরা। আগ্রহ সহকারে পড়তে লাগলো পোয়ারো একটা ছাপানো কার্ড তার হাতে তুলে দিতেই।

অনুমিত অপরাধী :

এস্টেল গ্লাইন : — সুন্দরী এবং রহস্যময়ী যুবতী, অতিথি

কর্নেল ব্রান্ড-এর — স্থানীয় গ্রামবাসী, যার মেয়ে

যোয়ান — বিবাহিতা

পিটার গেই-এর সঙ্গে — তরুণ এ্যাটম বিজ্ঞানী

মিস উইলিং — হাউস-কীপার

কোয়েট — খানসামা

মায়াস্টেভিস্কি — ভ্রমণরত মেয়ে

এস্টেবান লওয়ালা — অনাহুত অতিথি

না বোঝার ভান করে চোখ পিটপিট করে মিসেস অলিভারের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বলল, দারুণ সব চরিত্রের মিলন। আবার সে নম্রভাবে বলল, যদি ম্যডাম আপনি আমাকে অনুমতি দেন তবে জিজ্ঞাসা করি জানতে পারে প্রতিযোগীদের কী করতে হবে?

ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন বলল, উল্টে দেখুন কার্ডটা। পোয়ারো সেটা উল্টে দেখল, কার্ডের উল্টোদিকে ছাপানো ছিল :

নাম আর ঠিকানা :

সমাধান :

খুনীর নাম, মোটিভ, সময় ও স্থান, অস্ত্র, সিদ্ধান্তে আসার কারণ।

ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে বলল, প্রত্যেককে এই কার্ড দেওয়া হবে প্রবেশ করা মাত্র। একটা নোটবই এবং পেনসিলও দেওয়া হবে কু-গুলো কপি করার জন্য।

ক্লু থাকবে ছটি, দেখে যান একটার পর একটা ক্লু, সন্দেহজনক জায়গায় লুকানো থাকবে ট্রেজার হান্টের অস্ত্রগুলো। একটা ফটো–এই হল প্রথম ক্লু।

এখান থেকে শুরু করতে হবে প্রত্যেককে।

সেই ছোট্ট প্রিন্টটা তার কাছ থেকে নিয়ে ভ্রু কুঁচকে পোয়ারো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তার বিস্ময় ভাবটা থেকেই গেল উল্টে পাল্টে দেখার পরেও।

ওয়ারবারটন হাসল কি ভেবে।

এই ফটোগ্রাফের কৌশলটার মধ্যে যে একটা নতুনত্ব আছে, স্বীকার করতেই হবে, তাই না? বলল ওয়ারবারটন। তার ওষ্ঠাধারে একটি তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। আপনি যদি এর সম্বন্ধে একবার জানতে পারেন, তাহলে ব্যাপারটা দেখবেন খুব সাদাসিধা।

কিন্তু পোয়ারোকে খুব অসন্তুষ্ট দেখালো, যেহেতু সে ব্যাপারটা জানে না। সে বলল, জালের আবরণ দেওয়া জানালা।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি অনেকটা দেখতে সেইরকম। তবে এটা একটা টেনিস নেট। বলল ওয়ারবারটন।

একটা স্বস্তিজনক শব্দ উচ্চারণ করে পোয়ারো আবার একবার দেখল ম্যাপটা। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, সেই রকমই বটে। বলল পোয়ারো।

আপনি জিনিসটাকে কিভাবে দেখেছেন সবটাই তার ওপর নির্ভর করে। ওয়ারবারটন একথা বলে হাসল।

হ্যাঁ, কথাটা নির্ভেজাল সত্য। বলল পোয়রো।

দ্বিতীয় ক্লু পাওয়া যাবে টেনিস নেটের ঠিক মাঝখানে একটা বাক্সর ভিতর থেকে। এই বোতলটা খালি অবস্থায় পাওয়া যাবে বাক্সের মধ্যে আর এখানে এই আলগা কর্কটা, জানাল ওয়ারবারটন।

মিসেস অলিভার বলল, এটা একটা স্কুটপড বোতল। সুতরাং কর্কটা সত্যিই একটা ক্লু–এটা বুঝতে পারছেন।

ম্যাডাম, আমি জানি, আপনি আপনার ক্রাইম স্টোরিতে থাকেন সবসময়ই। তবু ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না আমি–জানালো পোয়ারো।

মিসেস অলিভার তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, হা হা, নিশ্চয়ই এটা একটা ম্যাগাজিন সিরিয়ালের মতো একটা সারাংশ। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটনের দিকে তাকিয়ে–পেয়েছেন লিফলেটগুলো?

প্রিন্টার্স-এর কাছ থেকে সেগুলো এখনো আসেনি, তবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সন্ধ্যা ছটায় দেবে। আমি নিজে যাব গাড়ি নিয়ে সেগুলো আনার জন্য। বলল ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন।

হায় ভগবান! দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিসেস অলিভার, আর সে পোয়ারোর দিকে তাকালো।

আচ্ছা তাহলে আমিই আপনাকে বলছি এই নাটকের সারাংশ। মঁসিয়ে পোয়ারো, অসুবিধা হল এই যে আমি ঠিক ভালো করে গল্প বলতে পারি না লিখতে খুব দক্ষ আমি, কিন্তু কেমন যেন জট পাকিয়ে ফেলি মুখে বলতে গেলে। আর কখনও আমি আমার প্লট

কাউকে বলি না একমাত্র সেই কারণে। সে যাই হোক, মিসেস অলিভার আবার বলতে শুরু করলেন একটু থামার পর :

আচ্ছা বলি-গল্পটা এরকম : একজন তরুণ এ্যাটম বিজ্ঞানী পিটার গেই, তাকে সেন্দহ করা হয় একজন কমিউনিস্ট হিসাবে। সে বিয়ে করে যোয়ান ব্লান্ড নামে একটি মেয়েকে। সবাই জানে যে তার প্রথম স্ত্রী মৃত, কিন্তু আসলে সে মৃত নয়। সে একজন সিক্রেট এজেন্ট।

অথবা তা নয়, কিন্তু তার আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। এটা আমি বোঝাতে চাইছি যে, সে হয়তো সত্যিকারের একজন ভ্রমণবিলাসী মেয়ে। লওয়োলা নামে এক ব্যক্তি, তার সঙ্গে এই প্রথমা স্ত্রীর হয়তো কোনো সম্পর্ক থাকতেও পারে, হয়তো সেই জন্য সেই লোকটি তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, অথবা এটাই হতে পারে যে, সে তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আসবে। তারপর একটা চিঠি পাওয়া যাবে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য-চিঠিটা হয়তো খানসামা লিখে থাকবে, অথবা হাউস-কীপার। এর মধ্যে সে ও রিভলবারটা উধাও হয়ে যাবে। ব্ল্যাকমেইল করার জন্য কে সেই চিঠি লিখে ছিল ধরুন সেটা আপনি জানেন না, অথবা কেই বা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা নৈশভোজের টেবিলে ফেলে গিয়েছিল, যদিও সেটা তারপর উধাও হয়ে...।

তার গল্প শেষ করল ঠিক এই জায়গায় এসে মিসেস অলিভার। সহানুভূতির সঙ্গে সে অনুভব করল পোয়ারোর প্রতিক্রিয়া এবং বলল, আমি হয়তো ঠিকমতো গল্পটা বলতে পারিনি এবং আপনিও ঠিক বুঝতে পারেননি, এটা আমি জানি। আমার মাথায় এখন সব ঠিকমতো আসছে না এটাই সত্য কথা। এই গল্পের সারাংশের ছাপানো লিফলেট যখন

আপনি পাবেন তখন দেখবেন বিষয়বস্তু আপনার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে। গল্প শেষ হবার পর অলিভার বলল, আচ্ছা যাই হোক, আসলে কাহিনী বিশেষ কিছুই নয়, তাই না? অর্থাৎ আপনার কাছে বিশেষ কিছু নয় অত্যন্ত চমৎকার সব প্রাইজ, আপনার কাজ তো পুরস্কার বিতরণ করা। রিভলবারের আকারে তৈরি রুপোর একটা সিগারেট কেস প্রথম পুরস্কার, এই অভিনব পুরস্কারের ব্যবস্থার কারণ, সমাধানকারী কত না চতুর তা বোঝানোর জন্য।

সমাধানকারী সত্যিই চতুর হয়ে থাকে, নিজের মনে ভাবলো পোয়ারো। তবে তার মনে বিশেষ সন্দেহ আছে, সমাধানকারী পাওয়া যাবে কিনা। তার কাছে মনে হচ্ছে মার্ডার হান্ট-এর সমস্ত প্লট আর কার্যকলাপ হয়তো কুয়াশাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে।

মিসেস অলিভার পোয়ারোর হাত চেপে ধরে প্রশ্ন করলো, ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন যখন লিফলেটগুলো আনতে চলে গেল, এর মধ্যে কিছু পেলেন কি আপনি? অথবা অন্য কিছু চিহ্নিত করতে পারলেন?

একেবারে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে সকলকে এবং সব কিছুই, বলল পোয়ারো।

জিজ্ঞাসা করল অলিভার, স্বাভাবিক? হয়তো এটা ঠিক কথা নয়। আপনি যেমন বললেন।

লেডি স্টাবস, অবশ্যই স্বাভাবিক নয় এবং মিঃ লেগিকে দেখে স্বাভাবিক মনে হয় না। মন্তব্য করলো পোয়ারো।

হা হা, মিঃ লেগি ঠিক আছে, অলিভার অধৈর্য্য হয়ে বলল, তবে একটুতেই সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে।

কথাটা যদিও মেনে নিল পোয়ারো তবুও তার বক্তব্যকে সমর্থন জানাতে পারল না।

সবার অল্পবিস্তর উত্তেজনা বা নার্ভ ফেল করার সম্ভাবনা থেকেই যায়, এরকম একটা কিছু মনোরঞ্জক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে গেলে। আচ্ছা সেটা যাই হোক, আপনি কেবল একটু আলোকপাত করুন–বলল পোয়ারো।

মুখে আঙুল স্পর্শ করে অলিভার বলে উঠলেন, চুপ এদিকেই আসছে যেন কে

মিস ব্রেউইস এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

–তাই তো, আপনি এখানে মাঁসিয়ে পোয়ারো?

আর আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে ঘর দেখানোর জন্য, বলল ব্রেউইস।

মিস ব্রেউইস পোয়ারোর ঘর দেখানোর সময় কথা প্রসঙ্গে বলল, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার পছন্দ হয়েছে তো, দোতলার নদীর ধারে এমন সুন্দর ঘর। দারুণ পছন্দ হয়েছে, হাসতে হাসতে বলল পোয়ারো। ভাবছি আমার ধন্যবাদটা কাকে জানাব, আমার আকর্ষণীয় হোস্টেলকে না আপনাকে?

বেশ একটু তেতো গলায় মিস ব্রেউইস বলল, আকর্ষণীয়!

হ্যাঁ, তা ঠিক। লেডি স্টাবস তার বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেন নিজের সৌন্দর্য পরিস্ফুট করে তোলার জন্য।

মহিলা সাজসজ্জা-বিলাসী-কৌতুক-এর স্বরে বলল পোয়ারো।

পোয়ারোর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে নীরস কণ্ঠে বলল মিস ব্রেউইস, আপনার যেমন বক্তব্য...

লেডি স্টাবস বেশ ভালোভাবেই জানেন তিনি কি করছেন। আপনি যেমন বললেন, সাজগোজ-বিলাসী মহিলা, তাছাড়াও বেশ চতুর মহিলা তিনি!

যখনই মিঃ পোয়ারো তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাতে যাবে, তার পূর্বেই দ্রুত পায়ে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পোয়ারো অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, ব্রেউইস একজন রীতিমতো অভিজ্ঞ মেয়ে হয়ে তার মতো একজন আগন্তুক-এর কাছে কি করে খোলাখুলিভাবে সব কিছু বলল, বিশেষজ্ঞ লেডি স্টাবস সম্পর্কে? অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো বুঝতে পারল যে, সে একজন বিদেশী। বিদেশীদের কাছে কিছু প্রকাশ করাটা ইংরেজরা ধর্তব্যের মধ্যে চিন্তা করে না।

মনোসন্নিবিষ্ট করে পোয়ারো ভাবছিলো, যেন হুঁশ ফিরে পেয়ে সে এসে দাঁড়ালো জানালার সামনে। এই সময়ে সে দেখল লেডি স্টাবস মিসেস ফোলিয়াটের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। কিছু দূরে ম্যাগনোলিয়া গাছের নিচে দুজনে কিছুক্ষণ কথা বলার পর মিসেস ফোলিয়াট মাথা নেড়ে বিদায় নিল তার কাছ থেকে। ফোলিয়াটের হাতে ছিল গ্লাভস এবং বাগান পরিচর্যা করার ঝুড়ি। অন্যমনস্কভাবে গাছ থেকে একটা ম্যাগনোলিয়া ফুল তুলে লেডি স্টাবস নদীর দিকে এগিয়ে গেল ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে। মাত্র একবার

সে পিছন ফিরে তাকাল দৃশ্যের বাইরে চলে যাওয়ার আগে। মাইকেল ওয়েম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ওদিকের ম্যাগনোলিয়া গাছের পেছন থেকে। থামল সে একমুহূর্তের জন্য তারপর এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

পোয়ারো চিন্তা করল সুদর্শন এই তরুণটি, কর্মকুশলও বটে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্যার জর্জ স্টাবস-এর থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, ভাবলো সে। তাহলে এর অর্থ কি, যদি তাই হয়? এই যে বৈষম্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাহলে তাদের জীবনের কি পরিণতি হতে পারে? স্বামী ধনবান, মাঝবয়স্ক, আকর্ষণহীন; আর স্ত্রী সুদর্শনা যৌবনবতী যার মানসিক বিকাশে এখনো পূর্ণতা আসেনি–এরকম এক রমণীর কাছে একজন বিচক্ষণ সুপুরুষ যুবকের যোগাযোগের কি অর্থ হতে পারে। এরকুল পোয়ারো মিসেস অলিভারের টেলিফোনে জরুরী তলবের পিছনে কিছু একটা ইঙ্গিত বহন অনুভব করল। মিসেস অলিভারের অনুমান ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রখর তবুও...।

নিজের মনে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলল পোয়ারো। কিন্তু যাই হোক, আমি কোনো পরামর্শদাতা নই এসব অবৈধ ঘটনার ব্যাপারে। কোথায় যেন একটা এলোমেলো কিছু ঘটতে যাচ্ছে এটাই অলিভারের ধারণা। সত্যিই কি অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে? মিসেস অলিভার নিজেই একা, সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলে। এরকম লেখিকা যে কি করে নিপুণভাবে গোয়েন্দা কাহিনী লিখে থাকে, পোয়ারো একথাটা বুঝতে পারে না। তবুও হঠাৎ এক একটি সত্য উদঘাটন করে, মহিলাটি তাকে এক একসময় চমকে দেয়।

পোয়ারো স্বগতভাবেই বললো, সময় খুব সংক্ষিপ্ত।

২. অঘটন ঘটতে যাচ্ছে

এখানে সত্যিই কি কোনো অঘটন ঘটতে যাচ্ছে মিসেস অলিভারের বিশ্বাস মতো? আমার বিশ্বাস মতো, ঠিক সেটাই। কিন্তু সেই অঘটন কি ধরনের? এমন কে আছে এখানে যে এব্যাপারে আমাকে একটু ইঙ্গিত দিতে পারে? আমি ভালোভাবেই জানতে চাই এই বাড়ির লোকজনদের। এখানে কে কে আছে যারা আমাকে তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর দিতে পারে? পোয়ারো মাথায় টুপি চাপিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল কথাটা তার মনে প্রতিফলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মাস্টারটনের গাঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে ঠিক সেই সময়েই, সামান্য তফাৎ থেকে। স্যার জর্জের প্রেমাদ্ভুত উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল অনতিদূরে।

জর্জ বলছে, শোন শেলি, ওসব লুকোচুরি খেলার কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে আনতে চাই আমার হারেমে অর্থাৎ অন্তঃপুরে। আগামীকাল আসব আমি। ভাগ্য গণনা করব।

কি বললে আমাকে তুমি? অভিনয়ের ভান করে বলল শেলি।

এগিয়ে আসতে শুনলো ওদের পায়ের শব্দ পোয়ারো, সুবিধামতো পাশের দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো। ততক্ষণে তার বোঝা হয়ে গেছে স্যার জর্জ এবং মিসেস মাস্টারটনের গোপন সম্পর্কের কথা।

মিসেস অলিভারের আশঙ্কা যদি অবশ্য সত্যে পরিণত হয়, তবে এটা একটা আগাম ক্লু, সফল হল তার কৌশলী অভিযান। পোয়ারো এসে দাঁড়াল মিসেস ফোলিয়াট-এর পাশে একটা খুশীর আমেজ নিয়ে। যেন তার হাতের ঝুড়িটা নিতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিমা করে বলল সে, ম্যাডাম, যদি অনুমতি দেন...।

মঁসিয়ে পোয়ারো ধন্যবাদ, এটা কিন্তু বেশি ভারী নয়।

আপনার বাড়িতে এটা পৌঁছে দিই না কেন? প্রশ্ন করল পোয়ারো। কাছাকাছি থাকেন নাকি আপনি?

আমি থাকি সামনের গেটে পাশের লজ-এ। আমাকে অনুগ্রহ করে ভাড়া দিয়েছেন স্যার জর্জ বলল, মিসেস ফোলিয়াট।

পোয়ারো অন্য প্রসঙ্গে গেল, লেডি স্টাবস অনেক কমবয়সী তার স্বামীর থেকে তাই না?

হ্যাঁ, প্রায় তেইশ বছরের ছোট হবে, বললো মিসেস ফোলিয়াট। হ্যাটি বড় ভালো মেয়ে।

পোয়ারো এরকম একটা জবাব আশা করেনি। বলতে লাগলো মিসেস ফোলিয়াট, খুব ভালো করেই ওকে আমি জানি। ও কিছুদিন আমার কাছে যত্নেই ছিল। সেটা খুব করুণ কাহিনী। ওর অভিভাবকের এস্টেট ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে। চিনির এস্টেট। সেখানে একবার দারুণ ভূমিকম্প হয়। তার ফলে শুধু ওদের ঘরবাড়িই ধ্বংস হয়নি। তখন ও ওর বাবা-মা ভাই-বোনদের হারায়। প্যারিসের একটা কনভেন্টে হ্যাটি তখন পড়াশোনা করত। হঠাৎ সে স্বজনবিহীন হয়ে পড়ে। তাকে পরামর্শ দেয় তার এক্সিকিউটররা।

বিদেশে কিছুদিন কাটাবার পর সেখানে ফিরলে, তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় সেখানকার সমাজের কাছে। আমি তখন রাজী হয়ে যাই ওর দায়িত্ব নিতে। শুষ্ক হাসি হেসে মিসেস ফোলিয়াট আবার বলল, নিজেকে আমি প্রয়োজন হলে স্মার্ট করে তুলতে পারি। আমার যোগাযোগও ছিল বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে প্রাক্তন গভর্নর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তোমার কাছে আমি সত্যি কথাই বলছি।

পোয়ারো বলল,-ম্যাডাম, সেটাই তো খুব স্বাভাবিক, কারণ আমার বোধশক্তি আছে।

মানিয়ে নিয়েছিলাম বেশ ভালোভাবেই তবে খুব কষ্টের মধ্যে সময় কাটছিল। আমার স্বামী মারা যান যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে। নেভিতে যোগদান করে আমার বড় ছেলে, সে তার জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। কেনিয়া থেকে ফিরে ছোট ছেলে কমান্ডের সঙ্গে যোগ দেয়, তারপর ইতালিতে সে খুন হয়। তার ফলে এই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে হয়, এতগুলো মৃত্যুর ডেথ–ডিউটি দিতে গিয়ে। আমার তখন আর্থিক অবস্থা সংকটময় ছিল। আমার খুব প্রিয় ছিলো হ্যাটি। বেশ কিছুদিন যেতে না যেতেই, আমি বুঝতে পারলাম, হ্যাটির কোনো দৃঢ়তা নেই। মঁসিয়ে পোয়ারো বুঝলেন, তার কোনো অক্ষমতা ছিল না মানসিক দিক থেকে, অর্থাৎ সে সহজ সরল প্রকৃতির মেয়ে, গ্রাম্য মানুষেরা এরকমই বলে থাকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভাবলাম টাকা না থাকাটা। যদি সে তার বাবার অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী হত তাহলে অনেক অসুবিধা হত। সে পুরুষদের কাছে আকর্ষণীয়। তার দিকে অবশ্যই যে কোনো পুরুষ নজর দিতে পারে। হ্যাটি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করার পর দেখা যায়, আখের খেত খামার (যা থেকে চিনি তৈরি হত) নষ্ট হয়ে গেছে, তার দেনাই বেশি হয়ে গেছে কোম্পানির আয়ের থেকে। তার প্রেমে পড়ে যায় স্যার জর্জ আর তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, এজন্যই তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

পোয়ারো বলল, যথাসম্ভব, নিশ্চয়ই এটা একটা সমাধান।

মিসেস ফোলিয়াট বলল, স্যার জর্জ, বিত্তবান এবং ভদ্রলোক অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক। তাদের দুজনের বয়েসের যে বিরাট পার্থক্য, তাতে সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে দেহ মনের মিলন চাইবে এটা আমার মনে হয় না। ওদিকে হ্যাটি দারুণ খুশী তাকে স্বামী হিসাবে পেয়ে, কারণ পোশাকের প্রাচুর্য্য, খুশীমতো অলঙ্কার সব সে পেয়ে যাচ্ছিল, আর সে তো এইরকমই চেয়েছিল। আমি খুব খুশী যেহেতু সে তার মনের মতো স্বামী হিসাবে জর্জ স্টাবসকে পেয়েছে, এটা আজ আমি স্বীকার করছি।

যদি স্বামী বয়স্ক বলে হ্যাটি সুখী না হতো, তবে তার দুঃখের সীমা থাকত না, আমার এই আশঙ্কা ছিলো। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, ওর মতো সুখী, আর কে আছে পৃথিবীতে, সেটা এখন বুঝতে পারছি।

পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন মেয়েটির জন্য আমারও তাই মনে হচ্ছে। ঠিক ইংলিশ রোমান্টিকের মতো বলছি না, বিয়ের ভালো ব্যবস্থা করতে হলে, সকলকে রোমান্স-এর থেকে অন্য আরো কিছু ভেবে দেখতে হবে। অত্যন্ত সুন্দর জায়গা এই ন্যাসে হাউস।

তাই তো! আমি খুব খুশী স্যার জর্জ এই বাড়িটা কেনাতে। বলল মিসেস ফোলিয়াট, থামল একটু, আবার বলল, তাদের জমি বাড়ি বিক্রি করে চলে যায় আমাদের প্রতিবেশী ফ্রেবারসরা। সেখানে এখন একটা ইয়ুথ হোস্টেল তৈরি হয়েছে। সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের।

তরুণ যুবক-যুবতীরা না আমাদের এখানে প্রবেশ করে আমাদের শান্তি নষ্ট করে ফেলে, এটাই আমার ভয়। ওদের এখানে ঢুকতে দেখলে স্যার জর্জ ভীষণ রেগে যায়। যদিও তারা এখানে ঢুকে বাগানের গাছপালা নষ্ট করে। তবুও একথা ঠিক যে, ওরা আসে ফেরি ধরার জন্য নদীর পথ সংক্ষিপ্ত করতে।

তারা এসে পড়েছিল মিসেস ফোলিয়াটের লজ-এর সামনে কথা বলতে বলতে। সাদা ছোট এভনো বাড়ি। তার হাত থেকে বাস্কেটটা ফিরিয়ে নিয়ে মিসেস ফোলিয়াট ধন্যবাদ জানালো। দুঃখ করে মিসেস ফোলিয়াট বললেন চলে আসার সময় আমরা এখন একজন যুবককে পেয়েছি প্রধান মালী হিসাবে, তার স্ত্রী যুবতী, আর নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক আয়রন, আধুনিক কুকার আর টিভি আছে এই যুবতী মেয়েটির...সবাই সময়ের সঙ্গে তাল রেখেই চলে..সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখানে পুরনো দিনের এস্টেটের আগেকার খুব কম লোকই আছে এখন...সব নতুন মুখ এখানে।

পোয়ারো বলল, ম্যাডাম, আমি খুব খুশী। আপনি অবশেষে এখানে আপনার হাতে স্বর্গ পেয়েছেন।

মঁসিয়ে পোয়ারো এই পৃথিবী দয়ামায়াহীন আর এই পৃথিবীর লোকগুলো তার থেকেও বেশি খারাপ। আমি এসব কথা বলতে চাই না, কারণ তারা উদ্যম হারিয়ে ফেলবে। তবুও এটাই সত্যি এই পৃথিবী খুব নিষ্ঠুর এবং খারাপ।...মিসেস ফোলিয়াট তার লজে ঢুকে পড়ল পোয়ারোকে বিদায় জানিয়ে। তার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো তখন দাঁড়িয়ে রইল।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল এরকুল পোয়ারো কেতাদুরস্তভাবে। সে টয়লেট সেরে এসেছিল তার আগে বেশ ছিমছাম হয়ে। সে মনে রেখেছিল গোঁফে সুগন্ধী পমেও লাগাতে হবে। খুশী হলো সে আয়নার নিজের চেহারা দেখে তাকে এখন ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে, যেমনটি সে আশা করেছিল। তারপর সে নিচে নামে সিঁড়ি বেয়ে। নিজের মনে ভাবলো সে যখন খানসামাকে দেখতে পেল-খানসামার লেখাও হতে পারে অথবা হাউস-কীপারের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেল করা চিঠি...। অবশ্য এ কথা মনে হয় যে খানসামার লেখা চিঠিও হতে পারে, অবাক হয়ে ভাবলো পোয়ারো, জীবন থেকে কি তার চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছে মিসেস অলিভার? যখন পোয়ারো মিস ব্রেউইসকে অতিক্রম করে আসছিল, তখন সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, মিস আপনাদের এখানে কী হাউস-কীপার আছে?

না না, মিঃ পোয়ারো আমিই এখানে একাধারে সেক্রেটারি এবং হাউস-কীপার একথা বলতে পারেন। মেয়েটি তিক্ত হাসি উপহার দিলো।

পোয়ারো যেন কী চিন্তা করল, তারপর বলল, আচ্ছা আপনিই তাহলে হাউস-কীপার? সে ভাবলো, মেয়েটিকে দেখে ভাবা তো দূরের কথা; কল্পনাও করা যায় না যে সে লিখতে পারে ব্ল্যাকমেল করা চিঠি।

পরবর্তী প্রশ্ন পোয়ারোর, আপনাদের খানসামার নামটা বলুন তো?

মিস ব্রেউইস একটু অবাক হয়েই তার দিকে তাকাল, উত্তর দিল হেনডেন।

পেয়ারো তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, কেন জিজ্ঞাসা করছি জানেন, আমি যেন তাকে আগে কোথাও দেখেছি।

মিস ব্রেউইস উত্তর দিল–সেটা অবশ্য হতে পারে কারণ কেউ এক জায়গায় কখনো থাকে না চার মাসের বেশি।

তারা ড্রয়িংরুমে এসে উপস্থিত হলো। কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিলো স্যার জর্জকে সেখানে ডিনার জ্যাকেট পরা অবস্থায়। যেন একটা বাতিল যুদ্ধ জাহাজ মিসেস অলিভারকে দেখে মনে হচ্ছিল।

ভোগ-এর ফ্যাশন-এর পাতায় মনোযোগ সহকারে লেডি স্টাবস ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। ড্রয়িং রুমে তখন মিঃ আলেক, শেলি লেগি এবং জিম ওয়ারবারটন ছিলেন। স্যার জর্জ সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, অনেক কাজ এখনো বাকি, আগামীকাল সান্ধ্য উৎসবে ভবিষ্যৎবক্তার বড় কার্ড এবং এখনো অনেক নোটিস ছাপাতে হবে। আমরা যেন কি নাম দেব:

ম্যাডাম জুলেকা? এসমারাল্ডা নাকি রোমানি লেইগি অথবা জিপসি কুইন?

শেলি বলল, প্রাচ্যের স্পর্শ, জিপসির নাম শুনলে ঘৃণা করবে চাষবাসের জায়গায়।

বেশ মনোমতো নাম-জুলেকা।

আর বেশি পছন্দসই নাম হতে পারে ক্লিওপেট্রা জ্বলেকার তুলনায়।

হেডেন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এবং জানাল, ভদ্রমহিলাগণ, আপনাদের নৈশ ভোজ প্রস্তুত হয়ে গেছে। তারা ডাইনিংরুমে গিয়ে জমায়েত হলো। সারিবদ্ধভাবে মোমবাতি জ্বলছিলো লম্বা টেবিলে। তাদের হোস্টেস-এর দুপাশে বসে ছিল, আলেক আর ওয়ারবারটন। পেয়ারো স্থান নির্বাচন করেছিলেন মিসেস অলিভার আর ব্রেউইস-এর মাঝখানে। খুবই কম কথা বলছিল মিসেস অলিভার। আর লেডি স্টাবসও নীরব ছিল। তারা ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এলো নৈশভোজের পর।

লেডি স্টাবস তন্দ্রালু দৃষ্টিতে জর্জের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, জর্জ আমি ভীষণ ক্লান্ত, আমি বিছানায় যাচ্ছি, তুমি কিছু মনে করো না।

হ্যাটি, ঠিক আছে, তুমি যাও একখানা সুন্দর ঘুম যেন তুমি উপভোগ করো। যাতে আগমীকালের জন্য সতেজ হয়ে ওঠো।

এই কথা বলে স্যার জর্জ হাল্কা চুম্বন করলো লেডি স্টাবসকে। সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে হাত নেড়ে ওপরে উঠে গেল লেডি স্টাবস।

ব্রেকফাস্ট-এর টেবিলে নিচে নেমে এল পোয়ারো পরদিন সকাল সাড়ে নটায়। সেখানে অন্যান্যরা পূর্বেই হাজির ছিলো।

ডাকে সেইমাত্র চিঠিগুলো এসে পৌঁছাল। অসংখ্য চিঠি মিস ব্রেউইস-এর সামনে। ব্যক্তিগত মার্কা স্যার জর্জ-এর চিঠিগুলো ছাড়া বাকিগুলো সে নিজেই খুলছিলো।

তিনখানা চিঠি লেডি স্টাবস-এর। বেশ কয়েকটা বিল পাওয়া গেলো দুটি খাম থেকে।

হঠাৎ সে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, আরেতৃতীয় খামটি খোলার পর। সবাই অবাক চোখে তার দিকে তাকাল এমনভাবে শব্দ করে উঠেছিল। বলল লেডি স্টাবস, ইটিয়েনের চিঠি। সে আমার খুড়তুতো ভাই, তার চিঠি। সে এখানে আসছে ইয়েট।

স্যার জর্জ চেয়ে নিল চিঠিটা লেডি স্টাবস-এর হাত থেকে, তারপর পড়ল চিঠিটা। এই ইটিয়েন ডি সৌসা কে? তুমি বললে না তোমার খুড়তুতো ভাই, জিজ্ঞাসা করল স্যার জর্জ।

হ্যাঁ আমার তাই মনে হচ্ছে, আমার দ্বিতীয় খুড়তুতো ভাই। অবশ্য বিশেষভাবে তার কথা আমার মনে নেই, কারণ আমি তখন ছোট ছিলাম। জানালেন মিসেস স্টাবস।

বলছ তোমার মনে পড়ছে না, তাতে কি হল? আমরা অবশ্যই তাকে অভ্যর্থনা জানাব, বেশ আন্তরিকভাবেই স্যার জর্জ জানালো, আবার বলল, এই উৎসবের দিনেই সে আসছে, তা ভালোই হলো।

আর কোনো কথাই বলল না লেডি স্টাবস, সে তার কফির পাত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো। পোয়ারো তখন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লেডি স্টাবসকে লক্ষ্য করছিলো, যখন সকলে আসন্ন উৎসবের আলোচনায় ব্যস্ত। এটাই তার বিস্ময় কোন লেডি স্টাবস-এর মনে এখন কোনো ভাবের খেলা চলছে। তাদের দুজনের চোখে চোখ পড়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই। পোয়ারো চমকে উঠলো তার চোখের ধারালো দৃষ্টি দেখে। তবে চোখাচোখি হতে উধাও হয়ে গেল তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এবার কোমল এবং সজাগ তার চোখের দৃষ্টি ...

মিস ব্রেইসের মোটেই পছন্দ নয় লেডি স্টাবস-এর এই এলোথলো, নিরাসক্ত ভাবটা। স্যার জর্জের বিবাহের আগে যদি মিস ব্রেউইস সেক্রেটারি হত, তাহলে আসন্ন নবাগতের আগমনে সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হত। পোয়ারো অবাকভাবে এ কথা ভাবতে লাগলো। লেডি স্টাবস হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং বলল সে, আমার মাথা ব্যথা করছে, আমার ঘরে শুতে চললাম।

তার হাতের রুমালটা ফেলে গেল লেডি স্টাবস চলে যাওয়ার সময়। রুমালটা তুলে নিলো পোয়ারো নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করার সময়। সে তার হস্টেসকে সিঁড়ির সামনেই ধরল–বলল, আপনার রুমালটা আপনি ফেলে এসেছিলেন ম্যাডাম।

লেডি স্টাবল রুমালটা হাতে নেবার পর বলল, তাই নাকি? আমি সেটা ফেলে এসেছিলাম? ধন্যবাদ আপনাকে।

পোয়ারো বলল, আমার খুবই খারাপ লাগছে যে, আপনি কষ্ট পাবেন এজন্য, বিশেষভাবে যখন আপনার খুড়তুলো ভাই আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন মিসেস স্টাকস উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, না না, কখনই আমি ইটিয়েনকে দেখতে চাই না। সে করতে পারে না এমন কুকাজ নেই। পোয়ারো চলে আসার সময় দেখলো লেডি স্টাবস-এর কাঁধে হাত রাখলো ছুটে এসে মিঃ জর্জ, তারপর তাকে নিয়ে তাদের ঘরে অন্তর্হিত হলো।

ভালোভাবে তাকিয়ে চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিল পোয়ারো, কেউ তার দিকে মনোযোগী নয়। নিজেকে আড়াল করে নেওয়ার এই সুযোগ আছে। সে বাড়ির এককোণে টেরেসের সামনে এল তারপর সে নতুন এক নাটকের দর্শক হয়ে গেল।

অনিশ্চিত চোখের দৃষ্টি নিয়ে দুটি মেয়ে অরণ্য প্রান্তর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল, তাদের পরিধানে শর্টস এবং চকচকে ব্লাউজ। গতকাল সে যাদের গাড়িতে লিফট দিয়েছিল, মনে হল তাদের মধ্যে একজন, সেই ইতালি মেয়েটি। স্যার জর্জ লেডি স্টাবস-এর শয়ন কক্ষ-এর জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে বলে উঠলো মেয়ে দুটিকে, তোমরা অনাহুত, কোন অধিকারে তোমার এখানে প্রবেশ করেছ।

একজন বলল–এই পথেই তো ন্যাসকম্ব যাওয়া যায়। দয়া করে যেতে দিন আমাদের, একটি মেয়ে অনুরোধ করল।

পুনরায় স্যার জর্জ চিৎকার করে উঠলো, অনাহূত তোমরা। তোমরা অনধিকার প্রবেশকারী। কোনো পথ নেই এখান দিয়ে যাওয়ার। যে পথে তোমরা এসেছ সেই পথেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

তারা নিজেদের মধ্যে কিছু একটা আলোচনা করল বিদেশী ভাষায়। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির মাথায় জড়ানো ছিল রয়্যাল ব্লু স্কার্ফ, তার সাথীর উদ্দেশ্যে সে বলে উঠল, আবার হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে?

পোয়ারোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই স্যার জর্জ বলে উঠলো, আসল গেটে তালা ঝোলানো আছে। অরণ্যপথে বেড়া ডিঙিয়ে চালাকি করে এইসব বিদেশিনীরা রাস্তা

সংক্ষেপ করতে চায়, আমার বাড়ির ভিতর দিয়ে।–এটা কি সাধারণের চলার পথ? আমাদের কথা এরা বুঝতেই পারে না কারণ এরা সবাই বিদেশিনী। হয়তো ডাচ্ কিংবা অন্য জাতীয় কিছু হবে। পোয়ারো বলল, ওদের মধ্যে একজন জার্মান আর অন্যজন ইতালির মনে হয়। গতকাল আমি ইতালির মেয়েটিকে দেখেছিলাম স্টেশন থেকে আসার সময়ে।

জর্জ এই কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, আচ্ছা হ্যাটি এরা কি যে কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে? মনে হল তুমি কিছু বললে? বছর চোদ্দ বয়সের একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে গাইডের ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পোয়ারো দেখতে পেল, যখন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসেস অলিভারকে খুঁজছিল। মিসেস অলিভার পরিচয় করিয়ে দিলো–এর নাম মারলিন। মারলিন চপলভাবে হাসল। বলল মেয়েটি, আমি সেই ভয়ঙ্কর শব। তবে আমি আমার শরীর থেকে এক ফোঁটাও রক্ত ঝরতে দেব না।

তাই নাকি? বিস্মিত হলো পোয়ারো। কেবলমাত্র আমার গলায় ফাঁস লাগাবে, আমার দেহে বিদ্ধ হবে নকল ছোরা–ক্ষতস্থান থেকে লাল রক্ত ঝরে পড়বে, অবশ্য আসল রক্ত নয়, ব্যস, এইমাত্র ব্যাপার।

মিসেস অলিভার বলল, এটা খুবই বাস্তবোচিত ব্যাপার দেখাবে– ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন এটা ভেবেছে। মারলিন মুখ গোমড়া করে বলল, অবশ্যই রক্ত ঝরাতে হবে খুনের কেসে এটাই আমার মনে হয়। পোয়ারোর দিকে তাকালো সে ঔৎসুক্য ভরে। প্রশ্ন করলো পোয়ারোকে, অনেক খুনের কেসে হয়তো আপনি দেখেছেন, তাই নয় কি? মেয়েটি মিসেস অলিভারকে উদ্দেশ্য করে জানাল উনি বলেছেন।

পোয়রো নম্রভাবে জানাল, একটি অথবা দুটি। তখনই সে দেখতে পেল তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে মিসেস অলিভার। জিজ্ঞাসা করল, ঘটনাটা কি সেক্স-ম্যানিয়াক? আমি তাদের কথাবার্তা শুনেই বলছি আর কি। নিশ্চয়ই তুমি ঐরকম একজনের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে না? পোয়ারো জানতে চাইলো, কখনোই না, জানেন কেন? বললো মেয়েটি, এখানে একজন সেক্স-ম্যানিয়াকের সন্ধান পেয়েছিলাম–এটা আমি বিশ্বাস করি।

জঙ্গলে একটা মৃতদেহ দেখতে পান আমার ঠাকুর্দা। তিনি পালিয়ে আসেন ভীষণ ভয় পেয়ে। মৃতদেহটি ছিলো একজন মহিলার। তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি, কারণ আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন সুযোগসন্ধানী। এই মুহূর্তে তার বিশ্রামের প্রয়োজন এই কথা মনে করে পোয়ারো মেয়েটিকে এড়িয়ে কোনোরকমে সেখান থেকে চলে এলে।

উৎসব মেলার উদ্বোধন করার কথা বেলা আড়াইটের সময় একজন চিত্রতারকার। আকাশের মেঘ সরে যাচ্ছে, বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। উৎসব প্রাঙ্গণ জমজমাট বেলা তিনটের সময়। একে একে সবাই প্রবেশ-ফি দিয়ে ভিতরে ঢুকছে–সারিবদ্ধ লম্বা লাইন দিয়ে বাইরে গাড়িগুলো রয়েছে। দলে দলে আসছে ইয়ুথ হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীরা। ফলে গেল মিসেস মাস্টারটনের ভবিষ্যৎবাণী। শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো লেডি স্টাবস আড়াইটের ঠিক একটু আগে সুসজ্জিত পোশাকে, কালো রঙ-এর বিকট একটা খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে। প্রচুর হীরের অলঙ্কার পরেছে সে।

মিস্ ব্রেউইস, অস্ফুটস্বরে ব্যঙ্গোক্তি করল, চিন্তা করে দেখুন, প্রসঙ্গক্রমে এসকর্টের এ যেন রয়্যাল এনক্লোজার। গম্ভীরভাবে পোয়ারো মন্তব্য করল, এ যেন এক চমৎকার সৃষ্টি–

এই আপনাদের ম্যাডাম। হ্যাটি পুলকিত স্বরে জানতে চাইল, দারুণ হয়েছে আমার সাজ তাই না? এগুলো এসকর্টের জন্যই পরেছি। ওদিকে হ্যাটি এগিয়ে গেল, সেই ফিল্মস্টারকে আসতে দেখে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

পোয়ারো উৎসবের প্রাঙ্গণের দিকে তাকালো পেছন থেকে, তার যেন মনে হল উৎসবের সব কিছু যেন স্বাভাবিকভাবেই চলেছে।

ভীড় হয়েছে মন্দ নয়, এইমাত্র শুরু হলো বাচ্চাদের নাচের একজিবিসন। দেখা পাওয়া যাচ্ছে না মিসেস অলিভারের। তবুও তার চিনে নিতে অসুবিধা হলো না। ভীড়ের মধ্যে থেকেও লেডি স্টাবসকে তার জমকালো পোশাকের জন্য। তবে বেশি তৎপর বলে মনে হল মিসেস ফোলিয়াটকে, সে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে উৎসবে আগত অতিথিদের। এক জায়গায়ও দাঁড়িয়ে পড়ছে না, উৎসব প্রাঙ্গণ-এর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অতিথিদের টুকরো সংলাপ শুনতে লাগলো পোয়ারো নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে

কেমন আছ তুমি, প্রিয় অ্যামি–

কি চমৎকার লাগছে, পামেলা তোমাকে। জানো কি এডওয়ার্ড আসছে? টিভারটন থেকে, অনেক দূর পথ।...

আচ্ছা ডরোথি, এ বছর গ্রীষ্ম খুব সুন্দর সাজে সেজেছে তাই না? মনে হচ্ছে আমি যেন তোমাকে কত যুগ ধরে দেখে আসছি আবার কেউ বা বলছে–ন্যাসেতে এসে তার সৌন্দর্য দেখব, আমরা ভেবেছিলাম।

অবশ্যই এখানকার পরিবেশ লাল গোলাপ-এর থেকেও সুন্দর।

এখানকার সকলে এবং সবকিছুই সুন্দর।

তোমার প্রোগ্রাম কিন্তু গতবছর চমৎকার হয়েছিলো। সত্যিই এর জন্য তার আগের সৌন্দর্য আবার ফিরে আসছে ন্যাসেতে।

ভরাট কণ্ঠে ডরোথির স্বামী বলল, এখানকার অবস্থা যুদ্ধের সময় দেখতে এসেছিলোম। তখন আমার প্রচণ্ড দুঃখ হয়েছিলো।

মিসেস ফোলিয়াট ঘুরে দাঁড়াল, একজন বিনীত ভদ্র অতিথিকে আপ্যায়ন জানাবার জন্য। খুব খুশি হলাম মিসেস ল্যাপার আপনাকে দেখে। এই মেয়েটি লুসি নয় কি? বেশ বড় হয়ে গেছে তাই না?

মিসেস ল্যাপার ফোলিয়াটকে উত্তর দিলেন, ওর স্কুলের পাঠ শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী বছরে, আপনাকে আজ এমন সুন্দর দেখে মুগ্ধ হলাম ম্যাডাম।

ফোলিয়াট বললেন, খুব সুখে আছি আমি, ধন্যবাদ। হুপলায় গিয়ে বরং তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ লুসি। অল্পবয়সী মেয়েটিকে তিনি বললেন, আচ্ছা আবার পরে

আপনার সঙ্গে টি-টেন্টে দেখা হবে ম্যাডাম, ঠিক আছে, এখন চলি–বললেন মিসেস ফোলিয়াট। সম্ভবত মিঃ ল্যাপার একজন বয়স্ক পুরুষ–আন্তরিকতার সঙ্গে ফোলিয়াটকে জানাল, খুব খুশী হলাম আপনাকে ন্যাসেতে ফিরে আসতে দেখে। ম্যাডাম আবার যেন আমরা সেই পুরাতন দিনগুলোয় ফিরে এসেছি একথা মনে হচ্ছে। উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল মিসেস ফোলিয়াট। একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক দুজন মহিলার সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে আসছিলো। একজন বললেন, তোমাকে এই বয়সেও দারুণ সতেজ লাগছে, প্রিয় অ্যামি। গোলাপ বাগানের কাজ কিরকম হচ্ছে তোমার তাই বলো? তুমি নাকি পুরানো গাছগুলির পাশাপাশি নতুন গাছের চারা বসিয়েছ, মারিয়েল বলছিল? তাদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মোটাসোটা লোকটি জিজ্ঞেস করল–কোথায় গেলো মেরিলিন? তার সঙ্গে দেখা করার জন্য রেগী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে–সে তার শেষ ছবি দেখেছে।

ঐ যার মাথায় বিরাট টুপী তার সঙ্গে? প্রশ্ন করলেন তিনি। ওঃ তুমি কি বোকা প্রিয়তমা, হ্যাটি স্টাবস উনি। শোনো অ্যামি ওকে ঘুরে বেড়াতে দিও না ঐরকম জমকালো পোশাক পরে।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আর একজন বন্ধু, এই যে অ্যামি, এই হলো এডওয়ার্ডের ছেলে রজার। খুব খুশী হলাম প্রিয় তুমি আবার ন্যাসেতে প্রত্যাবর্তন করেছ দেখে।

ধীরে ধীরে এবার সরে গেল পোয়ারো, অন্যমনস্কভাবে একটা এক শিলিং-এর টিকিট কিনলো নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য।

এখনো তার কানে অতিথিদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল–আপনারা আসাতে কি ভালোই না লাগছে...ইত্যাদি ইত্যাদি। মিসেস ফোলিয়াট যে কার্যতঃ হোস্টেসে পরিণত হয়ে গেছেন সেটা কি নিজেই সে উপলব্ধি করতে পারছে? আজ এই গোধূলি লগ্নের ফিকে হয়ে আসা রোদ্দুরে ন্যাসে হাউসের মিসেস ফোলিয়াট রূপে তিনি আবির্ভূতা এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

পোয়ারো একটা টেন্টের গায়ে লেবেল সাঁটা এই কথাগুলি পড়ে দেখলো-আপনার ভাগ্য বলে দেবেন ম্যাডাম জ্বলেকা আড়াই শিলিং-এর বিনিময়ে। তারপর সে টিকিট কেটে টেন্টে ঢুকে পড়ল। তখন চা বিতরণ হচ্ছিল টি-টেন্টে, তাই এখানে ভীড় নেই। পোয়ারো বলল, ম্যাডাম লেডি, আমি চাই সত্য প্রকাশ হোক। আপনি সব পরিষ্কার করে জানান আমাকে। শেলি বলল, আশ্চর্য! আপনি তাহলে আমাকে জানেন। মিসেস অলিভার আমাকে প্রথমেই বলেছেন, বাস্তবিক আপনারই কথা ছিলো শিকার হওয়ার, তার কাছ থেকে অর্থাৎ তার গল্পের চরিত্র থেকে আপনি নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন। শেলি বলল, আমার ইচ্ছা ছিলো মৃতদেহ হওয়ার। অনেক শান্তি তাতে। সব দোষ জিম ওয়ারবারটনের, আচ্ছা চারটে বেজে গেছে নাকি? এবার আমি চা পান করবো।

আমার অবসর চরেটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত। পোয়ারো উত্তর দিল তার মান্ধাতা আমলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, দশ মিনিট বাকি আছে এখনো চারটে বাজতে। এখানে কি আপনার জন্য এককাপ চা?

না, আনতে হবে না, একটু বিশ্রাম নিতে চাই আমি, হাঁপিয়ে উঠেছি এই টেন্টের মধ্যে। আচ্ছা বাইরে কি খুব বেশি ভীড় হয়েছে?

তারা মনে হয় চা-এর জন্য লাইন দিয়েছে, জানালো পোয়ারো। ভালো কথা। এই বলে শেলি পা বাড়ালো টি-টেন্টের দিকে। পোয়ারো বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল তারপর। যাকে সে আগের দিন লিফট দিয়েছিল, মাঝপথে গিয়ে দৃষ্টি পড়ল তার সেই ডাচ্ মেয়েটির দিকে। প্রশ্ন করলো পোয়ারো, দেখছি তুমি উৎসবে এসেছ, আর তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?

মেয়েটি উত্তর দিল, সেও বিকালে এসেছে। তাকে অবশ্য আমি এখনো দেখিনি, ফেরার সময় দুজন একসঙ্গে এখান থেকে বাসে করে ফিরব–গেটের মুখ থেকে বাস ধরব সোয়া পাঁচটায়। প্রথমে আমরা টরকোয়ের যাব, সেখানে আর একটা বাস বদল করব, প্লিমাউথ-এর বাস। পোয়ারো সেই ব্যাগটা ঝুলতে দেখল ডাচ্ মেয়েটির কাঁধে। মেয়েটি ঘর্মসিক্ত হয়েছিল ওজনের ভারে, তার সেই অবস্থা দেখে পোয়ারো অবাক হলো, সে বললো, তোমার বন্ধুটিকে আজ সকাল বেলায় দেখেছি। আচ্ছা, আপনি কি জার্মান মেয়ে এলসার কথা বলছেন অদুরে স্যার জর্জের দিকে তাকিয়ে ডাচ মেয়েটি পোয়ারোকে প্রশ্ন করল, আর কি বলব, এই বাড়ির মালিক যে ভদ্রলোক এলসার ওপর সকালে খুব রেগে উঠেছিলেন, রাস্তা শর্টকার্ট করতে চেয়েছিল বেচারা, এই বাড়ির ভিতর দিয়ে, নদীর ধারে যাওয়ার জন্য। উনি বাধা দিয়েছিলেন তাকে। তাহলেও উনি খুব নম্র এবং ভদ্র। তাকে পোয়ারো জানাতে যাচ্ছিল যে সকালে অনাহূত অতিথি, আর এখন আড়াই শিলিং-এর টিকিট কেটে আইনসম্মতভাবে ন্যাসে হাউসে প্রবেশ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু সে বলতে পারলো না যেহেতু ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন হাজির হলেন।

লেডি স্টাবসকে দেখেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? তিনি বিচারক হয়েছেন ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতায়। কোথাও খুঁজে পেলাম না তাকে, জানতে চাইলেন ওয়ারবারটন। আমি ওকে প্রায় আধঘণ্টা আগে দেখেছিলাম ঠিকই-এবার চলুন দেখা যাক এখন তিনি কোথায়? ক্রুদ্ধ স্বরে ওয়ারবারটন বলল, অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছে ভদ্রমহিলাকে। বুঝতে পারছি না, কোথায় উধাও হয়ে গেছেন তিনি। এদিকে অপেক্ষা করছে বাচ্চারা। আর আমরা পিছিয়ে পড়ছি আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী থেকে। একবার দেখে নিলো চারিদিকে তাকিয়ে, কোথায় গেলই বা আমাদ্দা ব্রেউইস?

পোয়ারো অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো লেডি স্টাবস-এর সন্ধান করতে গিয়ে, মিসেস অলিভারই এসময় কোথায় গেলেন? একটি যুবককে জেটির পথ ধরে এগিয়ে আসতে দেখলেন পোয়ারো এসময়। খুবই কালো লোকটির গাত্রবর্ণ। ইয়টিং কস্টিউম পরনে। পোয়ারোর কাছে আসার পর তাকে একটু ইতস্তত করে বলল, মাপ করবেন আমাকে, আচ্ছা জর্জ স্টাবস-এর বাড়ি কি এটাই? হ্যাঁ এটাই বাড়ি, বলল পোয়ারো। যুবকটির দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো সে তারপর জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনিই কি লেডি স্টাবস-এর খুড়তুতো ভাই?

হ্যাঁ, আমি ইটিয়েন ডি সৌউসা–উত্তর দিল যুবকটি। পোয়ারো জানাল, আমি এরকুল পোয়ারো। তারপর তারা উভয়েই শুভেচ্ছা বিনিময় করল, পোয়ারো তাকে যখন উৎসবের বর্ণনা দিচ্ছিল, সেটা শেষ করতেই লন পেরিয়ে স্যার জর্জ তাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

তিনি বললেন, তুমিই ডি সৌউসা, খুব খুশী হলাম তোমাকে দেখে। হ্যাটি তোমার চিঠি পেয়েছে আজ সকালে। আচ্ছা দেখা যাক্ ্যাটি কোথায়? কোথাও আছে নিশ্চিয়ই মনে হয়।

তুমি আমাদের সঙ্গে সন্ধ্যায় নৈশভোজ সারবে আশা করি। স্যার জর্জ একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এখানে অনেকদিন থাকবে?

দু-তিনদিন হয়তো, সেটা নির্ভর করছে,কথাটা অসমাপ্ত রাখলো ডি সৌউসা। খুব খুশী হবে হ্যাটি তোমাকে দেখলে, কিন্তু ও কোথায় গেলো? লিকে খুঁজতে চলে গেলেন স্যার জর্জ। ডি সৌউসা তার (জর্জ দিকে তাকিয়ে রইলো। আর পোয়ারো দেখতে লাগল ডি সৌউসাকে। পোয়ারো অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করল, কতদিন পরে আপনার জ্যাঠাতুতো বোনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?

আমি ওকে শেষ দেখেছিলাম যখন ওর পনেরো বছর বয়স। তখন ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফ্রান্সের একটা কনভেন্টে। ছোটবেলায় ও দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, একথা জানাল ডি সৌউসা, তারপর জিজ্ঞাসু চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালো সে।

পোয়ারো জানালো, এখন উনি দারুণ সুন্দরী মহিলা।

জানতে চাইল যুবকটি, উনিই কি ওর স্বামী?

ভদ্রলোককে দেখে তথাকথিত ভালোমানুষ বলে মনে হয়, তবে মনে হয় ওর বিশেষ চাকচিক্য নেই। হ্যাটির উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পাওয়াও খুব মুশকিল ছিলো। বলল ডি

সৌউসা। কোনো মন্তব্য করল না পোয়ারো, চুপ করে রইল সে। ডি সৌউসা হেসে উঠে বলল, কিন্তু এখন এটা কোনো গোপন কথা নয়, হ্যাটির মানসিক বিকাশ ঘটেনি পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত। ওর মনটা ভীষণ চঞ্চল ছিলো।

এখনো কি ও সেইরকম আছে?

সন্তর্পণে পোয়ারো বলল, হ্যাঁ মনে হয় সেইরকম আছে। স্যার জর্জ তাদের কাছে এসে দাঁড়াল–এই অবসরে মিস ব্রেউইসকে সঙ্গে নিয়ে। মিসেস স্টাবস যে কোথায় আছেন আমি তা জানি না স্যার জর্জ। জানালো মিস ব্রেউইস। তাকে আমি শেষবার দেখেছিলাম ভবিষ্যত বক্তার টেন্টের কাছে। হ্যাঁ, তাও আধঘণ্টা হয়ে গেল। আচ্ছা তিনি কি এখন বাড়িতেও নেই?

পোয়ারো বলল, আচ্ছা এমনটা নয়তো যে, তিনি দেখতে গেছেন মিসেস অলিভারের মার্ডার হান্টের কাজ কতদূর এগোল? এটাও হতে পারে, আমি যেতে পারছি না এখানকার শো ছেড়ে, আর খুবই ব্যস্ত আমাদ্দা। আর আমি এখানকার ইনচার্জ। দয়া করে আপনি একটু সন্ধান করুন না মঁসিয়ে পোয়ারো। এখানকার প্রায় সমস্ত জায়গাগুলিই আপনি চিনে গেছেন। অনুরোধ করলো পোয়ারোকে স্যার জর্জ। অথচ পোয়ারো কতটুকুই বা জানে। বিড়বিড় করে সে নিজের মনে বলতে লাগলো, টেনিস কোর্ট, ক্যামেলিয়া গার্ডেন ফলি, নার্সারি-গার্ডেন বোড হাউসে...।

পোয়ারো টেনিস কোর্ট-এর একজন মিলিটারি ভদ্রলোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না, ক্যামেলিয়া গার্ডেন-এর দিকে রওনা হলো সে। মিসেস অলিভারের সঙ্গে দেখা হয়ে

গেল ক্যামেলিয়া গার্ডেন-এ। সে বসেছিল বাগানের একটা বেঞ্চে। সে তার পাশে বসতে বলল পোয়ারোকে দেখে। একটা অদ্ভুত শব্দ করে সে বলল, এটা শুধু দ্বিতীয় কু, মনে হয় আমি তাদের অসুবিধায় ফেলেছি, এটা আমার মনে হচ্ছে। কেউ আসেনি এখনো পর্যন্ত। একজন যুবক এইসময় বাগানে ছুটে এসে প্রবেশ করে এবং উৎফুল্ল মেজাজে চিৎকার করে বলতে থাকে যে, সে পরবর্তী ক্লু আবিষ্কার করে ফেলেছে। অস্বস্তির সঙ্গে সে বলল, কর্ক গাছের ব্যাপারে জানে না অনেক ব্যক্তি, প্রথম ক্লু চতুর ফটোগ্রাফার আমি লক্ষ্য করেছি যে, সেটা একটা টেনিস নেটের অংশ, একটি কর্ক এবং বিষের একটি খালি বোতল সেখানে, এই ক্লু বোতলের পিছনে ছুটবে বেশির ভাগ লোক। অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কর্ক গাছ খুবই দুষ্প্রাপ্য, সেটা পৃথিবীর এই প্রান্তে। আমিও আগ্রহী ঝোঁপঝাড় আর গাছের ব্যাপারে। এবার দেখা যাক অন্য কেউ কোথায় যায়।

সে ভ্রু কুঁচকে তাকালো তার হাতের নোট বই-এর দিকে। মনে হয় সেটা কোনো কাজে লাগবে না, পরবর্তী কু-আমি যেটা কপি করেছি।

সকলের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, আপনি কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন?

না না, মিসেস অলিভার বললো আমরা নিতান্ত কিছু খুঁজছি।

ফলির দিকে যখন কোনো সুন্দরী মহিলা ঝুঁকে পড়ে...কোথায় যেন আমি এরকম শুনেছি এবং আমার ধারণা!

পোয়ারা উত্তর দিল, এটা একটা বহু পরিচিত উক্তি।

ফলি হয়তো একটা ইমারত হতে পারে সাদা সেই সঙ্গে অনেকগুলো স্তম্ভও থাকবে..অনেক আশা নিয়ে বলল মিসেস অলিভার। যুবকটি বলল, অজস্র ধন্যবাদ–অবশ্যই এমন একটা ধারণাও হতে পারে। সে আরও বলল, মিসেস অলিভারকে এখানেই কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে–ওরা বলছিল। তার ফটোগ্রাফ নিতে চাই আমি। আচ্ছা আপনি কি তাকে দেখেছেন?

মিসেস অলিভার দৃঢ়স্বরে বলল, না।

পোয়ারো, যুবকটি চলে যাবার পর মিসেস অলিভারকে বলল–আপনি এটা অন্যায় করলেন না তো-পরবর্তী কু-র ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে?

অলিভার বলল, আমি তাকে উৎসাহ দিলাম কারণ একমাত্র এই যুবকটি ক্লু খুঁজে পেয়েছে।

পোয়ারো জানতে চাইলো, তবে তাকে আপনি ফটোগ্রাফ দিলেন না কেন?

এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, বলল মিসেস অলিভার-চুপ করুন মনে হচ্ছে কেউ যেন আসছে– না, যারা আসছে তারা শুধু দুজন মহিলা, কু হান্টার নয়। তারা উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে এসেছে টিকিট কেটে।

মিসেস অলিভার পোয়ারোর দিকে ফিরল, মেয়ে দুটির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলল, মনে করুন, কেউ যদি কখনো আমার দেহ খুঁজে না পায়।

পোয়ারো বলল, ম্যাডাম ধৈর্য্য ধরুন এবং সাহস সঞ্চয় করুন। অনেক দেরি আছে বিকাল শেষ হতে।

মিসেস অলিভার উজ্জ্বল মুখে উত্তর দিল-হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। এবার চলুন দেখি বাচ্চা মেয়ে মারলিন কি করছে?

এই মেয়েটিকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না বুঝলেন মিঃ পোয়ারো। যেহেতু দায়িত্বজ্ঞান নেই ওর। আমি ওকে মৃতদেহের ভূমিকায় ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। তারা এলোমেলোভাবে নদীর পথের দিকে এগিয়ে চলল, ফলি অতিক্রম করে। বোট-হাউসের ছাদ দেখা যাচ্ছিল নিচের দিকে। ধরুন যদি খুনের সন্ধান করতে গিয়ে বোট-হাউসে দেহটা পাওয়া যায়? মন্তব্য করলো পোয়ারো। সেটা কি মনে হতে পারে অস্বাভাবিক বলে? আমিও সেটা ভেবেছিলাম, জানালো অলিভার। শর্টকাটের নমুনা তো? আর সে জন্যই চাবিকাঠি হল শেষ ক্লু-টা। আপনি কিছুতেই তালা খুলতে পারবেন না সেই চাবিটা ছাড়া, কেবল মাত্র ভেতর থেকে খুলতে পারেন।

মিসেস অলিভার বোট-হাউসের সামনে এসে লুকোনো চাবিটা বের করে দরজা খুলল।

মিসেস অলিভার ঘরের ভিতরে ঢুকে বলল, তোমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এসেছি আমরা মারলিন।

একটু সন্দেহ ছিল মারলিনের সম্পর্কে।

যেভাবে মারলিন নিজের দেহটা সাজিয়ে রেখেছিল তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। মারলিন তাদের ডাকে কোনো উত্তর দিল না। মাটির ওপর সে নিঃশব্দে পড়ে রইলো। হাওয়া প্রবেশ করছিল খোলা জানলা দিয়ে। হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছিল টেবিলে রাখা কমিক্স-এর পাতাগুলো।

মিসেস অলিভার অধৈর্য্য হয়ে বলল–বেশ তো সবই ঠিক আছে। অন্য কেউ কু-র ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি আপনি আর আমি ছাড়া।

পোয়ারো সন্দিগ্ধ হলো। মিসেস অলিভারকে আলতোভাবে সরিয়ে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোর কণ্ঠে একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এল। তারপরেই সে চোখ তুলে তাকাল মিসেস অলিভারের দিকে। সুতরাং...তাই ঘটলো শেষ পর্যন্ত আপনি যা আশা করেছিলেন, বলল পোয়ারো। আতঙ্কে মিসেস অলিভারের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠলো-আপনি কি মনে করছেন?

এই কথা বলে সে একটা বাঁশের চেয়ার চেপে ধরে বসে পড়ল। আবার প্রশ্ন করল, আপনি কি মনে করছেন–সে মৃত নয়তো? পোয়ারো মাথা নাড়লো, জানালো, হ্যাঁ, মেয়েটি মারা গেছে, অবশ্য বেশিক্ষণ হয়তো সে মারা যায়নি। প্রশ্ন করল অলিভার, কিন্তু কি করে এটা হলো, মিসেস অলিভারকে মুখটা দেখানোর জন্য মেয়েটির মাথার ওপর থেকে স্কার্ফটা তুলে ধরল সে।

ঠিক আমার বইয়ে যেভাবে লেখা ছিল, খুনটা সেইরকম ভাবেই হয়েছে, মিসেস অলিভার কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, প্রশ্ন করলো আবার, কিন্তু কেন, কে খুন করলো তাকে? আর এরকম ঘটলই বা কেন?

পোয়ারো বলল, আমারও সেই একই প্রশ্ন? পোয়ারো এ ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল যে মিসেস অলিভারেরও একই প্রশ্ন।

আর অলিভার যে প্রশ্নের উত্তর দেবে, সে উত্তর তার নিজস্ব নয়। কারণ যে মেয়েটি নিহত হয়েছে সে এ্যাটম বিজ্ঞানী নিহত যুগোস্লাভিয়ার প্রথমা স্ত্রী নয়। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সের একটি গ্রাম্য মেয়ে। পৃথিবীতে তার কোনো শত্রু ছিলো না, যতদূর জানা যায়।

ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর ব্লান্ড স্যার জর্জের স্টাডি টেবিলের পেছনে বসেছিলো। তাকে বোট-হাউসে নিয়ে এসেছিলো স্যার জর্জ। আর তার সঙ্গে এখন সে বাড়িতে ফিরে এল। ফটোগ্রাফিক ইউনিট নিচে বোট-হাউসে তাদের কাজে ব্যস্ত। সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে ম্যাডিক্যাল অফিসার এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট-এর লোকেরা। স্যার জর্জ জিজ্ঞাসা করল, উৎসব চলবে না কি বন্ধ করে দেবে?

স্যার জর্জ এখনো পর্যন্ত কি করছেন? জিজ্ঞাসা করল ব্লান্ড। না, কিছুই বলিনি, তবে এরকম একটা কানাঘুষো চলছে যে এখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, এছাড়া কিছু নয়। এখানে কেউ সন্দেহ করছে না এটাই আমার মনে হয়, যে এখানে কোনো খুন হয়েছে। স্যার জর্জ বলল।

অতএব চলবে দিন যেমন চলছে। তারপর কিছু একটা ভেবে ব্লান্ড জিজ্ঞাসা করলো আবার, আপনার কি মনে হয়, যে এই ব্যাপারে কতজন লোক এসেছে? কয়েক শো তো হবেই, আরো অনেকে আসতে পারে–উৎসব বেশ সফল হয়েছে এটা বলা যায়। তবে খুবই দুর্ভাগ্যের কথা -বলে থেমে গেল স্যার জর্জ।

তার কথা সংশোধন করে ব্লান্ড বলল, যেহেতু একজন খুন হয়েছে, অতএব উৎসব সফল বলা যায় না।

ব্লান্ড চিন্তা করলো কয়েকশোলোক হয়েছে তাহলে মনে হয়, তাদের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে। অবশ্য বুঝতে পারছি না, তাদের মধ্যে যেই হোক না কেন–খুন করার কারণটাই বা কি? আশ্চর্য, স্যার জর্জ জিজ্ঞেস করল, কে খুন করতে পারে মেয়েটিকে, বুঝতে পারছেন না?

কতটুকুই বা বলতে পারেন মেয়েটির সম্পর্কে সেটাই বলুন। শুধু জানতে পেরেছি সে স্থানীয় মেয়ে, তাই নয় কি?

জবাব দিল স্যার জর্জ, হ্যাঁ, মেয়েটি স্থানীয়। নদীর ধারে নিচে জেটির কাছেই একটা কটেজে থাকতো সে। একটা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্যাটারসনে মেয়েটির বাবা কাজ করে এটাই শুনেছি। বিকেল থেকে এই উৎসবে রয়েছে ওর মা। আমার থেকে আরও ভালোভাবে বোঝাতে পারবে আপনাকে, মিস ব্রেউইস আমার সেক্রেটারি।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ইনসপেক্টর বলল, তা অবশ্য ঠিক। ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো স্পষ্ট নয়। বুঝলেন স্যার জর্জ, জানাল ইনসপেক্টর ব্লান্ড। তাহলে বোট-হাউসে কি

করছিল মেয়েটি? শুনেছি ওখানে কি একটা উৎসব চলছিল, মার্ডার হান্ট অথবা ট্রেজার হান্ট?

স্যার জর্জ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, তারপর বলল, ডেকে দেবো মিস ব্রেউইসকে? আমার থেকে সে আরো ভালোভাবে বলতে পারবে। যদি আরও কিছু আপনার জানার থাকে।

এখনই নয়, স্যার জর্জ-বললেন ইনসপেক্টর। তবে আপনাকে পরে আমি অনেক প্রশ্ন করতে পারি। তার আগে আমি অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। যেমন স্বয়ং আপনি, লেডি স্টাবস এবং আর যারা এই মৃতদেহটি প্রথম দেখেছিল। এও আমি জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে একজন মহিলা ঔপন্যাসিক, অর্থাৎ আমাদের কথা অনুযায়ী তিনিই নাকি এই মার্ডার। হান্টের লেখিকা।

হ্যাঁ সেটা ঠিক কথা, তার নাম মিসেস এরিয়াডন অলিভার। বললেন স্যার জর্জ। আচ্ছা উনি, তাই নাকি? বলল ব্লান্ড, বেস্ট সেলার, আমি তার অনেক বই পড়েছি। স্যার জর্জ বলল, উনি এখন খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। আপনি ওঁর জন্য অপেক্ষা করছেন, ওঁকে সেটা জানিয়ে দিচ্ছি। আমি ঠিক বলতে পারছি না আমার স্ত্রী এখন কোথায়?

হয়তো দু-তিনশো লোকের মাঝখানে রয়েছে সে। মনে হয় সে আপনাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাতে পারবে না, তাহলে আপনি প্রথমে কার সঙ্গে দেখা করতে চান? ব্লান্ড জবাব দিলেন, প্রথমে কথা বলব আপনার সেক্রেটারি মিস ব্রেউইসের সঙ্গে তারপর মেয়েটির মায়ের সঙ্গে। সম্মতি জানিয়ে স্যার জর্জ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। লোকাল

পুলিশ কনস্টেবল রবার্ট হপকিন্স দরজা খুলে দিল তার জন্য, আবার দরজা বন্ধ করে দিল সে বেরিয়ে যেতেই। সে একটা জবানবন্দী শুনলো তারপর–অবশ্যই স্যার জর্জের মন্তব্যের ধারাবিবরণী। সে বলল, লেডি স্টাবসকে চাই, উঠে এসো এখানে। তার কপাল টিপে ধরল সে। স্যার জর্জ এই জন্যই বলেছিলেন, তার কাছ থেকে বিশেষ একটা সাহায্য পাওয়া যাবে না। স্থানীয় মেয়েকে কি বিয়ে করেছিলেন তিনি? না, সে কালো চামড়ার মহিলা, বিদেশিনী অবশ্য কেউ কেউ তা বলে থাকেন, অবশ্য নিজে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই না। ব্লান্ড মাথা নাড়ল, নীরব হলো মুহূর্তের জন্য। তারপর এমন একটা প্রশ্ন করল সে যেটা স্পষ্টতই রেকর্ড-এর বাইরে। সে বলল, কে এ কাজ করেছে হপকিন্স? ব্লান্ড ভাবলো হয়তো হপকিন্স জানতে পারে। যার স্ত্রী গল্প করার মতো এবং তার কাছে অনেক খবর থাকে ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় কনস্টেবল হিসাবে। হপকিন্স বলল, যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন মেয়েটি বিদেশিনী কিনা; তার উত্তরে বলব–কেউ স্থানীয় নয়। টাকার ঠিক বলছি তো? তাদের ন-জনের পরিবার; তারা চমৎকার সম্মানিত, তাদের মধ্যে বড় দুটি মেয়ে বিবাহিত, একটি ছেলে নেভিতে, আর একজন আছে ন্যাশনাল সার্ভিসে আর একটি মেয়ে আছে টরকোয়ের হেয়ার-ড্রেসার। বাড়িতে যে তিনজন আছে, তাদের মধ্যে একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। একটু থেমে কিছু একটা মনে করে হপকিন্স বলল আবার, অবশ্য তাদের মধ্যে কেউই উজ্জ্বল নয়। মিসেস টাকারের ঘর-বাড়ি খুব পরিষ্কার রাখে, সব থেকে ছোট সে এগারজনের মধ্যে, বৃদ্ধ পিতা তার সঙ্গে থাকে। ব্লান্ড এইসব খবর পেলো নীরবে বসে থাকা অবস্থায়। টাকারদের সামাজিক অবস্থানের নমুনা পাওয়া গেল, হপকিন্স-এর বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে। বলে চলল হপকিন্স, এ একজন বিদেশিনী–এই কারণেই আমি বললাম। হুডাউন হোস্টেলে এসে উঠেছে তাদের মধ্যে একজন। একবার তাদের মধ্যে সন্দেহের কারণ ঘটেছিল

এবং মাঝে মাঝে অনেক কিছুই ঘটে। বনের মধ্যে তাদের আমি কি করতে শুনেছি দেখলে আপনারা আশ্চর্য হবেন। কানে আঙ্গুল দেবেন পার্ক করা গাড়িতে প্রতি মুহূর্তে কি ঘটেছে শুনলে। এরই মধ্যে পিসি হপকিন্স যৌন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। কথপোকথনের একটা দীর্ঘ তালিকা দিল সে সব কিছু শুনিয়ে।

ব্লান্ডের বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয় না এখানে কোনো কিছু ঘটেছে। সে যাই হোক ডাক্তার তার পরীক্ষা অনুযায়ী রিপোর্ট দেবে।

হপকিন্স বলল, সবকিছুই তার ওপর নির্ভর করছে স্যার। আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি অবশ্যই কখনই কিছু জানতে পারবেন না এই বিদেশিনীদের সম্পর্কে। তারা যে কোনো খারাপ কাজ যে কোনো মুহূর্তে করতে পারে।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে ততটা সহজ নয়, যেটা ভাবা হয়েছিল। হপকিন্স অবশ্য বিদেশিনী আখ্যা দিয়ে দোষরোপ করতে চাইছে। কিন্তু তাহলেও সব ঝামেলা মিটবে না। এইসময় ডাক্তার প্রবেশ করল দরজা খুলেই। এবার আমার কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করলো ডাক্তার। মেয়েটিকে এবার নিয়ে যাবে অরা, অন্যান্য সব সামগ্রী যেগুলি তদন্তের কাজে সাহায্য করেছে সেগুলি সব প্যাক করা হয়ে গেছে।

ব্লান্ড বলল, সার্জেন্ট কোটরিল ওদিকে ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা ডাক্তার আপনার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ডাক্তার জানাল, কোনো জটিল ব্যাপার নয়, কেবল ফাস দেওয়া হয়েছে গলায় এক টুকরো কাপড় দিয়ে। এতে সহজে এর থেকে অন্য আর কিছু ঘটানো যায় না।

আততায়ীর সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ বাধেনি মৃত্যুর পূর্বে মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি জানতেই পারেনি কি ঘটতে যাচ্ছে, যতক্ষণ না ঘটনাটা ঘটেছিল, এটা আমার মত।

ব্লান্ড প্রশ্ন করল, বাধা দেওয়ার মতো কোনো কিছু যেমন ধর্ষণের চিহ্ন–অপমান সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কি?

মনে হয় এটা কোনো যৌন অপরাধ নয়। সুতরাং কি? সেটা আমিও ব্যাখ্যা করতে পারবো না। ডাক্তার আবার বলল–আর মেয়েটি যে আকর্ষণীয় ছিল সেটাও আমি বলছি না।

আচ্ছা মেয়েটি কি ছেলেদের খুব প্রিয় ছিল?

ব্লান্ড কনস্টেবল হপকিন্স-এর উদ্দেশ্যে বলল, অবশ্য ওরা আমাদের কোনো সাহায্যে আসবে না। হয়তো তার পছন্দমতো কোনো ছেলে ছিল। ব্লান্ড রাজী হয়ে বলল, হতেও পারে। তার মনটা ফিরে গেল বোট-হাউসের একরাশ কমিক কাগজের দিকে।

কাগজগুলোর একধারে তাড়াতাড়ি লেখা ছিল–কোটির সঙ্গে জনি যায়। জর্জি গোগী চুমু খায়–অরণ্যে ভ্রমণরত মেয়েটিকে। সব কিছু ভেবে দেখলে মনে হয়, মারলিন টাকারের মৃত্যুর পেছনে একটা যৌন দিক আছে। যদিও এরকম ভয়ঙ্কর অপরাধী থাকতেই পারে তবুও কেউ তা জানত না। পুরুষদের সুপ্ত কাম বাসনা, খুন করার স্পৃহা-তারা বিশেষজ্ঞ অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী শিকারে। অতএব এরকম উদ্দেশ্যহীন অপরাধের কোনো কারণ

থাকতে পারে না এটাই সম্ভব, এবং তার বিশ্বাস এটাই। ব্লান্ড ভাবলো যাই হোক দেখা যাক, লোকের মতামত কি?

সে প্রশ্ন করল, কটার সময় মৃত্যু ঘটেছে?

এই মুহূর্ত থেকে ঠিক সাড়ে চারটের পরে।

সে উত্তর দিল–পাঁচটা কুড়ি মিনিটের সময় আমি তাকে দেখেছি, তাহলে ঘণ্টাখানেক পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে হয়তো।

চারটে কুড়ি অথবা পঁচিশ হতে পারে সময়টা। সঠিক সময় অটোপসি করে জানা যাবে। যথাসময় পাবেন বিস্তারিত রিপোর্ট।

এবার আমি চলি, অনেক রুগী বসে আছেন আমার জন্য। ডাক্তার চলে গেলেন।

মিস ব্রেউইস-এর ডাক পড়ল, ডাক্তার চলে যাওয়ার পর। মিস ব্রেউইস জানাল মিসেস টাকার বসে আছে আমার বসার ঘরে। খবরটা আমি তাকে জানিয়েছি, খুব ভেঙে পড়েছে সে। ছটার পর মিঃ টাকার তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে। উৎসবে মেতে রয়েছে তাদের ছেলেমেয়েরা এখনো।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বলল, জবাব নেই। আমি আপনার আর লেডি স্টাবস-এর বক্তব্য জেনে নিতে চাই মিসেস টাকারের সঙ্গে দেখা করার আগে।

মিসেস স্টাবস এখন কোথায় জানি না, উৎসবের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য হয়তো সে অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে আমার থেকে অনেক বেশি কিছু বলতে পারবেন এটা আমার মনে হয় না। বললেন, ব্রেউইস।

আচ্ছা আপনি ঠিক কি জানতে চান বলুন তো।

প্রথমে জানতে চাই এই মার্ডার হান্টের বিশদ তথ্য।

মারলিন টাকার কিভাবে প্রবেশ করলো এতে অংশগ্রহণের জন্য?

বললেন মিঃ ব্লান্ড, এটা তো খুব সহজ ব্যাপার। সুপরিচিত ঔপন্যাসিক মিসেস অলিভার উৎসব-এর আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এই মার্ডর হান্টের আয়োজন করেন। এবং প্লটটা তারই। মিস ব্রেউইস ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলো। এই মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিলো। প্রথমে শেলি লেগির। জানতে চাইলেন ইনসপেক্টর, মিসেস আলেক লেগি?

তাহলে হঠাৎ এই চরিত্র পরিবর্তন করা হলো কেন?

মিসেস আলেগ লেগি একদিন সন্ধ্যায় আমাদের সবার ভবিষ্যৎ কি বলে দিলো। তার ফলে আমরা ঠিক করলাম যে, উৎসবে ভবিষ্যতে বক্তার একটা টেন্ট তোলা হবে।

প্রাচ্য ধরনের পোশাক পরে মিসেস লেগি ম্যাডাম জ্বলেকার ভূমিকায় যারা অর্থের বিনিময়ে জানতে উৎসুক তাদের ভাগ্য গণনা করে দেবে। আরও জানালা মিস ব্রেউইস–

আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান মিসেস লেগি–এর ফলে আমরা অন্য একটি মেয়ের সন্ধান করি। এই মেয়ে গাইডের নাম প্রস্তাব করে স্থানীয় গাইড মেয়েরা।

মিস ব্রেউইস আপনি ঠিকভাবে জানেন কি, কে তার নাম প্রস্তাব করেছিলো?

জিজ্ঞাসা করল ব্লান্ড। মিস ব্রেউইস বলল, সত্যি আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি জানি না। তবে একজন সদস্য-এর স্ত্রী মিসেস মাস্টারটন হয়তো নির্বাচন করেছেন? অথবা বোধ হয় ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন..না-না আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তবে এটা সত্য কথা যে, তার নামটা প্রস্তাব করা হয়েছিলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায় মেয়েটি।

তার ঠিক কি করার কথা ছিল, বলুন তো? তাকে বোট-হাউসে থাকতে হবে। যেই সে দেখবে দরজার সামনে কেউ আসছে তৎক্ষণাণৎ সে মাটিতে শুয়ে পড়বে। তারপর মরার ভান করে পড়ে থাকবে গলার দড়ির ফাঁস লাগিয়ে।

তারপর শান্ত স্বরে মিস ব্রেউইস বলল, অথচ সত্যি সত্যি তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায় মৃত অবস্থায়। ইনসপেক্টর ব্লান্ড মন্তব্য করলো, একটা ঘরে একা একা আবদ্ধ থাকা খুব একঘেয়েমির ব্যাপার, বিশেষত যখন বাড়িতে উৎসব চলছে।

মিস ব্রেউইস বললো, সবাই কি সব কিছু পারে তাছাড়া মারলিন নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করে ছিলো নকল মৃতদেহ সাজার জন্য। প্রচুর কমিক্সের রই রাখা হয়েছিল তার সময় কাটাবার জন্য।

বোট-হাউসে আমি নিজের হাতে করে প্রচুর মিষ্টি, কেক, ফল খাবারেরর প্লেটে রেখে এসেছিলাম, তার খাবার জন্য।

ফিরে তাকালেন ব্লান্ড একপলকে। তার দৃষ্টি ধারালো–তার খাবারের প্লেট আপনি নিজে রেখে এসেছিলেন? কখন?

তখন বিকেল প্রায় চারটে বেজে পাঁচ মিনিট হবে। আর বোট-হাউসে যখন পৌঁছেই–কেক ফুট আর ড্রিঙ্কস নিয়ে তখন চারটে বেজে পনেরো মিনিট হবে, এটাই আমার মনে হয়, জানালো ব্রেউইস।

তাহলে মারলিন টাকার সোয়া চারটে পর্যন্ত জীবিত ছিলো? জিজ্ঞেস করলো ইনসপেক্টর ব্লন্ড। আপনি কি তখন তাকে মৃতের ভান করে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন নাকি?

না, আমি তাকে বাইরে থেকে ডাক দিই, সে নিজে দরজা খুলে দিয়েছিলো। তারপর আমি খাবারের প্লেটটা টেবিলে রেখে এসেছিলাম। বলল মিস ব্রেউইস।

তার নোট বুকে লিখলো ইনসপেক্টর সোয়া চারটের সময়, যখন এই কথা বলল সে, এক্ষেত্রে সময়টা খুব জরুরী মিস ব্রেউইস। আবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনি একেবারে নিশ্চিত তো সময় সম্পর্কে? ঠিকভাবেই আমি বলছি, নিশ্চিতভাবে ঘড়ি আমি দেখিনি–তাই আপনার কথামতো নিশ্চিত করে সময়টা বলতে পারব না আমি।

তবে মনে হয় সময়টা ঐ কাছাকাছিই হবে।

আচ্ছা আর একটা কথা মিস ব্রেউইস, আপনি কি কারো সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বোট-হাউসে যাওয়ার সময় অথবা ফেরার সময়। কিংবা বোট-হাউসে কাউকে যেতে অথবা ফিরে আসতে দেখেছিলেন?

ব্রেউইস জানালো না। একটুপরে কি ভেবেই যেন মিস ব্রেউইস বলে উঠলো–তবে সেই ফলিতে কাদের যেন দেখেছিলাম।

ইনসপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, ফলি?

হ্যাঁ তাই, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একটা, ছোটখাটো সাদা। বছর এক কি দুই আগে এটা তৈরি করা হয়, বোট-হাউসে যাওয়ার রাস্তার ডান দিকে।

আমার মনে হচ্ছে সেখানে যেন একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

হাসছিলো একজন, আর অন্যজন বলে উঠলো চুপ করো।

আপনি কি জানেন মিস ব্রেউইস ওরা দুজন কারা? সে উত্তর দিল, না, রাস্তা থেকে ফলির সামনেটা দেখা যায় না।

ইনসপেক্টর ভাবল, যারাই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন ফলির সামনে, তাদের খুঁজে বার করা এই কেসের পক্ষে জরুরী। যদি তাদের খুঁজে বার করা যায় তবে তারা বলতে পারবে তারা কাউকে বোট-হাউসে যেতে বা আসতে দেখেছিল কিনা? প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো

ইনসপেক্টর। অন্তত তদন্তের কাজে আমাদের সুবিধা হয় যদি আপনি মেয়েটির সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ব্যক্তিগতভাবে। মিস ব্রেউইস বলল, না, আমি মেয়েটির ব্যাপারে কিছুই জানি না, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আজ এই উৎসবে প্রথমবারই তাকে আমি দেখেছি–আজকেই।

ব্লান্ড আবার বলল–তাহলে আপনি তার ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানেন না?

মিস ব্রেউইস বলল, তাকে যে কেউ খুন করতে পারে এ বিষয়ে কিছুই জানি না আমি।

ব্লান্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, এবার মনে হয় মেয়েটির মায়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

মিসেস টাকারের চেহারা ক্ষীণাঙ্গী। টিকালো নাক, চুল সোনালি, তার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে ক্রন্দনের ফলে। তবে সে তৈরি হয়ে আছে ইনসপেক্টর ব্লান্ডের প্রশ্নের উত্তর দিতে।

সে অনুযোগ করে বলে উঠল, ব্লান্ড প্রশ্ন করার আগেও–এ ধরনের নৃশংস হত্যা কাহিনী শুনেছেন গল্পে, উপন্যাসে কিংবা খবরের কাগজে, ইনসপেক্টর আমার মেয়ে মারলিন-এর ক্ষেত্রে এরকম ঘটল কেন?

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত ম্যাডাম। আপনার মেয়ের সর্বনাশ কে করতে পারে বলে মনে হয় আপনার, সেই ধারণাটা আমাকে জানান।

মিসেস টাকার বলল, আমিও ভাবছি সেই একই কথা। ওর দু-একজন সহপাঠী বা সহপাঠিনীর সঙ্গে ওর মাঝেমধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলেও, এরকম নৃশংস প্রতিশোধ কেউ নেবে বলে মনে হয় না, একথা ওর স্কুলের টিচাররা বলেছে। ওর সত্যিকারের কোনো শত্রু ছিলো, একথা তো আমার মনে হয় না।

অবশ্য মাঝে মাঝে কিছু বিশ্রী ধরনের উক্তি করতো, তবে অন্য কিছু নয়, এইরকম আর কি, কোনো শত্রু ওর পেছনে লেগেছে। ও একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসত এই যা। যদিও ও এখন কিশোরী, তবুও পূর্ণ যুবতীদের মতো সজ্জাবিলাসী হয়ে উঠেছে ও। অবশ্য সব সময় নয়। ও নিজে ওর প্রসাধন সামগ্রী কিনে আনতে, হাতে টাকা পেলেই–যেমন লিপস্টিক, সেন্ট এবং সেগুলো লুকিয়ে রাখতো। হঠাৎ মিসেস টাকার ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো।

মিসেস টাকার বলল, যদি আপনি বলেন আমার মেয়েকে খুন করেছে ঐ হোস্টেলের নোংরা বিদেশীদের মধ্যে একজন কেউ, তাহলে আপনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারবেন না। সুন্দরভাবে কথা বলে প্রায় তারা সকলেই। বিশ্বাসই করতে পারবেন না, একটি মেয়ে এমন সব শর্টস পরে। ছিঃ, কি কুৎসিত শর্টস পরিহিত মেয়ে-সঙ্গে বিকিনি। আবার নদীর ধারে কোনো কোনো মেয়ে যখন রোদে পিঠ রেখে শুয়ে থাকে–তখন অনেকেরই গায়ে শর্টসও থাকে না–আর সব গণ্ডগোলের মূল হল সেটাই। এবং আমি সেটাই বলতে চাইছি।

মিসেস টাকারের দুচোখ-এ অশ্রুর বন্যা নেমেছিল যখন সে কনস্টেবল হপকিন্স-এর সঙ্গে ঘব থেকে বেরিয়ে গেল। তখনও ভাবছিলো ব্লান্ড। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো

অস্বস্তিজনক ভাব দেখা গেল না। আর যেহেতু তারা বহু বছর ধরে অপরিচিত বিদেশীদের সঙ্গে বাস করছে, সেজন্য হয়তো তাদের কাছে নতুন নয় এই বেদনাদায়ক ঘটনা। তবুও

হপকিন্স বলল, ভদ্রমহিলার জিভে বেশ ধার আছে। একবার কি দুবার নিজের মেয়ের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ গলায় বললেও, এখন অনুভব করছে যে কাজটা ঠিক হয়নি। তবে মেয়েরা আজকাল পরোয়াই করে না কে কি বলল আর না বলল। ইনসপেক্টর ব্লান্ড তাকে বাধা দিয়ে নির্দেশ দিলো–এবার ডেকে আনো মিসেস অলিভারকে।

একটু যেন অবাক হয়ে গেল ব্লান্ড মিসেস অলিভারকে দেখে। অলিভার যে এত ভাবপ্রবণ সে তা যেন ভাবতেই পারেনি।

মিসেস অলিভার বলল, আমি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেছি। সে বেশ জোর দিল ভীষণ শব্দটার উপর এবং এটাই বোঝাতে চাইল যে, কী সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে মারলিনের মৃত্যুতে। আমি ভয় পেয়েছি কেন জানেন? যেহেতু আমার কল্পিত ঘটনা সেজন্য মনে হচ্ছে আমিই খুন করেছি।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবল মিসেস অলিভার এই অপরাধের জন্য নিজেকে নিযুক্ত ভাবছে।

আমি কেনই বা এটা চাইলাম এ্যাটম বৈজ্ঞানিকের যুগোস্লাভীয় স্ত্রী শিকার হোক।

একথা আমি চিন্তা করতে পারছি না। এটা আমার ছন্নছাড়া মূর্খামি। তার যোগতা ততটা নয়। বাগানের মালি যেভাবে নিজেকে হোমরা-চোমরা মনে করে। তবে এ কেসের সঙ্গে তার অর্ধেক সম্পর্কও নেই। বেশির ভাগ লোকই আত্মকেন্দ্রিক, শুধু নিজেরটাই তারা ভালোভাবে চিন্তা করতে পারে, অন্য কিছু তারা ভাবতেই পারে না। অতএব তারা অপরের ভালো-মন্দ কি করে বিচার করবে? সেক্ষেত্রে আমার কিছু মনে করা উচিত নয়। কেউ কিছু চিন্তা করে না মানুষ খুন হলে। অর্থাৎ তাদের স্ত্রী, প্রিয়জন, আর সন্তান ছাড়া তারা অন্য কারো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।

ইনসপেক্টর ভাবল এক্ষেত্রে অলিভারকে সন্দেহের কোনো মানে হয় না। পোয়ারো তার বন্ধুকে বাড়িতে ফিরে আসার পর দৃঢ়ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিল তার আঘাত প্রশমিত করার জন্য।

মিসেস অলিভার বলল, আমি পাগল বা মাতাল নই–আমার অবশ্যই বলার সাহস আছে, সেজন্য আমি বলছি, হা ঐ নোকটা ভাবে মাছের মতো আমি মদ খাই, তাই বলে সকলে এবং মনে হয় আপনিও তাই ভাবেন। ইনসপেক্টর জানতে চাইলো কোন্ লোকটি?

ইনসপেক্টর নাটকে দ্বিতীয় মালির অকস্মাৎ প্রবেশের ঘটনা থেকে সরে এসে ভাবতে চেষ্টা করল অপরিচিত লোকটা কে?

মিসেস অলিভার বলল, সে ইয়র্কশায়ারের লোক। আবার আমি বলছি, আমি মাতাল বা পাগল নই। ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছি আমি। সে একটু থেমে আবার বলল, সাঘাতিক

ব্যাপার হলো এই যে, মেয়েটা সেক্স-ম্যানিয়্যাকের শিকার হতে চেয়েছিলো, আমার এখন মনে হয়, সে ছিল...ঠিক ভাষায় আমি বোঝাতে পারছি না।

ইনসপেক্টর বলল, সেক্স-ম্যানিয়্যাকের কোন প্রশ্নই আসে না।

মিসেস অলিভার জানতে চাইলো, তাই নাকি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তার জন্য। হয়তো সেই পক্ষেই চলতো মেয়েটি। ইনসপেক্টর তা হলে কেনই বা তাকে খুন করতে গেল, যদি সে সেক্স-ম্যানিয়াক না হয়।

আপনি আমাকে সাহায্য করবেন এটা আমি আশা করি।

মিসেস অলিভার জানাল–হ্যাঁ, অবশ্যই সাহায্য করতে পারি। কিন্তু চিন্তা করতে পারি না কে তাকে খুন করল?

অবশ্য আমি এই মুহূর্তে শুধু এই ব্যাপারটাই চিন্তা করতে পারি। যদিও সেটা ঠিক ভাবেই করব, অবশ্য সত্য নয় কোনোটাই। অর্থাৎ তাকে এমন কেউ খুন করেছিল, যে শুধু মেয়েদেরই খুন করতে চায়। অবশ্যই সেটা খুব সহজ, হয়তো উৎসবে এমন কেউ এসেছিল যে তাকে খুন করেছে। খুনী কিভাবে খবর পেলো যে মারলিন বোট-হাউসে আছে? অথবা মারলিন কি কিছু জানতো কারো গোপন কোনো প্রেমঘটিত ব্যাপার? হয়তো মেয়েটি রাতে কাউকে মৃতদেহ কবর দিতে দেখেছিলো, হয়ত সে চিনে ফেলবে বলে খুনী পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিল। আবার হয়তো কেউ গোপন ধনরত্ন যুদ্ধের সময় এখানে পুঁতে রেখে গেছে, মারলিন সেটা জানতো?

হয়তো মধ্যাহ্নভোজের সময় কেউ কাউকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকবে, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য হয়তো দেখেছিলো মারলিন বোট-হাউসের জানলা দিয়ে। হয়তো মারলিন কোনো সাংকেতিক বার্তা পেয়ে থাকবে, আর সেই সাংকেতিক ভাষা সে জানতো না।

৩. হাত তুলে ইঙ্গিতে

হাত তুলে ইঙ্গিতে তাকে থামাতে চেষ্টা করলেন ইনসপেক্টর, বললেন প্লিজ

মিসেস অলিভার চুপ করে গেল বাধ্য মেয়ের মতো। ইনসপেক্টর তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা অনুমান করেছে অলিভার কিন্তু প্রকাশ করতে অক্ষম।

মিসেস অলিভার আপনি কি বোঝাতে চাইছেন মধ্যাহ্নভোজের সেই লোকটি সম্পর্কে?

এটাই কি শুধুমাত্র আপনার অনুমান? বললেন ইনসপেক্টর ব্লান্ড।

মিসেস অলিভার বলল–আমাকে কে যেন জানাল মধ্যাহ্নভোজে–একজন লোক এসেছে। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না সে কে? মনে হয় প্রাতঃরাশের সময় যে লোকটি কথা বলছিল, সেই হবে।

অনুনয়ের ভঙ্গিতে ইনসপেক্টর বললেন, প্লিজ, ইনসপেক্টরের কোনো ধারণা ছিল না গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক-লেখিকাদের সম্বন্ধে। কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা মাখিয়ে সে বলল, মিসেস অলিভার আপনি সব খুলে বলুন, তার সম্পর্কে যে লোকটিকে আপনি প্রাতঃরাশের সময় এবং মধ্যাহ্নভোজে টেবিলে দেখেছিলেন।

না কোনো সময়েই সে আসেনি, প্রাতঃরাশ কিংবা মধ্যাহ্নভোজে, বলল মিসেস অলিভার– সেটা একটা ইডিয়ট। আমি ঠিক সেরকম বলতে চাইনি। আসলে লোকটা তার প্রাতঃরাশের টেবিলে আসেনি, তার একটা চিঠি এসেছিল।

ব্লান্ড জিজ্ঞেস করল, তাহলে সেই চিঠিই বা কার, আর লেখা হয়েছিল কাকে?

উত্তর দিল মিসেস অলিভার, সেই চিঠি লেডি স্টাবসকে লেখা হয়েছিল। সেই চিঠিটা ছিলো তার এক খুড়তুতো ভাই-এর। আর লেডি স্টাবস খুব ভয় পেয়েছিলো সে এখানে আসছে শুনে।

সে ভয় পেয়েছিল, কারণটা কি?

তা জানি না, তবে সকলেই একটা ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলো তার চোখে মুখে।

সে চায়নি যে, লোকটা এখানে আসুক। সেজন্য আমার মনে হচ্ছে স্টাবস কোথাও লুকিয়ে আছে তার ভয়ে।

ইনসপেক্টর প্রশ্ন করল, লুকিয়ে আছে?

মিসেস অলিভার জানালো, হ্যাঁ, তাকে এখনো পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বোধহয় সে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে, যাতে তার লোকটার সঙ্গে দেখা না হয়।

ইনসপেক্টর জানতে চাইলেন, সেই লোকটি কে?

মিসেস অলিভার উত্তর দিল, আপনি বরং জিজ্ঞাসা করুন মঁসিয়ে পোয়ারোকে।

কারণ উনি কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে, আমি কথা বলিনি। স্টাবস তার নাম, না না ও নাম তো আমার গল্পের প্লটের।

ডি সৌউসা, তার প্রকৃত নাম, ইটিয়েন ডি সৌউসা।

মনোযোগী হয়ে উঠলেন ইনসপেক্টর, আর একটা নাম শুনে, কি বললেন, মিঃ পোয়ারোকে জিজ্ঞাসা করব?

অলিভার উত্তর দিল, এরকুল পোয়ারো তিনিও আমার সঙ্গে ছিলেন। মৃতদেহ আবিষ্কার করার সময়।

আমার আশ্চর্য লাগছে–এরকুল পোয়ারো..সেই বিখ্যাত মানুষটি, ছোটখাট চেহারার মানুষটি, বেলজিয়ান-মুখে একটা বিরাট গোঁফ?

তার কথায় সম্মতি জানিয়ে মিসেস অলিভার বলল হ্যাঁ, বিরাট গোঁফ, তাকে আপনি জানেন নাকি?

তার সঙ্গে অনেক বছর আগে একবার দেখা হয়েছিলো, আমি তখন তরুণ সার্জেন্ট ছিলাম। ইনসপেক্টর বললেন, আচ্ছা তিনি এখানে এসেছেন কেন?

মিসেস অলিভার বলল–এখানকার উৎসবে তার পুরস্কার বিতরণ করার কথা। ডেকে দেবো তাকে।

ম্যাডাম আপনি কি এর বেশি কিছু বলতে পারেন, যাতে আমাদের তদন্তের কাজে লাগবে এমন কিছু তথ্য? বললেন ব্লান্ড।

মিসেস অলিভার উত্তর দিল-না সেরকম কিছু আমি জানি না অতএব সেটা আমি বলতেও পারবো না। আপনাকে আমি জানিয়েছি যে, কেবল অনুমানের ভিত্তিতে বলেছি আর কিছু নয়।

দ্রুত বললে সে, ধন্যবাদ ম্যাডাম, পোয়ারোকে যদি এখানে আসতে বলেন, তবে অনুগ্রহীত হবো।

কৌতূহলী হয়ে হপকিন্স জিজ্ঞাসা করলো ব্লান্ডকে, অলিভার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর স্যার মঁসিয়ে পোয়ারোকে?

তার কথায় কান দিলো না ইনসপেক্টর। তখন তার মনটাকে ভীষণ চঞ্চল করে তুলেছিলো স্যার জর্জের আর্তনাদ। স্যার জর্জ উচ্চৈস্বরে বলছিলেন, আমার স্ত্রী উধাও হয়ে গেছে মনে হয়, কোথাও সে যেতে পারে কিন্তু আমি জানি না। মিস ব্রেউইস তারপর খবর দিল-খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না লেডি স্টাবসকে। আর অলিভারের যুক্তি অনুসারে কোথাও সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে এই উৎসবের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য।

কনস্টেবল হপকিন্স গলা খাঁকানি দিয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব স্যার, যদি আপনি ভেবে থাকেন এই ঘটনার সঙ্গে ডি সৌউসা জড়িত, তাহলে সে কে? মনে মনে ভীষণ খুশী হয়েছিল কনস্টেবল হপকিন্স, অনেকগুলো বিদেশীদের পেছনে ছোটার থেকে একজন বিদেশীকে পাওয়া গেলে ভালো হয়। তখন অন্যদিকে চিন্তা করছিল ইনসপেক্টর ব্লান্ড।

ব্লান্ড মুখভঙ্গী করে বলে উঠল–যেখানে পাও, লেডি স্টাবসকে খুঁজে নিয়ে এসো। আমি তাকেই চাই।

এই সময় ঘরে এসে ঢুকলো এরকুল পোয়ারো। শ্যেন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। দরজা বন্ধ করে।

উঠে দাঁড়াল ইনসপেক্টর ব্রান্ড এবং বললো মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার আমাকে মনে আছে বলে মনে হয় না?

একটুক্ষণ চিন্তা করে পোয়ারো বলে উঠল আচ্ছা দাঁড়ান, হ্যাঁ এইবার মনে পড়েছে আমার, আজ চোদ্দো বা পনেরো বছর আগের কথা। তখন আপনি ছিলেন তরুণ সার্জেন্ট।

ব্লান্ড বললো, ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি এই খুনের কেসে সাহায্য করতে এসেছেন।

হ্যাঁ, আমি এখানে সাহায্য করতে এসেছিলাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন, তবে খুনের কেসের তদন্তের জন্য নয়, পুরস্কার বিতরণের জন্য।

আমাকে অবশ্য মিসেস অলিভার বলেছেন, বলল ব্লান্ড।

পোয়ারো বললো, তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি। ইনসপেক্টর ব্লান্ডকে খুনের সত্যিকারের মোটিভ জানায়নি তো অলিভার, আর সে এইজন্যই ডেভনে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে।

ইনসপেক্টর জানাল, তিনি আমাকে সঠিকভাবে কিছুই বলেননি। তবে সম্ভব অসম্ভব সব কিছু নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন মেয়েটির খুনের ব্যাপারে। আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি, ওর শক্তি সত্যিই অদ্ভুত।

শুষ্ক স্বরে পোয়ারো বললো, তিনি তার রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করেন এই কল্পনাশক্তি দিয়ে।

আচ্ছা ডি সৌউসা নামে একজন লোকের কথা অলিভার বলছিলেন, তাহলে কি তিনি তাকেই অনুমান করছেন? জানতে চাইলো ব্লান্ড।

পোয়ারো জানালো, না, ঘটনা সেরকম নয়। তবে ঐ লোকটির চিঠি এসেছিল আজ সকালে প্রাতঃরাশের সময়, এর পরে অসুস্থতা বোধ করেন মিসেস স্টাবস। তিনি টেবিল থেকে উঠে যান মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে বলে। তিনি ভয়ঙ্কর ভীত হয়ে পড়েছেন, তার সেই খুড়তুতো ভাইয়ের আগমনে।

কিন্তু কেন? জানতে চাইলেন ব্লান্ড।

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে তিনি এটুকুই বলেছেন যে লোকটি খুব খারাপ, তার প্রকৃতিটা একটু অস্বাভাবিক।

আপনি কি সত্যি বলে মনে করেন লেডি স্টাবস-এর ভয়টা? প্রশ্ন রাখলো ব্লান্ড।

এটা যদি সত্যি না হয়, তবে বলতে হয় লেডি স্টাকস একজন অত্যন্ত চতুর মহিলা। পোয়ারো বলল শুকনো গলায়।

ব্লান্ড জানালো এই কেসের সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমার মনে শুরু হচ্ছে, সে আবার বলল অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে, ঐ অভিশপ্ত মহিলার ভুলের জন্যই এই অঘটন; এটা আমার মনে হয়।

আপনি কি মিসেস অলিভারের কথা বলছেন? জানতে চাইলো পোয়ারো।

ঠিক তাই, আমার মাথায় উনি একগাদা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন।

আর আপনি সেগুলোকে সত্যি ভাবছেন, বললো পোয়ারো।

না, সবগুলো নয়, তবে দু-একটা সত্য ঘটনার মতো শোনায়। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে–সে থেমে গেলো–পুলিশ কনস্টেবল হপকিন্সকে আসতে দেখে।

কনস্টেবল বলল, স্যার কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না লেডি স্টাবসকে। কোথাও নেই তিনি।

ব্লান্ড বিরক্ত হয়ে বলল, সেটা জানতাম আমি। তাকে খুঁজে বার করার জন্য আমি তোমাকে বলেছিলাম। তুমি সেখানে খবর নাও যেখানে উৎসব-এর প্রবেশ ফি-র টিকিট বিক্রি হচ্ছে, যে লেডি স্টাবস ওখান থেকে বেরিয়ে গেছেন কিনা? আর জেনে এসে তিনি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেছেন অথবা গাড়ি নিয়ে।

ঠিক আছে স্যার, বললো হপকিন্স।

আর কি ভাবতে পারি বলুন এছাড়া, কোথাও যখন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে মনে হচ্ছে তিনি হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

তবে আমি জানতে চাই কেন? এবার বলুন তো এই ডি সৌউসা লোকটি সম্বন্ধে কি জানেন?

পোয়ারো লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিবরণ জানালো এবং বলল, মনে হয় উৎসবে মেতে আছে সে এখনো, আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার জর্জকে জানাবো?

এখন নয়, কাজগুলো আগে সেরে নিই, শেষবার কখন আপনি দেখেছিলেন লেডি স্টাবসকে?

ব্লান্ড জানতে চাইলো।

পোয়ারো মনে করার চেষ্টা করলেন। খুবই মুশকিল সঠিক সময় মনে করা, তার উত্তরে সন্দেহ প্রকাশ পেলো, হয়তো বিকেল চারটের সামান্য কিছু পূর্বে। বাড়ির কাছেই তাকে দেখেছিলাম অনেক লোকের সঙ্গে। তিনি ছিলেন কি এখানে আসার সময় যার নাম ডি সৌউসা।

তবে তিনি ছিলেন না বলেই আমার মনে হয়, অন্তত তাকে আমি দেখিনি, স্যার জর্জ তাকে জানায় তার স্ত্রী হয়তো অন্য কোথাও আছেন। বললো পোয়ারো।

ইনসপেক্টর ব্লন্ড বললো, যাতে লোকটার সঙ্গে তার দেখা না হয় এজন্য লেডি স্টাকস হয়তো অন্য কোথাও গিয়েছেন।

পোয়ারো সম্মতি জানিয়ে বলল, সেটাই বোধহয়। একথা চিন্তা করুন, যদি তাকে খুঁজে না পাওয়া যায়?

ব্লান্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল, তা হতে পারে না। কারণ, একথা কেন আপনার মনে হলো?

কারণটা কেউ জানে না, তবে সবাই জানে তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, বললো পোয়ারো।

একটা অশুভ ইঙ্গিত রয়েছে আপনার কথায় মিঃ পোয়ারো, ব্লান্ড বললো।

হা, হয়তো অশুভ হতে পারে। স্বীকার করল পোয়ারো। ইনসপেক্টর ব্লান্ড বেশ জোরের সঙ্গে বললো–এখানে আমরা এসেছি মারলিন টাকারের খুনের সন্ধান করতে।

তাহলে যে কোনো কারণেই হোক, আপনার এই ডি সৌউসা লোকটির প্রতি এত কৌতূহল কেন? আপনি কি মনে করেন মারলিনকে সে খুন করতে পারে?

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক কথা বলে ফেলল ইনসপেক্টর ব্লান্ড। সেই ভদ্রমহিলা?

একটা সূক্ষ্ম হাসি খেলা করে গেল পোয়ারোর মুখে–তাহলে কি আপনি মিসেস অলিভারকে বোঝাতে চাইছেন?

মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যি কথা চিন্তা করে দেখুন–কোনো অর্থ নেই মারলিন টাকারকে হত্যা করার। হত্যা করা হয়েছে একটি অপরিণত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন কিশোরী মেয়েকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে, মেয়েটি অপরিচিত বটে, সম্ভাব্য মোটিভের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি অকুস্থল থেকে। বলল ব্লান্ড।

আর আপনাকে একটা মোটিভের কথা বলেছে মিসেস অলিভার তাই না? প্রশ্ন করলো পোয়ারো।

তিনি শুধুমাত্র একটা কথাই বলেননি, কম করে ডজনখানেক কথা বলেছেন, কিছু কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন : হয়তো মারলিন জেনে থাকবে গোপন প্রেমের কথা, অথবা হয়তো সে কাউকে হত্যা করার দৃশ্যটা দেখে থাকবে, অথবা সে জানত এ বাড়ির কোথাও ধনরত্ন লুকানো আছে : নয়তো সে ডি সৌউসা লোকটাকে মধ্যাহ্নভোজের সময় নদীর বক্ষে কোনো অপরাধমূলক কাজ করতে দেখে থাকবে, আর সে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছে বোট-হাউসের জানালা দিয়ে, সেইজন্যই হয়তো মেয়েটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে আমি জানি না, একডজন মোটিভের মধ্যে কোনটা সব থেকে বেশি

গ্রহণযোগ্য হবে। ভদ্রমহিলা তার খুড়তুতো ভাইকে ভয় করত, একথাও আমি শুনেছি। হয়তো ডি সৌউসা এমন কিছু গোপন কথা জানতে যেটা প্রকাশ হয়ে পড়লে লেডি স্টাবস-এর সমূহ ক্ষতি হতে পারে। সেই গোপন কথাটা তার, স্বামীর কানে প্রবেশ করুক এটা লেডি স্টাবস চাননি। অথবা সেই লোকটির নিজস্ব কোনো ভীতি ছিলো এমনও হতে পারে।

কোনোরকম দ্বিধা না করেই পোয়ারো বলে উঠল, অবশ্যই লোকটা নিজে ভীত ছিল।

হুম, ইনসপেক্টর ব্লান্ড বললো, তাহলে আমি এই তরুণ-যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে চাই, যদি এখনো সে এখানে থাকে।

.

ইটিয়েন ডি সৌউসা মৃদু প্রতিবাদ করে উঠলো, এখানে কেন আপনারা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন। আমি এই খুনের সঙ্গে জড়িত নই কোনোমতেই। আপনারা আমার জবানবন্দী কেন চান, অবাক হয়ে আমি এটাই ভাবছি।

আপনি এখানে একজন আগন্তুক, মিঃ ডি সৌউসা-বলল ইনসপেক্টর ব্লান্ড।

আর আগন্তুক বলেই তাকে সন্দেহজনক বলে ধরে নেওয়া হবে, তাই তো? ডি সৌউসা বাধা দিয়ে বলে উঠল।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বলল না, সেটা নয়–আপনি আপনার ইয়টটা হেলমাউথে রেখে, এখানে চলে আসেন লঞ্চে–আর বোট-হাউসের সামনে দিয়ে আপনি এখানে এসেছিলেন, লঞ্চ থেকে ন্যাসে হাউসে আসেন।

আচ্ছা সম্মতি জানালো ইটিয়েন ডি সৌউসা।

মাথা নেড়ে বোট-হাউসে কি কাউকে নজরে পড়েছিল আপনার? তার মানে সৌউসা জানতে চাইলো, কাউকে দেখতেই হবে নাকি? না আমি দেখিনি।

দেখার সম্ভাবনা থাকতেও তো পারে, আচ্ছা শুনুন মিঃ ডি সৌউসা, নিহত মেয়েটি আজ বিকালে ঐ বোট-হাউসে ছিল। সে খুন হয়েছে সেখানেই, দুটো সময় প্রায়ই একই। আপনার লঞ্চ থেকে নামার সময় আর মেয়েটির খুন হওয়ার সময়।

সেইজন্য বলছিলাম আর কি

তাহলে আপনি বলতে চান এই খুনে আমি একজন সাক্ষী থাকতে পারি? প্রশ্ন করল ডি সৌউসা।

ব্লান্ড বলল, না, সেটা আমি বলছি না, হয়তো মেয়েটিকে আপনি দেখে থাকতে পারেন ঐ পথ দিয়ে আসার সময়, কিংবা ব্যালকনিতে অথবা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়তো দেখতে পারেন। এটা বোঝা যাবে যে, মেয়েটা আপনার আসার সময় জীবিত ছিলো।

ডি সৌউসা একটু বিদ্রূপ-এর সুরে বলল, আচ্ছা তাই বুঝি? আচ্ছা কেবল আমাকেই প্রশ্ন করছেন কেন বিশেষভাবে? আরও কত নৌকা সেখানে আরও কত লঞ্চ কত যাত্রী আসে এখানে, তারা এখানে নামে। সকলকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন না?

অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবো, ভয়ের কিছু নেই। তবে আপনি এখন বলুন বোট-হাউসে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন কিনা? ব্লান্ড প্রশ্ন করলো।

না, সেরকম কিছু দেখিনি, খুব একটা মন দিয়ে দেখিনি বটে এবং খুব কাছ দিয়ে আসিনি। জানালার সামনে কে যেন বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, দূর থেকে দেখেছিলাম। আর আপনার কথা অনুযায়ী, মানুষটিকে আমার দেখাও সম্ভব নয়। ডি সৌউসা জানালো, আমি দুঃখিত যেহেতু আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না এই ব্যাপারে।

আচ্ছা ঠিক আছে, বলল ইন্সপেক্টর বন্ধুর মতো ভঙ্গিতে, লেডি স্টাবস আপনার খুড়তুতো বোন আমি জেনেছি।

সে আমার দূর-সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। একথা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের মধ্যেই বিয়ে হয়। তাহলে সবাই আমরা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোন সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে, জানালো ডি সৌউসা, সেইরকম হ্যাটিও আমার একজন বোন, তাকে প্রায় আমি চোদ্দো পনেরো বছর দেখিনি।

তাহলে আপনি তাকে অবাক করে দিতে চেয়েছিলেন? বলল ব্লান্ড।

তা নয়, প্রায় তিন সপ্তাহ আগে আমি তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে, খুব শীঘ্রই তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তবে পরে তাকে জানাবো, ঠিক কোন দিন যাবো, বলল সৌউসা।

তাহলে আপনি তাকে আবার একটা চিঠি লিখেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলো ব্লান্ড।

হ্যাঁ, আমি তাই করেছিলাম, বলল সৌউসা। ইনসপেক্টর ব্লান্ড, তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ভাবছিলো, ইটিয়েনের ব্রেকফাস্ট টেবিলে চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে তার জবানবন্দীর অনেক পার্থক্য। এছাড়াও লেডি স্টাবস তার চিঠি পেয়ে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড জিজ্ঞাসা করল, প্রথম চিঠির জবাব পেয়েছিলেন লেডি স্টাবস-এর কাছ থেকে?

ঠিক মনে পড়ছে না, তবে মনে হয় সে উত্তর দেয়েনি, সৌউসা একটু ইতস্ততঃভাবে জানাল। তবে মনে রাখা দরকার ছিলো। অবশ্য তখন আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। অবশ্য আমার বোন খুব একটা ভালো চিঠি লিখতে পারতো না। এতদিনে সে হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে এবং দেখতেও বেশ সুন্দর হয়েছে।

ব্লন্ড জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ডি সৌউসা, আপনার বোন আপনাকে এড়িয়ে যেতে পারে এরকম কোনো কারণ আপনি জানেন–

সৌউসা জবাব দিল, হ্যাটি আনন্দ উৎসব ছেড়ে এখান থেকে চলে গেছে, আমাকে এড়ানোর জন্য এটাই আপনার ধারণা? কি অসম্ভব ধারণা আপনার?

ব্লান্ড উত্তর দিল, আমি যতদূর জানি এটার অবশ্য কোনো কারণ আছে এবং আপনিও তা জানেন। আমি যদি বলি আপনার ভয়ে সে চলে গেছে? সুতরাং আমি বলছি মিঃ সৌউসা, আপনি অনেক খবর দিতে পারেন এই বোনের ব্যাপারে। তার স্বভাব, চরিত্র এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

অবাক হয়ে সৌউসা উত্তর দিল, বোট-হাউসে খুনের সঙ্গে হ্যাটির চরিত্রের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। আর মেয়েটা সত্যিই খুন হয়েছে বলে তদন্ত করার ভার আপনার ওপর পড়ে গেছে–এটা আমি জানি।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড উত্তর দিল, হয়তো কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এই ব্যাপারে।

ডি সৌউসা কিছুক্ষণ ইনসপেক্টরকে নিরীক্ষণ করার পর বলল, আমি আমার বোনের সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানি না। যদিও মানসিক দিক থেকে সে দুর্বল প্রকৃতির তবে তার মধ্যে খুনের কোনো ঝোঁক ছিল না বলেই যতদূর আমি জানি। একটু থামলো সে, তারপর বলল, এরপর আর আপনার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না, এটাই আমার ধারণা। তবে এটাই আমি চাই আপনি খুনীকে সনাক্ত করার কাজে সফল হন।

ব্লান্ড প্রশ্ন করলো, আপনি দু-একদিনের মধ্যে হেলমাউথ ছেড়ে যাচ্ছেন না, এটাই আশা করছি।

আপনি বেশ নম্রভাবে কথা বলতে জানেন ইনসপেক্টর, এটা আমি লক্ষ্য করছি, জানালো মিঃ সৌউসা–অতএব আমি কি ধরে নিতে পারি এটা আপনার হুকুম?

স্রেফ অনুরোধ স্যার। জানালো ব্লান্ড।

ডি সৌউসা ধন্যবাদ জানিয়ে ব্লান্ডকে জানাল, মাত্র দুদিন হেলমাউথে থাকবো। তারপর থাকবো আমার ইয়ট এস্পেরান্স-এ। সেখানে আমাকে পাবেন, যদি আপনার আরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সৌউসা কনস্টেবল হপকিন্স দরজা খুলে দেবার পর। ব্লান্ডকে খবর দিল সার্জেন্ট ফ্রাঙ্ক কোটেল, আমরা স্যার অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। বাড়ির বাইরে গেটে যেতে দেখা যায়নি লেডি স্টাবসকে। প্রবেশ ফি নিচ্ছিল দ্বিতীয় মালি তিনি কোথাও চলে যাননি। সে শপথ করে বলতে পারে।

আচ্ছা আরও অন্যান্য ফটক হয়তো আছে, প্রধান ফাটক ছাড়া, জানতে চাইলো ব্লান্ড।

হা স্যার, তা অবশ্য আছে, একটা রাস্তা আছে বটে ফেরির দিকে যাবার–তবে প্রায় একশো বছর বয়স্ক বৃদ্ধ মারডেল জানিয়েছে এবং তার কথা বিশ্বাসযোগ্য যে-লেডি স্টাবকে সে এই পথ দিয়ে চলে যেতে দেখেনি–জানালো ফ্রাঙ্ক কোটেল। সেই লোকটি তাকে আরও সংবাদ দিয়েছে যে, তার লঞ্চে একজন বিদেশী ভদ্রলোক আসে এবং তার কাছে ন্যাসে হাউসের খোঁজ নেয়। এই লোকটিকে বৃদ্ধটি পথ দেখিয়ে দেয়, কিন্তু এই পথে লেডি স্টাবসকে আসতে দেখেনি সে জোর দিয়ে বলেছে। তবে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঢাকা ডাইন পার্কের ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে। তাহলে এই অনুমান থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি এখনো এখানেই আছেন? জিজ্ঞাসা করলো ফ্রাঙ্ক কোটেল।

ব্লান্ড বলল, সেটা অবশ্য হতে পারে। তবে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ইয়ুথ হোস্টেল থেকে বেড়া ডিঙিয়ে এখানে আসতে পারে, অবশ্য এটা স্যার জর্জের অভিযোগ–তাহলে অনায়াসে বেড়া ডিঙিয়ে ওখানে চলে যেতে পারে লেডি স্টাবসও।

কোটেল বলল, তবুও স্যার মিস ব্রেউইস বলল স্যুটকেশ নেননি, এমনকি উৎসবের পোশাক পরেই গেছেন। ইনসপেক্টর ব্লান্ড চিন্তিত মুখে তাকাল, হয়তো কোনো অপ্রীতিকর সম্ভাবনা তার মনে উদয় হয়েছে। তার নামটা কি যেন, যাইহোক সেক্রেটারিকে আবার ডেকে পাঠাও ব্রুস, তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিল ব্লান্ড।

বেশ একটু অগোছালো দেখাচ্ছিল মিস ব্রেউইসকে। আপনি কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ইনসপেক্টর? বলল ব্রেউইস। এখন উদভ্রান্ত অবস্থা স্যার জর্জের, লেডি স্টাবস যে সত্যি সত্যি উধাও একথা তিনি এখন বুঝে গেছেন। কিছু একটা ঘটেছে এটা তার মাথায় এখন ঢুকেছে। যদিও অবাস্তব।

মিস ব্রেউইস, হয়তো বাস্তবও হতে পারে, ভুলে যাবেন না একথা, যতই হোক আজ বিকালে একজন খুন হয়েছে। জানালো ইনসপেক্টর।

আপনি লেডি স্টাবস সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একথা ভাবছেন না–অবশ্য নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে। জানালো ব্রেউইস।

অবিশ্বাসের সুরে মিঃ ব্লান্ড প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তাই নাকি! সব ব্যাপারেই তিনি অসহায় একথা তো আমি শুনেছি।

নির্বোধ সব। বলল ব্রেউইস। আমি কিন্তু সেভাবে মনে করি না। ওঁর স্বামী ওঁকে যতটা অসহায় বলে ভাবেন।

ব্লান্ড তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, আচ্ছা মিস ব্রেউইস, আপনি হয়তো তাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই নয় কি?

গলায় শ্লেষ মাখিয়ে বলল মিস ব্রেউইস, আমি তাকে পছন্দ করি বা না করি;এটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাই না।

স্যার জর্জ দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল ঠিক সেই মুহূর্তে। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল জর্জ, মিঃ ব্লান্ড বলতে পারেন আমার স্ত্রী কোথায়? খুঁজে বের করতেই হবে হ্যাটিকে। শুধুমাত্র আপনারা কাগজ-কলম নিয়ে লিখেই চলেছেন মাত্র, এছাড়া আর কি করছেন আপনারা এ পর্যন্ত বলুন, কিছুই করেননি! উৎসবের সব আনন্দ নিথর হয়ে আছে, আমার তো এটাই মনে হচ্ছে কোনো এক খুনী হাফ-ক্রাউন টিকিট কেটে একটার পর একটা খুন করে যাচ্ছে–এখন সেইরকমই অবস্থা।

স্যার জর্জ শুনুন, আমরা এখনই ঘটনাকে এতবেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছি না, মিঃ ব্লান্ড বলল–কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি আপনাকে মিঃ জর্জ, আপনার স্ত্রী কি তিন সপ্তাহ পূর্বে ডি সৌউসার কাছ থেকে কোনো চিঠি পেয়েছিলেন? সেই চিঠিতে সৌউসা এদেশে আসবে বলে জানিয়েছিল, আমাদের কাছে খবর আছে।

স্যার জর্জ এর উত্তরে বিস্মিত স্বরে বলে উঠলো, না, এরকম চিঠি সে কখনোই পায়নি। হ্যাটি ওর খুড়তুতো ভাই-এর কাছ থেকে কেবলমাত্র আজ সকালেই একটা চিঠি পায়।

ব্লান্ড বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি শুনেছিলাম মিসেস স্টাবস খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। সেই চিঠিটা পেয়ে।

স্যার জর্জ এবারেও বিস্মিত নয়নে তাকালো, আমার তো তখন তাকে দেখে কিছু মনে হয়নি, স্যার জর্জ জানালো। কেবলমাত্র ও বলেছিল, ডি সৌউসা লোকটা সুবিধার নয়। তার এখানে আসা ঠিক নয়, কারণ সে নাকি অনেক কুকর্ম করেছিল।

ব্লান্ড জানতে চাইলো, কখন সে এরকম খারাপ কাজ করেছিল।

জর্জ জানালো, সেটা ওর ছেলেবেলাকার ঘটনা, অনেকদিন আগের, কিন্তু হ্যাটি এমন ছেলেমানুষ যে, সময় সময় ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে, অবশ্য হয়তো এটা তার অকারণ ভীতি।

ভয়ের কথাটা ঠিকমতো ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না, যদিও হ্যাটি ওর ভাই-এর কথা বলে, এটাও একটা মজার ব্যাপার।

তাহলে আপনি বলছেন যে স্যার জর্জ, লেডি স্টাবস আপনাকে সঠিকভাবে কিছু বলেননি।

সেটা আমি বলবো কেন, ও কি বলেছিল। স্যার জর্জ বললো।

আচ্ছা, অতএব মিসেস স্টাবস কিছু বলেছিলেন আপনাকে? তীক্ষ্ণ স্বরে ব্লান্ড এবার বলে উঠলো, তদন্তের কাজে বিশেষ সাহায্য হত স্যার, যদি আপনি পরিষ্কারভাবে জানাতেন। আর সে কথা ভেবে আপনি যদি।

আচ্ছা তাহলে বলছি আমি, বহুবার হ্যাঁ, অনেকবার আমাকে হ্যাটি বলেছিল, ডি সৌউসা মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারে, বুঝলেন ইনসপেক্টর?

ব্লান্ড কথাটা পুরনাবৃত্তি করল, সে মানুষ খুন করে?

স্যার জর্জ জানালো, তবে কথাটার মধ্যে এতটা গুরুত্ব দিতে হবে আমার এরকম মনে হয় না, কারণ এই ডি সৌউসা লোকটা সেরকম কিছু করতে পারে বলে আমার মনে হয়না। তবে এটাও যেন ভাববেন না, ইয়ট থেকে নেমে অরণ্যপথ দিয়ে বোট-হাউস এসে সেই খুন করেছে হতভাগিনী মেয়েটাকে। আর কেনই বা সে খুন করতে যাবে বলুন, তার কি প্রয়োজন হতে পারে?

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বলল, না, আমি তা বলিনি যে সেরকম কিছু ঘটেছে।

তবে স্যার জর্জ একটা কথা মনে রাখবেন, সেরকম ভাবা হয়েছিল মারলিন টাকারের হত্যার আগে এখন আর সেরকম নয়, ব্যাপারটা সীমিত। এখন তার সন্দেহভাজন হত্যাকারী সীমিত। কেউ বোট-হাউসে চাবি ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না একথা শুনেছি। একটা চাবি হচ্ছে শেষ ক্লু এই মার্ডার হান্ট-এ। বাগানের মধ্যে এখনও কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। মিসেস অলিভার যিনি এই মার্ডার হান্টের সংগঠক। দ্বিতীয় চাবি তার কাছে আছে, স্যার জর্জ জানেন কি তৃতীয় চাবিটা কোথায়?

স্যার জর্জ বলল, যে ডেস্কের সামনে বসে আছেন আপনি তার ডানদিকের ড্রয়ারে রয়েছে। তারপর নিজেই সে ড্রয়ার খুলে বলল, দেখছি এখানেই সেটা রয়েছে।

ইন্সপেক্টর ব্লান্ড বলল, তাহলে এবার লক্ষ্য করুন, এমন একজন লোক, যে বোট-হাউসে সর্বপ্রথম প্রবেশ করতে পারে...যে কিনা চাবির সন্ধান পেয়েছিল। মার্ডার হান্ট সম্পূর্ণ করে তিনি কোনো বাড়ির সদস্যের কাছে রেখে দিতে পারেন। আর এমন একজনের কাছে ছিলো তৃতীয় চাবিটা যাকে মারলিন স্ব-ইচ্ছায় তার ঘরে ঢোকবার অনুমতি দিয়েছিলো।

যেসব লোকদের সে গ্রহণ করতে পারে, নিশ্চয়ই তারা বাইরে থেকে ডাক দিতে পারে, (মার্ডার হান্টের পরিকল্পনামতো পরিচিত কণ্ঠস্বর পেলেই, সে মাটিতে শুয় পড়ে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে মৃতের মতো শুয়ে থাকার অভিনয় করবে) সুতরাং আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। এরা হলো, যারা আয়োজন করেছিল মার্ডার হান্ট-এর। তাহলে এটাই বলতে হয়, লেডি স্টাবস, মিস ব্রেউইস, মিসেস অলিভার সম্ভবত মঁসিয়ে পোয়ারো এবং আপনি নিজে, আজ সকালে এদের মধ্যে কেউ তার সঙ্গে দেখা করে থাকবে। তাহলে স্যার জর্জ, সে কে হতে পারে?

স্যার জর্জ সামান্য সময় কি যেন ভাবলো, তারপর সে বললো, নিশ্চয়ই লেগি দম্পতিরা। শুরু থেকেই এখানে রয়েছে আলেক আর শেলি লেগি। বাকী থাকল একজন আর্কিটেক্ট মাইকেল ওয়েম্যান, সে এখানে এসে উঠেছে টেনি প্যাভিলিয়ানের নক্সা তৈরি করার জন্য। মাস্টারটনরা ওয়ারবারটন এবং মিসেস ফোলিয়াটও আছেন সেই সঙ্গে।

জায়গাটা বিরাট কিছু বড় নয়, স্যার জর্জ। বলল ব্লান্ড। যা আমরা এখনো জানতে পারিনি সেটা হয়তো, একটা বিরাট দাও মারার পরিকল্পনা ছিলো, আমি কেবলমাত্র এটাই বলতে চাই। হয়তো মেয়েটিকে অন্য কোথাও গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়েছে তারপর তাকে বোট-হাউসে মেঝের ওপর শুইয়ে রেখে গেছে। তবে যেই এ কাজ করুক না কেন, সে মার্ডার হান্ট-এর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা জানতো। লেডি স্টাবসকে খুঁজে বার করার সবরকম চেষ্টাই আমরা চালাচ্ছি। এই আশ্বাস আপনাকে আবার আমরা দিচ্ছি। তবে এরই মধ্যে আমি একবার কথা বলতে চাই আলেক লেগি, মিসেস শেলি এবং মাইকেল ওয়েম্যানের সঙ্গে।

মিস ব্রেউইস-এর দিকে তাকিয়ে স্যার জর্জ নির্দেশ দিলো, ওদের এখানে উপস্থিত করার জন্য। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস ব্রেউইস, তাকে অনুসরণ করলো স্যার জর্জ।

বুঝতে পারলো ব্লান্ড, মিঃ জর্জ একান্ত নির্ভরশীল মিস ব্রেউইসের উপর, অনেকটা শিশুর মতো। ব্লান্ড এই অবসরে হেলমাউথ পুলিশ স্টেশনে ফোন করে ইয়ট ইসপেরাল সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলল।

হপকিন্সকেও ব্লান্ড বলল, নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করে থাকবে এটা আমার মনে হয়, ভদ্রমহিলার সম্ভাব্য যাওয়ার জায়গা হলো ডি সৌউসার ওই ইয়টে। হয়তো সে সেখানে গিয়েছে অরণ্যপথ দিয়ে সবার অলক্ষ্যে। হয়তো সে বোট-হাউসে মিলিত হয় তার আগে ডি সৌসার সঙ্গে হয়তো সেই লোকটি তার লঞ্চে করে তাকে ইয়টে রেখে এসে থাকবে।

যদি সেখানে লেডি স্টাবস গিয়েই থাকে, এখন দেখতে হবে কারোর দৃষ্টি এড়িয়ে সে যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে।

তারা নীরব হয়ে গেল একজন যুবককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে। যুবকের দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল ব্লান্ড, মিঃ আলেক লেগি আপনি?

যুবকটি উত্তর দিল,, আমি মাইকেল ওয়েম্যান। আপনি নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনলাম।

আজ বিকালে এখানে একটা বিয়োগান্তক নাটক ঘটে গেছে, আপনি কি জানেন মিঃ ওয়েম্যান? এক কিশোরী খুন হয়েছে, তার নাম মারলিন টাকার? প্রশ্ন করলেন ব্লান্ড।

মাইলেক চমকে উঠে বলল, তাই নাকি সে কিভাবে খুন হলো?

তাকে শ্বাস রোধ করে খুন করা হয়, গলায় দড়ির ফাস লাগিয়ে। বলল ব্লান্ড।

মাইকেল শিষ দিয়ে উঠল, ঠিক একেবারে চিত্রনাট্যের মতো? তাহলে আসল কথা হল, একটা অনুমান করা যেতে পারে যে, এখন আমরা সকলেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি? অথবা কোনো স্থানীয় যুবক।

আমরা সেরকম সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না যে, কোনো স্থানীয় ছেলে যে এ কাজ করতে পারে। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ব্লান্ড। আচ্ছা ধরুন মিঃ ওয়েম্যান, আজ বিকাল চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন এটাই আমি এখন জানতে চাই।

ইনসপেক্টর সঠিকভাবে আমি কিছুই বলতে পারব না কারণ, আমি তখন টেনিস কোর্টে প্যাভিলিয়ন করতে ব্যস্ত আবার কখনো বা এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে দেখছি, কিভাবে উৎসব সফল করা যায়।

আর ঠিক তখনই আমি ভাবছিলাম, টেনিস নেটের ফটোগ্রাফটা কতক্ষণে কেউ সনাক্ত করতে পারবে কারণ, টেনিস নেটের একটা অংশ মার্ডার হান্টের প্রথম ক্লু। জানালো ওয়েম্যান।

আচ্ছা সেটা কি কেউ সনাক্ত করতে পেরেছিল ইনসপেক্টর জানতে চাইলেন?

অবশ্যই কেউ একজন করেছে বলেই আমার ধারণা জানালো মাইকেল। সেটা তখন আমি লক্ষ্য করিনি। তখন আমি প্যাভিলিয়ানের ব্যাপারে নতুন চিন্তায় মশগুল ছিলাম।

ব্লন্ড প্রশ্ন করলো আচ্ছা তারপর?

আমি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলাম, তারপর একবার ফেরিঘাট-এ যাই তখন দেখা হয় বৃদ্ধ মারডেলের সঙ্গে এবং কিছুক্ষণ কথাও বলেছিলাম। জানালো মাইকেল ওয়েম্যান। ইনসপেক্টর ব্লান্ড বললো তাই নাকি, তাহলে সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেই পাওয়া যাবে আপনার বক্তব্যের সমর্থন।

নিশ্চয়ই, মারডেল আমার কথার সমর্থন করবে অবশ্য বিকেল পাঁচটার পর সময়টা। আপনি তো বিকেল সোয়া চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আগ্রহী, খুবই অপ্রীতিকর ব্যাপার, ইনসপেক্টর তাই নয় কি?

মিঃ ওয়েম্যান, আমরা আশা করি সময়টা আরো সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসতে পারে। জানালো ব্লান্ড।

মাইকেল বলল, খুবই নিশ্চিতভাবে বলছেন? আচ্ছা কে খুন করতে পারে এই মেয়েটিকে? জানতে চাইলো ওয়েম্যান।

আচ্ছা মিঃ ওয়েম্যান, এ বিষয়ে আপনার কোন ধারণা নেই?

না, বিশেষ সিদ্ধান্ত কিছু নেই, তবে অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায়, হয়তো মেয়েটি ভেবেছিল, যদি সত্যি সত্যি মৃতদেহটা সেখানে পাওয়া যায়, তবে ব্যাপারটা অনেক বেশি সফল হবে।

ইনসপেক্টর বলল, আর একটা প্রশ্ন করব ওয়েম্যান। আপনি শেষবারের মতো কখন লেডি স্টাবসকে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, তা হবে সাড়ে তিনটে অথবা পৌনে চারটের সময়। জানালো ওয়েম্যান।

তার সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন?

জানতে চাইলো ব্লান্ড।

রুটির কোন দিকে মাখন লাগাতে হয় তা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন। এটাই মাত্র আমার বক্তব্য বলল ওয়েম্যান।

একথা কি ঠিক মানসিকভাবে তার বেশি গভীরতা ছিল না? বলল ব্লান্ড।

আপনি মানসিকভাবে বলতে কি বোঝাতে চাইছেন, সেটা তার উপর নির্ভর করছে? মাইকেল বলল, তার স্নায়ুকোষগুলি অত্যাধিক সক্রিয় ছিলো যেটা অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় না, আমি তো সেটাই বলব। আমার সঙ্গে আপনার প্রয়োজন কি শেষ হয়েছে?

ইনসপেক্টর কিছুক্ষণ তাকে পর্যবেক্ষণ করল, মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো তারপর মাইকেল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এবার হপকিন্স-এর উদ্দেশ্যে ব্লান্ড প্রশ্ন করলো, আচ্ছা হপকিন্স লেডি স্টাবস আর মাইকেল ওয়েম্যানের সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক বলে তোমার ধারণা?

লেডি স্টাবস মাইকেলের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন হয়তো এটাই আমার মনের হয়। আবার বলল ব্লান্ড, স্যার জর্জ ও তার স্ত্রীর সম্বন্ধে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ধারণা কি বলে?

তিনি সহজসিধা মানসিক ভারসাম্যহীন লোক।

হতে পারেন, জনশ্রুতি আছে, হপকিন্স বংল।

তুমি কি চিন্তা করছ আমি জানি, এটা কি তোমারও বিচক্ষণ মতামত? বললেন ব্লান্ড।

অবশ্য আমি সেটাই বলবো, জানালো হপকিন্স।

www.bengaliebook.com

স্যার জর্জ কি পছন্দসই জানতে চাইলেন ব্লান্ড। ভালোমন্দ মিশিয়ে তিনি বেশ পছন্দ করার মতো মানুষ জানালো কনস্টেবল। তিনি ভালো স্পোর্টসম্যান, ক্ষেতখামার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। তাকে অনেক সাহায্য করেন বৃদ্ধ লেডি।

এই বৃদ্ধ লেডি মহিলাটি কে? জানতে চাইলো ব্লান্ড।

হপকিন্স বললো মিসেস ফোলিয়াট। শুনেছি একসময় ফোলিয়াটরা এই জায়গার মালিক ছিল, এমন কি লেডি স্টাবস বিয়ের আগেই তাকে চিনতো, স্যার জর্জকে এই জায়গাটা কিনতে মিসেস ফোলিয়াটই জোর করেছিলেন। ব্লান্ড বললো, আমি মিসেস ফোলিয়াট-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ও সুন্দর বিচক্ষণ মহিলা! যদি এখানে কিছু ঘটে যায়, তা তিনি পূর্বেই জানতে পারেন। জানালো হপকিন্স।

ইনসপেক্টর জানালো, আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। এখন তিনি কোথায় কে জানে-ওর সম্বন্ধে আমার অবাক লাগে।

মিসেস ফোলিয়াট কথা বলছিল পোয়ারোর সঙ্গে সেই সময় বিরাট ড্রয়িংরুমে। ফোলিয়াট আক্ষেপ জানাচ্ছিল, বেচারি মারলিন এত অল্প বয়েস, অর্থাৎসবে জীবন শুধু-পোয়ারো তাকে নিরীক্ষণ করছিল কৌতূহলের সঙ্গে। মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার বয়স যেন দশবছর বেড়ে গেছে, বিকালে সেই মর্মন্তুদ ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর।

সেই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর, এই কথাটা আপনি আমাকে গতকালই বলেছিলেন ম্যাডাম। মিসেস ফোলিয়েট চমকেউঠে বলল, তাই বলেছিলাম নাকি? অবশ্য খুবই নির্মম সত্য কথাটা। অবশ্য এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আমি ভাবতে পারিনি।

আপনার তাহলে মনে হয়েছিল, কিছু একটা ঘটতে পারে বলে? এরকম আভাস লেডি স্টাবসও আজ সকালে দিয়েছিলেন, বললো পোয়ারো।

আমাকে আর ওর কথা বলবেন না, হ্যাঁ হ্যাটি বলেছিল, আমি ওর কথা আর ভাবতেই পারি না। বলল মিসেস ফোলিয়াট। আবার জানতে চাইলো সে–আচ্ছা কি যেন বলছিল ও, খারাপ-এর ব্যাপারে?

তিনি বলছিলেন ওর খুড়তুতো ভাই ইটিয়েন ডি সৌউসা সম্পর্কে। খুবই জঘন্য নাকি ছেলেটা! তিনি ভয় করেন ওকে–জানালো পোয়ারো।

ইটিয়েন ডি সৌউসা, কে এই লোকটি? ফেরিঘাটের পথ দিয়ে সে এসেছিলো, রঙ কালো কিন্তু সুদর্শন? আমার তখনই মনে হয়েছিল এই লোকটা কে?

সেই লোকটাই ডি সৌউসা ম্যাডাম, জানালো পোয়ারো।

ভীষণ বালিকা প্রকৃতির হ্যাটি, ও নিজেই জানে না ও কি বলছে, মঁসিয়ে পোয়ারো ওর কথায় কর্ণপাত করবেন না, বলল ফোলিয়াট।

লেডি স্টাবসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, একথা কি আপনি জানেন ম্যাডাম, এবং হয়তো কখনো আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানালো পোয়ারো।

তার দোষী বিবেকের জন্যই কি সে পালিয়ে গেছে? এটা আপনি মনে করেন?

আপনার মতামত কি? জানতে চাইলো পোয়ারো।

না, সেরকম মেয়েই নয় হ্যাটি। রাগে উত্তেজনায় মিসেস ফোলিয়াট বলে উঠলো, আমি চাই না ওর সম্বন্ধে এরকম কথা কেউ শুনুক। কখনো কাউকে খুন করতে পারে না।

ভীষণভাবে অবাক হলো পোয়ারো। ইনসপেক্টর ব্লান্ড আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, ম্যাডাম। এই সময় ড্রয়িংরুমে ঢুকে কনস্টেবল হপকিন্স জানালো মিসেস ফোলিয়াটকে, আপনি কি অনুগ্রহ করে যাবেন?

অবশ্যই যাব একথা বলে ফোলিয়াট হপকিন্সকে অনুসরণ করলো।

মিসেস ফোলিয়াট আপনাকে চিন্তায় ফেলে দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ব্লান্ড বিনীতভাবে ফোলিয়াটকে জানাল। এখানকার প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে হয়তো আপনি ওয়াকিবহাল এটাই ধারণা। সেইজন্য আমি আশা করছি যে, আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। সে আবার বলল, একটু থেমে, টাকার পরিবার অর্থাৎ সেই মেয়েটির পরিবার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন নিশ্চয়ই।

হা নিশ্চয়ই জানি, ফোলিয়াট উত্তর দিল, তারা এস্টেটের ভাড়াটে সবসময়ের জন্যই। মেয়েটি ছিল বিরাট পরিবারের ছোট মেয়ে, আমাদের বড় মালি ছিল তার বড় ভাই। তার বিয়ে হয় আলফ্রেড টাকারের সঙ্গে। খামার বাড়ির শ্রমিক ছিলো আলফ্রেড। যদিও নির্বোধ তবুও খুব পছন্দসই মানুষ সে।

আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন বুঝতে পারছি। মেয়েটির পরিবারের সকলকে। আচ্ছা, কি কারণ থাকতে পারে মেয়েটির খুন হওয়ার পেছনে সেটা আপনি জানেন কি মিসেস ফোলিয়াট? প্রশ্ন রাখল ব্লান্ড।

ইনসপেক্টর, তা আমি বলতে পারব না। এটা অবিশ্বাস্য ঘটনা, বুঝতে পারলেন? মেয়েটির বয়ফ্রেণ্ড বা ঐরকমের কিছু ছিল না, বলল ফোলিয়াট।

তাহলে এবার বলুন, কে কে অংশগ্রহণ করেছিল এই মার্ডরহান্টে? প্রশ্ন করল ইনসপেক্টর ব্লান্ড। আমি আগে কখনো তার সাথে মিলিত হইনি মিসেস অলিভার যিনি। অবশ্য আমার মতে তিনি গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক যেমন হওয়া উচিত তিনি তেমন নন। অবশ্য খুব হতাশ হয়ে সেই সাহায্যকারী ক্যাপ্টেন ওয়ারবারটন, তার খবর কি? জানতে চাইলো ব্লান্ড।

আমি অবশ্য তার পক্ষে কোনো কারণ দেখিনা, যে মারলিন টাকারকে সে খুন করবে। আর সে কেনই বা খুন করতে যাবে বলুন? অবশ্য তাকে আমি বিশেষ একটা পছন্দ করি না। খুন সে করতে পারে না। এটাই আমি বলব।

আরও একটা কথা, সে লনেই ছিলো আজ সম্পূর্ণ বিকালবেলায়, জানালো ফোলিয়াট।

ইনসপেক্টর মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালো। তাহলে লেগিরা? আপনি তাদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন, মিসেস ফোলিয়াট?

আপাতদৃষ্টিতে তো মনে হয় ওরা চমৎকার দম্পতি, ওরা মিল কটেজ ভাড়া নিয়ে মাস দু-এক হলো এখানে এসেছে। খুবই প্রাণচঞ্চল মিঃ লেগি। মন্তব্য রাখলো মিসেস ফোলিয়াট।

ইনসপেক্টর বলল, আমি জানতে পেরেছি, খুবই আকর্ষণীয় এবং সুন্দরী মহিলা মিসেস লেগি। স্যার জর্জ কি কোনো সময়ে তার প্রতি দুর্বলতা বোধ করতে পারেন এটা কি আপনার মনে হয় না।

মিসেস ফোলিয়াট আশ্চর্যবোধ করল। না না, কখনোই স্যার জর্জ সেরকম লোকই নন।

সবসময় তিনি ব্যস্ত থাকেন তার কাজ নিয়ে। এছাড়াও তিনি খুবই ভালোবাসেন তার স্ত্রীকে। তিনি মোটেই অসৎ প্রকৃতির লোক নন। তিনি বললেন।

আচ্ছা আপনি কি কিছু জানাতে পারেন লেডি স্টাবস এবং মিঃ লেগির সম্পর্কে? ব্লান্ড জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নেড়ে ফোলিয়াট জানালেন, না, স্থিরভাবে কিছু বলতে পারব না।

ইনসপেক্টর বললেন, যাক এ তো গেল স্টারস দম্পতির অন্দরমহলের খবর, এবার বাইরের কিছু খবর জানা দরকার। ধরা যাক মিস ব্রেউইস-এর কথা, খুব দক্ষ

সেক্রেটারি উনি, স্যার জর্জের কাছে একথা আমি শুনেছি। উনি কি স্যার জর্জের বিয়ের আগে থেকেই সেক্রেটারি ছিলেন?

হা যদিও নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না তবুও আমারও তাই মনে হয়। জানালো ফোলিয়াট।

মিস ব্রেউইস হয়তো খুব একটা পছন্দ করতেন না লেডি স্টাকসকে। তাই নয় কি? আচ্ছা মিস ব্রেউইসকে কি লেডি স্টাবস মারলিনের জন্য বোট-হাউসে কেক এবং ফল নিয়ে যেতে বলেছিলেন?

মিসেস ফোলিয়াট কিঞ্চিৎ আশ্চর্য বোধ করলো।

মিস ব্রেউইস নিজের ইচ্ছানুযায়ী কেক আর ফল সংগ্রহ করে বলেন, তিনি মারলিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, আমার তো তাই মনে হয়। এবং ফোলিয়েট জানালো, তাকে কেউ বোট-হাউসে যেতে বলেনি।

আচ্ছা তাহলে এটাই? মিসেস ফোলিয়াট আপনাকে ধন্যবাদ এই সহযোগিতার জন্য, লেডি স্টাবস খুব শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করুক এটাই আমাদের কাম্য। বললো মিঃ ব্লান্ড। সত্যিই সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া মিসেস লেডি স্টাবস–তার লাল চুল। ঠিক এই সময় একজন দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। আপনি নাকি আমার খোঁজ করছেন ইনসপেক্টর মিসেস লেগি বলল। মিসেস ফোলিয়াট তার সঙ্গে রান্ড-এর পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আচ্ছা আপনার টেন্টে যারা তরুণ, ভবিষ্যৎবাণী জানার জন্য ভিড় করেছিল–আপনার এই আধঘণ্টা অনুপস্থিতিতে তাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো মিসেস লেগি? জানতে চাইলে ইনসপেক্টর ব্লান্ড।

হ্যাঁ, সেইজন্যই আমি একটা কার্ড ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিলাম টেন্টের বাইরে যে আমি আবার সাড়ে চারটেয় ফিরে আসছি। বললো মিসেস লেগি।

তার প্যাডে নোট করে রাখল ইনসপেক্টর ব্লান্ড, মিসেস লেগির বক্তব্যটা। তারপর মিসেস লেগির দিকে ফিরে তাকে ধন্যবাদ জানালো।

দরজা খুলে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মিসেস লেগির।

ইনসপেক্টর ঘরের শিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত সে নাকি টেন্টে ছিলো, একথা মিসেস লেগি বলেছে। অপরপক্ষে মিসেস ফোলিয়াট এর কাছে জানা গেছে, ফোলিয়াট বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারেট পর্যন্ত টি-টেন্টে সাহায্য করেছিলো, সেই আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে মিসেস লেগিকে দেখতে পায়নি। এবার একটু থামল ইনসপেক্টর। আবার বলে যেতে লাগলো, বোট-হাউসে মারলিনের জন্য ফল আর কেক নিয়ে গিয়েছিল মিস ব্রেউইস, লেডি স্টাবস-এর নির্দেশ অনুসারে, একথা ব্রেউইস বলেছে। অথচ মিসেস ফোলিয়াটের বক্তব্য অনুযায়ী মিস ব্রেউইস স্বইচ্ছায় বোট-হাউসে গিয়েছিল ঐগুলি নিয়ে। আবার লেডি স্টাবস-এর পক্ষে একাজ করা অবিশ্বাস্য এবং স্বভাববিরুদ্ধে, মাইকেল ওয়েম্যান-এর বক্তব্য।

পোয়ারো একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলল, কারো সঙ্গে কারো বক্তব্যের মিল নেই। অবশ্য এটাই সবসময় হয়ে থাকে। অতএব মিঃ ব্লান্ড, আপনি কি সিদ্ধান্ত নিলেন?

গভীর স্বরে ব্লান্ড বললো, আমার এরকম মনে হয় যে, মারলিন টাকার এমন কোনো দৃশ্য দেখে ফেলেছিলো যে, সে জানতই, তাকে খুন হতেই হবে।

পোয়ারো বলল, আমি আপনার ধারাণার বিপক্ষে যাচ্ছি না। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মারলিন কি দেখেছিলো?

ইনসপেক্টর বললো, হয়তো মারলিন কোনো খুনের দৃশ্য অথবা খুনীকে দেখেছিল?

পোয়ারো প্রশ্ন করল, খুন? কাকে করা হয়েছিল?

আপনার কি মনে হয় মিঃ পোয়ারো? লেডি স্টাবস জীবিত অথবা মৃত? জানতে চাইলো ব্লান্ড।

উত্তর দেবার পূর্বে কিছু একটা চিন্তা করলো পোয়ারো। তারপর বলল, লেডি স্টাবস মৃত বলেই আমার ধারণা। তাহলে শুনুন একথা আমি বলছি কেন? লেডি স্টাবস যে মৃত একথা মিসেস ফোলিয়াট মনে করেন। তিনি ভান করেই বলুন অথবা সত্যিই বলুন, মিসেস ফোলিয়াট বিশ্বাস করে লেডি স্টাবস মৃত। হয়তো তা আমরা জানি না, সেটা মিসেস ফোলিয়াট-এর পক্ষে জানা সহজ।

এরকুল পোয়ারো পরদিন সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট-এর টেবিলের সামনে এসে বসলো। অলিভার তখনো অনুপস্থিত ছিলো। পূর্বদিনের দুর্ঘটনার ক্ষত এখনো সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেবলমাত্র এক কাপ কফি পান করে মাইকেল ওয়েম্যান বাইরে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো। ব্রেকফাস্ট টেবিলে কেবলমাত্র স্যার জর্জ এবং তার বিশ্বাসী-সহকারিণী মিস ব্রেউইসকে হাজির থাকতে দেখা গেল।

সম্ভাষণ জানালো স্যার জর্জ, সুপ্রভাত সঁসিয়ে পোয়ারো, সমস্ত ব্যাপারটা যেন কেমন অবিশ্বাস্য। কোথায় এখন আছে হ্যাটি? বললো স্যার জর্জ।

মিসেস ব্রেউইস বলল, ইনস্টিটিউটে তদন্ত হবে আগামী বৃহস্পতিবার।

পোয়ারার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে স্যার জর্জ বললো, তদন্ত! তার মানে? কিসের তদন্ত হবে? আচ্ছা মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি ভাবছেন সে মৃত, তাই নাকি?

স্যার জর্জকে পোয়ারো বললো, ওসব চিন্তা মাথায় আনার এখন সময় নয়, অনেক দেরি আছে।

স্যার জর্জ বললো, ঠিকই আছে সে আপনি এরকম ভাবছেন তো, আমিও এই কথাই বলছি, বলে নিজের মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল জর্জ।

পোয়ারো ভাবতে লাগল। টোস্টে মাখন লাগাবার সময়, যদি সন্দেহজনকভাবে স্ত্রী খুন হয়, তবে স্বভাবতই স্বামীকে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। আবার একইভাবে স্বামী খুন হলে স্ত্রীকে সন্দেহ করা হয়। অথচ এক্ষেত্রে মনেই হয় না যে তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে

স্যার জর্জ। যতটুকু সে জেনেছে এখনো পর্যন্ত, স্যার জর্জ সম্বন্ধে ভাবলো পোয়ারো–তার থেকে মনে হয় স্ত্রীকে জর্জ খুবই ভালোবাসে। খুবই মর্মাহত হয়েছে জর্জ তার স্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে। খুনের যা ধরন এতে পোয়ারোর মনে হয় এখানে দুটি খুন হয়েছে।

অকস্মাৎ বলে উঠল মিস ব্রেউইস পোয়ারার চিন্তায় বাধা দিয়ে, ওদের বিয়েটা কি দুর্ভাগ্যজনক, একথা কি আপনার মনে হয় সঁসিয়ে পোয়ারো?

পোয়ারো উত্তর দিল, নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক, বিশেষ খারাপ প্রভাব ছিলো স্যার জর্জ-এর উপর লেডি স্টাবস-এর। যেমন লেডি স্টাবস-এর প্রত্যাশা ছিল কেবল স্বামীর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পাওয়া–বেশি করে, অনেক বেশি করে।

ঠিকই, উনি যে উচ্চাকাঙ্খী স্যার জর্জকে দেখে তা মনে হয় না। বলল মিস ব্রেউইস। অতএব যদি তিনি মনে করতেন অনেক কিছু করতে পারতেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যিই তিনি একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ। অথচ কখনো তাকে বুঝতে পারেননি তার স্ত্রী। যে মেসিন থেকে তার কোট এবং দামী দামী অলঙ্কার বেরিয়ে আসেমিসেস স্টাব স্যার জর্জকে সেইরকম একটা মেসিন মনে করতেন। অথচ অন্য কোনো মেয়েকে যদি তিনি বিয়ে করতেন তবে অবশ্যই সেই মেয়ে তার যোগ্যতার প্রশংসা করতো।...আবেগে মিস ব্রেউইস-এর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেলো। পোয়ারো মেয়েটির দিকে তাকালো, তার নিয়োগ কর্তার প্রেমে পড়ে গেছে মিস ব্রেউইস, তার আবেগ ভরা কথা, ভাব ভঙ্গীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝা যাচ্ছে।

চোখের জল ফেলে বলল মিস ব্রেউইস, তিনিও ঠিক এরকম, ধূর্ত বেড়াল-এর মতো।

আপনি বললেন, তিনিও ঠিক একইরকম অর্থাৎ লেডি স্টাবস সম্পর্কে। পোয়ারো বলল, আচ্ছা তিনি এখনও আছেন অথবা না?

না না, কখনই তিনি মৃত নন। মিস ব্রেউইস তীক্ষ্ণ স্বরে বলল–তিনি অন্য কোনো লোকের সঙ্গে চলে গেছেন, এটাই আমার ধারণা, অবশ্যই তিনি এটা করেছেন, তিনি ঠিক এই ধরনেরই মেয়ে।

পোয়ারো বলল, এটা কি সম্ভব, হয়তো বা সম্ভব হতে পারে।

এটা শুধু এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, বললো মিস ব্রেউইস। অবশ্য স্যার জর্জ সেটা ভাবেন না।

পোয়ারো জিজ্ঞাসা করল, অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে কি তার সংস্রব আছে?

সর্বনাশ, তিনি অত্যন্ত চতুর মহিলা, বলল মিস ব্রেউইস। যেমন মনে করুন, তিনি সবরকম চেষ্টা করেছেন মাইকেল ওয়েম্যানকে বোকা বানানোর জন্য। তিনি ক্যামেলিয়া গার্ডেনে যান বছরের এই সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে, তিনি যেন টেনিস প্যাভেলিয়নে আগ্রহী এমন ভাব দেখান।

এটা শুনেছি, স্যার জর্জ অনেক কিছু করতে পারেন তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য, বলল পোয়ারো। অবশ্যই না, কোনো খেলা এমন কি টেনিসেও তার কোনো আগ্রহ নেই। স্রেফ

বোকা বানাবার জন্য, মাইকেল ওয়েম্যানকে তার কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এই রকম আর কি। হয়তো পুরোপুরি মাইকেলকে তিনি আয়ত্ব করতেন, যদি না তার ফ্রাই বানাবার জন্য অন্য কোনো মাছ মাইকেলের থাকত–বলল ব্রেউইস।

এমন ভাব দেখালো পোয়ারো, যেন উত্তরটা মিলে গেছে। বলল, আচ্ছা তাহলে মঁসিয়ে ওয়েম্যানের ফ্রাই বানাবার অন্য মাছ আছে?

মিসেস লেগি হল তার অন্য দোসর। স্যার জর্জের কাছে এই মহিলাই তার জন্য সুপারিশ করেছিল, বলল মিস ব্রেউইস। মিসেস লেগি বিয়ের পূর্বে থেকেই তাকে চিনত। জানেন, তিনি ছবিও আঁকতেন।

আন্দাজে পোয়ারো বলল, মনে হয় মেয়েটি আকর্ষণীয়া ও বুদ্ধিমতী তরুণী। সে আজ অনেক উন্নতি করতে পারত বিয়ে না করলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও আছে আমার মনে হয়। বলল মিস ব্রেউইস। লেডি স্টাবস বেশ ভালোরকম সময় কাটিয়েছে তার সঙ্গে, যখন থেকে মাইকেল ওয়েম্যান এখানে এসেছে। আমার ধারণা মিসেস লেগির প্রেম ছিল মাইকেল-এর সঙ্গে, আলেক লেগির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পূর্ব। অর্থাৎ আপনার কথামতো সে কিন্তু ওয়েম্যান নন যদি লেডি স্টাবস কারো সঙ্গে চলে গিয়ে থাকেন। কারণ এখনো এখানেই আছেন ওয়েম্যান, পোয়ারো বলল।

মিস ব্রেউইস বলল, আমি নিঃসন্দেহ যে, তিনি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। এইরকমভাবে এর আগেও তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন।

পোয়ারো ভাবতে লাগল মিস ব্রেউইসের দিকে তাকিয়ে। এই মহিলার কথা বিশ্বাস করা যায় কিনা। এটাই তার আশঙ্কা। কারণ মিসেস ফোলিয়াট অনেক বেশি জানে মিস ব্রেউইস-এর থেকে।

ঘরে প্রবেশ করল এই সময় মিসেস মাস্টারটন, তাকে দেখে সুপ্রভাত জানাল মিস ব্রেউইস।

মিসেস মাস্টারটন পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে বলল, মঁসিয়ে পোয়ারো, সুপ্রভাত, আচ্ছা। শুনলাম তদন্ত হবে নাকি বৃহস্পতিবার? মঁসিয়ে পোয়ারো আপনার সঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলতে চাই।

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সাদর অর্ভ্যথনা জানিয়ে বলল, ম্যাডাম, অবশ্যই–সেটা তো খুব ভালো কথা।

মিস ব্রেউইস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মিসেস মাস্টারটন তখন একটা চেয়ার নিয়ে বসল।

কোনো মোটিভ ব্যতিরেকেই, বেচারী মারলিন টাকারকে কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের লোক খুন করে থাকবে। মন্তব্য জানালো মিসেস মাস্টারটন, আর কোনো ভূমিকা না রেখেই শুরু করে দিল সে, আমার মনে হয় না মঁসিয়ে পোয়ারো, লেডি স্টাবস-এর কোনো পরিণত বুদ্ধি আছে, যদি কোনো অপরিচিত লোকও বলেন তাকে, ম্যাডাম, চলুন একটু ঘুরে আসি ঐ অরণ্যে, তাহলেই সে বেরিয়ে পড়বে তার সঙ্গে।

পোয়ারো তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এটাই মনে করেন তাহলে, মৃতদেহ এই এস্টেটেই আছে? ঠিক তাই, এটাই আমি মনে করি মঁসিয়ে পোয়ারো, জানালো মিসেস মাস্টারটন।

পোয়ারো বলল, এর সম্ভাবনা খুব বেশি, ম্যাডাম আপনি ঠিকই বলেছেন।

মিসেস মাস্টারটন বলল, অবশ্যই আমার ধারণা ঠিক। কিন্তু এটাই খুব অস্বস্তিকর লাগছে আমার কাছে যে, খুনী এখনও আমাদের মধ্যে মিশে আছে। বুঝতে পারলেন মঁসিয়ে পোয়ারো।

ম্যাডাম, এক্ষেত্রে আমার একটা বক্তব্য আছে, কি করেই বা বোট-হাউসে প্রবেশের অনুমতি পেলো একজন আগন্তুক? তার তো চাবির প্রয়োজন ছিল? বলল পোয়ারো।

ও এই কথা। সেটা তো খুবই সহজ, মেয়েটি নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো, বলল মিসেস মাস্টারটন। হয়তো ঘরের মধ্যে বসে থেকে একঘেয়েমি কাটানোর জন্য বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো মেয়েটি আর সেই সময় হয়তো সে হ্যাটি স্টাকসকে খুন করতে দেখে থাকবে, তার ফলে খুনী তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে।

শান্তভাবে মাথা নাড়লো পোয়ারো। তর্ক করার প্রয়োজন নেই মিসেস মাস্টারটনের সঙ্গে। একটা উল্লেখযোগ্য দিকে নজর পড়েনি মিসেস মাস্টারটনের। যদি সত্যিই মারলিন টাকার বোট-হাউসের বাইরে খুন হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই খুনী মার্ডার হান্টের পরিকল্পনা জানত, তা না হলে, মেয়েটির মৃতদেহটি আবার বোট-হাউসে রেখে, তার গলায় দড়ির ফাস পরিয়ে দিয়েছিল কেন?

পোয়ারো সে কথা না বলে বলল, তার স্ত্রী এখনো বেঁচে আছেন, এটাই স্যার জর্জ বিশ্বাস করেন। তাদের স্ত্রী সত্যিই মৃত, একথা সব স্বামীরাই ভেবে থাকে, তারা বিশ্বাস করতে চায় না। এছাড়াও তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ ছিলো স্যার জর্জের, জানালো মিসেস মাস্টারটন।

মিসেস মাস্টারটন, এ ব্যাপারে আপনার কথা বলা দরকার চীফ কনস্টেবলের সঙ্গে। ব্লান্ড হাউন্ডের ব্যাপারে বলা প্রয়োজন, জানালো পোয়ারো।

মিসেস মাস্টারটন সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো, আমি নিজে কতকটা ব্লান্ড হাউণ্ড-এর মতো, এটা লোকে ভাবে জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো? আর আপনিও তাই ভাবছেন নিশ্চয়, আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

পোয়ারো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো মিসেস মাস্টারটন চলে যেতেই। সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঘন জঙ্গলে, অরণ্যপথে, তার যে সকল জায়গা অপ্রকাশিত সেখানেই নজর বেশি। একটা ফলির ভেতর অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে প্রবেশ করলো পোয়ারো। বড় নিস্তব্ধ, বড় নির্জন জায়গাটা, হেলমাউথের নদীর ধারে ঘাসের উপর একটা ফলি তৈরির কথা বলেছিল মাইকেল ওয়েম্যান।

ইটিয়েন ডি সৌউসা, হেলমাউথ, ইয়ট এসপেরান্স সমস্ত কিছু যেন কি রকম ধরনের, অবশ্যই পোয়ারোর কাছে সেটা স্পষ্ট নয়। হঠাৎ পোয়ারোর নজরে চকচকে একটা জিনিস দেখা দিলো, তৎক্ষণাৎ সে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলো সেটা। ভ্রু কুঁচকে সেটার দিকে তাকাতেই তার মনে একটা ছবি ভেসে উঠলো। এটা ছিল একটা সোনার

ব্রেসলেট। তার মনে পড়ল, ম্যাডাম জুলেকা ওরফে শেলি লেগি। আবার সে যেন টেন্টে গিয়ে বসেছে লোকের ভবিষ্যৎ বলছে সেখানে বসে, আর এই ব্রেসলেটটা শোভা পাচ্ছে তার অঙ্গে, অতএব?

তাহলে কি এখানে, এই ফলিতে এসে বসেছিল শেলি লেগি। আর এই দামী সোনার টুকরোটা তার ব্রেসলেট থেকে খুলে পড়ে গেছে? হয়তো সে লক্ষ্য করেনি। গতকাল বিকেলের ঘটনাটা বোধহয়। এইসব আলোড়ন তুলল পোয়ারোর মনে। ইতিমধ্যে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেলোলা সে। একটা ছায়ামূর্তি ফলির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। তরুণ এক যুবক, মনটা তার অস্বাভাবিকভাবে বিক্ষিপ্ত একথা পোয়ারোর মনে হল। সে বলল, মাপ করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, যুবকটির কথায় বিদেশী টান।

পোয়ারো শান্তভাবে হেসে বলল, আপনি এখানে অনাহুত, এটাই আমার আশঙ্কা, হোস্টেল থেকে কি আসছেন আপনি?

যুবকটি বলল, হ্যাঁ, রাস্তা শর্টকাট করার জন্য বনের ভেতর দিয়ে আসছিলাম, নদীর জেটিতে যাবো বলে।

এখান দিয়ে কোনো পথ নেই, আপনি যে পথে এসেছিলেন, সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে হবে আপনাকে, পোয়ারো তাকে বলল।

মাথা নিচু করে চলে যাবার সময় যুবকটি বললো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ফিরে যেতে থাকে পোয়ারো ফলি থেকে বেরিয়ে এসে। পথ চলতে চলতে সে ভাবতে লাগলো, ভুল করলাম নাকি আমি? তবে কি আমি খুনীকে দেখলাম? স্বগতভাবেই বললো সে। গতকাল

উৎসবে এই যুবকটি অবশ্যই উপস্থিত ছিলো। কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো সে মনে হয়। নিজেকেই সে প্রশ্ন করলো, কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো আর কি জন্যই বা?

৪. ফলির চারপাশে ঘোরাঘুরি

যখন সে ফলির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল তখন দেখল মিসেস লেগি বসে আছে এক জায়গায়। যেন লাফ দিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে যখনই পোয়ারোকে দেখতে পেল মিসেস লেগি। আপনি মঁসিয়ে পোয়ারো, চমকিতভাবে বলল সে, একেবারেই শুনতে পাইনি আপনার পায়ের শব্দ, ভীষণ চমকে দিয়েছেন আমাকে।

মনে হয়, আপনি কিছু খুঁজছেন ম্যাডাম? পোয়ারো বলল, হয়তো বা ভুল করে কিছু ফেলে গেছেন এখানে, না হয় আপনার কিছু হারিয়েছে। নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি, এটা আমার পক্ষে খুব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

মিসেস লেগি চেতনা ফিরে পেয়ে উত্তর দিল, কেউ কি এখানে এই সকালবেলায় কারো সঙ্গে দেখা করতে আসে?

পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় কখনো কখনো কেউ আসে বোধহয়। পোয়ারো উত্তর দিল।

সে আবার বলল, স্বামীরা খুব ঈর্ষাপরায়ণ হয়, সব মেয়েদেরই অভিযোগ থাকে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ ইংরাজ স্বামীদের ক্ষেত্রে তো বটেই। তাহলে আপনিও কি সেই দলে? প্রশ্ন করলো মিসেস লেগি।

পোয়ারো বলল, আমি দুঃখিত ম্যাডাম, আমি কিন্তু স্বামী নই।

মিসেস শেলি লেগি উত্তর দিল, এর মধ্যে দুঃখিত হবার কিছুই নেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আর আপনি যে বেশ সচেতন এবং অবিবাহিত থাকতেই পছন্দ করেন, তাও আমি নিশ্চিত রূপে জানি।

ম্যাডাম, একথা ঠিক নয়, সেটা খুবই ভয়ঙ্কর, জীবনে আমি যে ভুল করেছি, এখন আমি সেটা। বুঝতে পারছি, উত্তর দিল পোয়ারো।

শেলি লেগি বলল, আমার কিন্তু ধারণা, নির্বোধ লোকেরাই বিবাহ করে।

আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার এখন সেই দিনগুলোর জন্য দুঃখ হয় না, সেই চেলসির দিনগুলিতে যখন আপনি ছবি আঁকতেন? প্রশ্ন করলো পোয়ারো।

আপনি দেখছি সমস্তই জানেন আমার সম্পর্কে, মঁসিয়ে পোয়ারো? বলল শেলি লেগি।

একজন লেখক আমি, এরকুল পোয়ারো বলল, আমি সবকিছু জানতে চাই মানুষের সম্বন্ধে।

ম্যাডাম, আপনার দুঃখ হয় না সেই ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য, আবার বললো পোয়ারো। মিসেস লেগি একটা আসনে বসে বলল, ঠিক জানি না। পোয়ারো তার পাশের জায়গাটাতে বসলো। প্রথম যখন আমি এখানে ছুটি কাটাতে আসি, আমি ভেবেছিলাম সব কিছুই আগের মতো চলবে এখানে। অথচ কার্যতঃ তা হলো না। কেন জানি না, আলেক লেগি কিরকম যেন খেয়ালি; কি হয়েছে তার জানি না। ভীষণ দুর্বল ওর স্নায়ু। মাঝে মাঝে কেউ ওকে ফোন করে ভয়ঙ্কর কোনো খবর দেয়। কিন্তু ও কিছু

জানায় না আর আমাকে পাগল করে তোলে এই ব্যাপারটা, হয়তো কোনো নারী ওর জীবনে এসেছে আমি সেটাই ভেবেছিলাম। না না, সেটাও নয়...। কথাগুলি ক্রমশ বলে গেল শেলি লেগি।

পোয়ারোর দৃষ্টিতে পড়ল যেন শেলি লেগির কণ্ঠস্বরে সন্দেহের আভাস। পোয়ারো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করলো, ম্যাডাম আপনি কি গতকাল বিকালে চায়ের আসরে ছিলেন?

ভ্রূ তুলে পোয়ারার দিকে তাকাল শেলি, বলল চায়ের আসরে? দ্রুত বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে একভাবে বসে থাকা কি বিরক্তিকর আপনি তো জানেন না?

আমার মনে হয় ম্যাডাম, একটু আগে আপনি এখানে কিছু একটা খুঁজতে এসেছিলেন! বলল পোয়ারো। দেখুন তো এটা খুঁজছিলেন কিনা? পোয়ারো তাকে একটা সুদৃশ্য সোনার টুকরো দেখালো হাতে করে।

ঠিক বলেছেন, হ্যাঁ, আমি তো এটাই খুঁজছিলাম, শেলি বলল। মঁসিয়ে পোয়ারো ধন্যবাদ, আর আপনি কোথা থেকে এটা পেলেন? জানতে চাইলো শেলি লেগি।

পড়েছিল এই ফলির মেঝের ওপর, পোয়ারো বলল।

এটা হয়তো ফেলে দিয়ে থাকবে, বলল মিসেস লেগি।

পোয়ারো প্রশ্ন করলো, গতকাল কি?

হয়তো আগে কোনো একদিন হবে, না না, কালকে নয়। বললো শেলি।

জোর-এর সঙ্গে পোয়ারো বলল, না ম্যাডাম গতকাল বিকালেই, কারণ আমি তখন আপনার কব্জির ব্রেসলেটে এটা দেখেছিলাম, গতকাল যখন আপনি টেন্টে আমার ভবিষ্যতের কথা বলছিলেন।

আর কেউ বোধহয় পোয়ারোর মতো এভাবে মিথ্যে কথা জানে না। আসল কথাটা হল, এইভাবে অন্যের কাছ থেকে, মিথ্যে চাপ দিয়ে তার পেটের কথা বার করে নিতে জানে সে। আর ফলও হলো তাতে।

ঠিক মনে করতে পারছি না আমি, বলল শেলি লেগি। আমি যে এটা হারিয়েছি তা আজ সকালবেলায় আমি লক্ষ্য করলাম।

মিসেস শেলি লেগি পোয়ারোকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুতগতিতে ফলি থেকে বেরিয়ে গেল।

ভাবতে থাকলো পোয়ারো অপসৃয়মান শেলি লেগির দিকে তাকিয়ে–এই ফলির ভেতরে গতকাল বিকেল চারটের সময়, নিশ্চয়ই কারো সঙ্গে আপনি দেখা করতে এসেছিলেন, বোট-হাউসে যাওয়ার পথে।

পোয়ারো আরো একবার শুনতে পেল কারো পায়ের শব্দ। স্বগতভাবে সে বলল, মিসেস লেগি তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল এখানে, যেই আসুক না কেন। সে অস্ফুট স্বরে বললো, আবার ভুল করলাম আলেক লেগিকে আসতে দেখে।

শুনতে পেয়েছিল কথাটা আলেক লেগি। প্রশ্ন করলো, কি বলছিলেন যেন মঁসিয়ে পোয়ারো, ভুল কি ব্যাপারে?

পোয়ারো বলল, জানেন আমার বিশেষ একটা ভুল হয় না, তবে আমি এখানে আপনাকে আশা করিনি।

প্রশ্ন করল আলেক, তাহলে আপনি কাকে দেখবেন আশা করেছিলেন?

পোয়ারো জানালো, আমি মনস্তত্ববিদ, আশা করেছিলাম, একটি যুবকের দেখা পাব এখানে, প্রায় কিশোর বয়েসেরই হবে সে। আমার মনে হয় সে আপনার বন্ধুই হবে, সে ফিরে গেছে ইয়ুথ হোস্টেলে, সেখানে গিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে হবে, যদি আপনি তার দেখা পেতে চান।

আপনি তাহলে এজন্যই এখানে এসেছেন, পুরস্কার বিতরণের জন্য নয়। অবশ্য আমার সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিলো, বলল আলেক লেগি। ফিরে তাকালো সে পোয়ারোর দিকে। তার মুখটা অপ্রসন্ন এবং শুকনো। বলল সে, ফাঁদ পেতে ইঁদুর ধরবেন ভেবেছেন আপনি, অথচ কিছু করতে পারবেন না আপনি। আপনি কি জানতে চান, সেটা কি জানেন? আপনি আপনার প্রমাণ পেয়ে গেছেন, এটা আমার ধারণা।

তারপর সে ফিরে চলল এলোমেলো পায়ে, পেছন ফিরে তাকাল না একবারের জন্যও। বড় বড় চোখ নিয়ে এরকুল পোয়ারো তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

অস্ফুটস্বরে পেয়ারো উচ্চারণ করলো, সবই যেন কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে, এতে প্রচুর খোরাক আছে, রহস্য ও কৌতূহলের। আমার প্রয়োজনীয় প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। আমি কি পাইনি? কিসের প্রমাণ? খুনের?

চমৎকার চেহারার সুপারিনটেনডেন্ট বল্ডউইন বসেছিলেন হেলমাউথ পুলিস স্টেশনে। ইনসপেক্টর ব্লান্ড বসেছিলেন তার বিপরীত দিকের আসনে।

ব্লান্ড বললো, তার টুপিটা ঠিকই আছে, এই ধরনের টুপিই তিনি পড়তেন, ঈষৎ লাল রঙের, তার পরিচারিকা জানিয়েছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, গতকাল তো তিনি পরেছিলেন কালো রঙ-এর টুপি। নদী থেকে আপনি উদ্ধার করেছেন। ঠিক এ ধরনের চিন্তা আমরাও করেছিলাম।

বল্ডউইন বললো, তবু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ নদীতে টুপিটা যে কেউ ফেলে দিতে পারে।

অবশ্যই, ইয়ট থেকে বা বোট-হাউস থেকে যে কেউ ফেলে দিতে পারে। বলল ব্লান্ড। বল্ডউইন অবাক স্বরে প্রশ্ন করলো, ইয়ট? তিনি এখনো সেখানেই আছেন, জীবিত অথবা মৃত।

আর তার মৃতদেহটা কি সেখানেই পড়ে আছে, আপনার মতামত কি? এটা বলার কারণ হলো যে নদীতে জোয়ারভাটা খেলে গিয়ে থাকতে পারে ইতিমধ্যেই, সেরকম যদি হয়, ব্লান্ড জানতে চাইলো।

বল্ডউইন বলল, হ্যাঁ, আমি ওয়াটার ওয়েটের সঙ্গে আজ সকালে কথা বলেছি। আমি জোয়ারভাটার ব্যাপারে সব সময়ই তার সঙ্গে আলোচনা করে থাকি; সে জানিয়েছে যদি এই সময় সেই হেলেমে গিয়ে থাকে নদীতে পুরো জোয়ার ছিল তখন, পূর্ণিমার সময়। অতএব একথা বোঝা অসম্ভব নয় যে, তার মৃতদেহ নিশ্চয়ই কোরনিশ উপকূলে ভেসে গেছে হয়তো, নদীর জোয়ারের টানে। তবে এটা বলা সম্ভব নয় যে ঠিক মৃতদেহটা কোথায় গিয়ে পড়েছে। তবে আবার ভাটার টানে যে কোনো দিন মৃতদেহটা ফিরে আসতে পারে।

ব্লান্ড বলল, আর সেটা যদি না হয়, তবে খুবই মুশকিল হবে তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়াটা।

বল্ডউইন জিজ্ঞেস করলো ব্লান্ডকে, আপনি নিশ্চিত যে তিনি নদীর দিকেই গিয়েছিলেন?

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বললো, আমি তো আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, এ ছাড়া। সর্বত্র খুঁজে দেখেছি আমরা, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এটা এখন বলা মুশকিল যে, সমুদ্রে তার মৃতদেহ সত্যি সত্যি ভেসে গিয়েছে নাকি তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোথাও এই এস্টেটে।

বল্ডউইন জানতে চাইলো, আর কিছু জানা গেছে কি অপর মেয়েটি সম্পর্কে? ব্লান্ড বললো, একেবারে শেষে, সেটা জানা। বল্ডউইন বলল, দুজন পুলিশ ইনসপেক্টর এসপারেন্সে গিয়েছিল সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে। ডি সৌউসা সার্চ ওয়ারেন্টের কথা শুনে রুক্ষ স্বরে প্রথমে বলেছিলো– আপনারা বোধহয় ভেবেছেন, যে আমার জ্যাঠতুতো বোন লেডির

স্টাবসকে আমি বোধহয় এখানে লুকিয়ে রেখেছি। তাহলেই নিজের চোখে দেখে যান আপনারা লেডি স্টাকসকে পাওয়া যায় কিনা। পুলিশ অফিসার যখন ইয়ট থেকে লঞ্চে করে ফিরে আসছিল, তখন দেখেছিল সৌউসা তাদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে।

তদন্তের কাজে যখন ব্যস্ত ইনসপেক্টর ব্লান্ড তখন ন্যাসে হাউসে পোয়ারো তার নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ সেরে নিচ্ছিল। সে গিয়ে ঢুকলো ম্যাডাম জ্বলেকার ফরচুন টেন্টে।মিসেস শেলি লেগি গতকাল বিকেলে এখানেই জ্যোতিষী জ্বলেকার ভূমিকায় ঘোষণা করেছিলেন পোয়ারোর ভবিষ্যত কি হতে পারে।

গুটি গুটি পায়ে ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে টেন্টের পেছনের দিকের পর্দা তুলে অবশেষে মানার হাউসে গিয়ে ঢুকলো পোয়ারো। আলোর প্রাচুর্য সেই ঘরে ছিল না, ঘরটা বেশ অন্ধকার। কয়েকটা সরঞ্জাম এবং দুটো ভাঙা হকি স্টিক পড়ে থাকতে দেখা গেল। একটা পুরু ধুলোর আস্তরণ ছিল মেঝেতে। আর তার চোখে পড়ল সেই ধূলিমলিন মেঝের উপর কয়েকটা অনিয়মিত চিহ্ন। সে তার পকেট থেকে একটা টেপ বের করে হাঁটু মুড়ে বসে মাপ নিলো। সাবধানে সেই অনিয়মিত দাগগুলির।

সে মাথা নাড়তে লাগলো তারপর আপন মনেই। একটা আত্মতুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। এরপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে এগিয়ে চলল বোট-হাউসের দিকে। চাবি ছিলো তার কাছে। ঘরে ঢুকলো সে দরজা খুলে। বাকি সমস্ত কিছুই তখন বোট-হাউসে আগের মতোই পড়েছিল, শুধুমাত্র সরানো হয়েছিল মারলিন-এর মৃতদেহ, চায়ের কাপ ডিস, ট্রে ইত্যাদি অপসারণ করা হয়েছিলো। পোয়ালরা দেখতে পেল টেবিলের ওপর গাদা করা কমিকস-এর বই পড়ে আছে। সে কমিকস বইগুলোর পাতা

একটার পর একটা ওল্টাতে থাকলো। সে লক্ষ্য করল একটা পাতায় মেয়েটি মারা যাবার আগে লিখে গেছে এইরকম সুসান ব্রাউস-এর সঙ্গে গেছে জ্যাকি ব্লেক। পিটার মেয়েদের চিমটি কাটে সিনেমা হলে। জর্জি পেগ অরণ্যে ভ্রমণার্থী মেয়েদের চুমু খায়। ছেলেদের পছন্দ করে বিডিং ফক্স। আলবার্ট সময় কাটায় জোরিনের সঙ্গে।

পোয়ারো লেখাগুলির মধ্যে মারলিনের কিশোরী মনের বেদনাদায়ক মন্তব্য লক্ষ্য করল। তার মনে পড়ল মারলিনের সরল মুখের ছবিটা। হয়তো সিনেমা হলের ছেলেরা তাকে চিমটি কাটতো না। তার সেই গোয়েন্দাগিরির মধ্যেই হতাশ মারলিন একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করতো। সম্ভবত ব্যাপারটা মারলিন-এর কাছে জরুরী ছিল, কারণ এটা তার লক্ষ্য করার কথা নয় এইসব ছোটোখাটো ঘটনা এবং যা অতি সাধারণ। আর মারলিনের ধারণা ছিল না, এটা কারো কাছে একান্ত জরুরী বিষয়।

পোয়ারো সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ল, এ সমস্ত অনুমাননির্ভর বিষয়। যখন সে কমিকসগুলো ঠিকভাবে সাজিয়ে রাখছিলো তখন যেন তার মনে হল, এর মধ্যে থেকে কিছু একটা সরানো হয়েছে।

কিন্তু কি? কি সরানো হয়েছে? যেটা থাকা উচিত ছিলো এখানে...তার অস্পষ্ট অনুভূতিটা ফিকে হয়ে আসছিলো, সে আপন মনে মাথা নাড়লো।

পোয়ারো ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো বিষাদগ্রস্ত মনে বোট-হাউস থেকে। নিজের মনে ভাবতে থাকে অপ্রসন্ন পোয়ারো। খুন প্রতিরোধ করার জন্য এরকুল পোয়ারোকে ডেকে

আনা হয়েছিলো এখানে, কিন্তু সে রোধ করতে পারলো না, এটাই সব থেকে তার কাছে বেদনাদায়ক ব্যাপার।

এটা একটা কলঙ্কময় ব্যাপার। আগামীকাল সে লন্ডনে ফিরে যাবে পরাজয় বরণ করে। ভীষণভাবে কমে গেছে তার অহংকারী ভাবটা।–এর ওপর উল্লেখ্য হলো যে তার একান্ত প্রিয় গোঁফটাও নত হয়ে গেছে।

ন্যাসে হাউসের খুনের কেসের ব্যাপার ভাবছিলো এরকুল পোয়ারো, তার লন্ডনের ঘরে একটা চারচৌকো প্লেসের সামনে বসে। তার কাছে এসেছিলো কিছুক্ষণ পূর্বে ইনসপেক্টর ব্লান্ড, সে লন্ডনে এসেছিলো পুলিশের কাজে। সে জানতে এসেছিলো মঁসিয়ে পোয়ারোর কাছে। পোয়ারো কোনোরকম সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে কিনা, ন্যাসে হাউস-এর দুর্ঘটনার ব্যাপারে।

তার নিজের ধারণার কথাও জানাল পোয়ারোকে। পার হয়ে গেলো প্রায় একমাস কি পাঁচ সপ্তাহ, তা সত্ত্বেও জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়নি লেডি স্টাবসকে এখনো পর্যন্ত। অতএব একথা একমাত্র বাতুলরাই চিন্তা করতে পারে যে, সে জীবিত আছে। পোয়ারো ব্লান্ড-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হল এ ব্যাপারে।

ব্লান্ড বললো, তবে একথা ঠিক যে নদীর স্রোতে কখনই কোথাও ভেসে যায়নি মৃতদেহ।

জীবিতই হোক আর মৃতদেহই হোক, জলে ডুবলে বেশিক্ষণ সেটা ডুবে থাকতে পারে না। একসময় ভেসে উঠবেই।

পোয়ারো তার মন্তব্য জানালো, তবে তৃতীয় একটা সম্ভাবনা আছে।

ব্লান্ড জানালো, অবশ্যই। সে কথা আমিও চিন্তা করে দেখেছি, যেটা আর কি আপনি বলতে চাইছেন যে, তার মৃতদেহ ন্যাসেতেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে, অথচ আমরা ভেবে দেখিনি সেখানে খুঁজে দেখার কথা, তাই না?

সেটা আপনি শত চেষ্টা করলেও খুঁজে বার করতে পারবেন না, সেখানে এমন কতকগুলি জায়গা আছে।

ব্লান্ড আবার বলতে থাকে একটু থামার পর, ন্যাসে-হাউস সংলগ্ন একটা বাগানের পাশে, আর একটা বাড়ি আছে। আমি সেটা খুঁজে বার করেছি মাত্র কয়েকদিন আগে। সেটা ঠিক বাড়ি বলা চলে না, যুদ্ধ সমাপ্ত হবার সময়, তারা সেটা তৈরি করেছিল এয়ার শেল্টার হিসাবে। যুদ্ধের সময় দূর অস্ত, এবং সেই শেলটারও এখন পরিত্যক্ত, এখন শান্তির সময় আসলে সেটাকে আমার প্রিস্ট হোল মনে হয়েছিল প্রথমে। ১৭৯০ সালে বাড়িটা তৈরি হয়। এটা মিঃ ওয়েম্যান বলে, অবশ্য তখন কোনো প্রয়োজন ছিল না ধর্মযাজকদের আত্মগোপন করে থাকার। তবে সেখানে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তবে কে সেই বিবরণ জানাতে পারবে? মঁসিয়ে পোয়ারো আপনার তাহলে কি মনে হয় এই ব্যাপারে?

পোয়ারো উত্তর দিল, এটা সম্ভব হতে পারে, লেডি স্টাবস-এর মৃতদেহ এখানে লুকিয়ে রাখা যায়, আর যারা ন্যাসে হাউসে থাকে তারা যে কেউ এই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকবে।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বলল, আমি এখনো ডি সৌউসকে সন্দেহ করি। বাড়ির যে কোনো ব্যক্তিকেই সন্দেহ করা যেতে পারে, আপনি যেমন বললেন চাকর-বাকর অথবা তাদের পরিবারের যে কোনো একজন জানতে পারে।

লেগি দম্পতিরা বহিরাগত, আমার তো মনে হয় না বাইরে থেকে কোনো লোক এসে, এমন কিছু খারাপ করবে?

ঐ বাড়িতে যার খুব বেশি যাতায়াত আছে সেও জানতে পারে, অথবা সবাই জানতে পারে, তবে মিসেস ফোলিয়াটের সেখানে বেশি যাওয়া-আসা আছে। পোয়ারো বলল এবং আরও বলল, মিসেস ফোলিয়াট এক ডাকে সাড়া দেবেন আপনি প্রশ্ন করলে।

আমি নিজে তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। সে অত্যন্ত ভদ্র এবং চমৎকার মহিলা, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তিনি বদলে গেছেন সেই দুর্ঘটনার পর থেকে।

আমার কেন জানি না মনে হয়েছিল তার মুখ চোখ দেখে যে, তিনি আমাদের কোনোরকম উপকারে আসতে পারেন না।

পোয়ারো এবং ব্লান্ড যুগপৎ ভাবছিলো, মিসেস ফোলিয়াট কোনো উপকারে আসতে পারবেন?

আপনি তাদের জোর করতে পারেন না, ভয় দেখাতে পারেন না এমনকি অনুরোধও করতে পারেন না এক ধরনের মহিলা আছেন তাদেরকে, বললো ব্লান্ড।

ঠিক বলেছেন, বলল পোয়ারো, আপনি মিসেস ফোলিয়াটকে জোর করতে বা হুমকি দিতে পারেন না।

এরকুল পোয়ারোকে ডেকে পাঠিয়েছিল মিসেস অলিভার, গোড়ার দিকে পোয়ারোকে সে খুন প্রতিরোধ করতে বলেছিল, কিন্তু সে পারেনি। খুনীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পোয়ারোকে সে অনুরোধ করেছিল খুন হয়ে যাওয়ার পর। সেক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছে পোয়ারো। পোয়ারো এইসব ভাবছিলো তার পর সে উঠে দাঁড়ালো। একটা নোট বুক বার করলো সে পকেট থেকে। কয়েকটা ছোট চরিত্র লিখল তাতে। আলেক লেগি, ইটিয়েন ডি সৌউসা, আমাদ্দা ব্রেইউস, মাইকেল ওয়েম্যান, শেলি লেগি। অন্য সদস্য অর্থাৎ ন্যাসে হাউসে থাকে তাদের নাম এই কারণে লিখল না যে, কারণ দৈহিক দিক থেকে তার খুনী হিসাবে সক্ষম নয়। তবে ইয়ুথ হোস্টেলের সেই ছেলেটিকে তার সম্ভাব্য তালিকায় রাখলো সে।

তারপর সে নোটবুকের পাতা উল্টে লিখল, মিস ব্রেউইসকে কি লেডি স্টাবস বলেছিল মারলন টাকার-এর চা নিয়ে যাওয়ার জন্য? কেনই বা তাহলে মিস ব্রেউইস সেই কথার উল্লেখ করলো? যদি স্টারস না বলে থাকে? মিস ব্রেউইস যদি ইচ্ছা করতো তাহলে সে নিজের খুশীতেই মারলিনের জন্য কেক, ফুট ড্রিঙ্কস এবং চা নিয়ে যেতে পারতো। পোয়ারো এই বিশেষ পয়েন্টটার উপর খুব জোর দিল। কেনই বা সে তাহলে ওরকম একটা মিথ্যা কথা বললো। বোট-হাউসে গিয়ে তাহলে কি মিস ব্রেউইস মারলিনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল? কেন সে মারলিন-এর মৃত্যুর খবরটা চেপে গেল, যদি সে অপরাধী না হয়? সে স্থির দৃষ্টিতে এই দুটি প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে রইল। সে তার নোট বুকে আরও কিছু লিখলো মিনিট পাঁচ পরে–সে তার চিঠিতে লিখেছিল, ইটিয়েন ডি

সৌউসা–সে তিন সপ্তাহ আগে ন্যাসে হাউসে আসছে। সত্য না মিথ্য তার এই চিঠির তথ্য?

পোয়ারো সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এটা একেবারে মিথ্যা। তাহলে পরবর্তী চিঠিটা পেয়েছিল উৎসবের দিন স্যার জর্জ এবং লেডি স্টাবস, আর কেনই বা তারা অযথা বিস্মিত হওয়ার ভান করতে যাবে? তাহলে ইটিয়েন যে মিথ্যা কথা বলছে এর থেকে বোঝা গেল, এবং সেই বা কেন মিথ্যা কথা বললো? অর্থাৎ সে কি এই কথা বোঝাতে চেয়েছিল, মিথ্যা কথা বলে সে আহূত এবং সে কথাটা পূর্বেই সে জানিয়েছে। যদিও এটা হয়, তা সত্ত্বেও সন্দেহের কারণ থেকে যায়। অর্থাৎ কোনো প্রমাণ নেই তার বর্ণিত সেই প্রথম চিঠির।

পোয়ারো এবার থামলো। স্যার জর্জ ডি সৌউসাকে চেনে না। তাকে লেডি স্টাবস জানত না, এছাড়া তাকে দেখেওনি কখনো, তাহলে কি আলাদা কোনো তথ্য এর মধ্য লুকিয়ে আছে? সেই লোকটি কি আসল ইটিয়ন ডি সৌউসা নয়?

সেদিন উৎসবে যে লোকটা এসেছিল? তখনই এই প্রশ্নটা পোয়ারোর মনে উদর হলো। তখন সে ভাবল যদি লোকটি আসল ডি সৌউসা না হয়। তবে তার কি উদ্দেশ্য ছিল উৎসবে এসে নিজেকে ডি সৌউসা হিসাবে পরিচয় দেওয়ার, এবং তার এতে লাভ কি ছিলো? আচ্ছা সেটা পরের কথা, অন্তত কখনই সৌউসা লাভবান হয়নি হ্যাটির মৃত্যুতে। হ্যাটির নিজস্ব অর্থ বলতে কিছুই ছিল না, এটা পুলিশ-এর খবর। হ্যাটি কি বলেছিল উৎসবের দিন সকালে? পোয়ারো মনে করার চেষ্টা করলো সে কথা।

হ্যাটি বলেছিল লোকটা বদ প্রকৃতির এবং অনেক কুকাজ সে করেছিল। ব্লান্ড-এর কথা অনুযায়ী তার স্বামী জর্জকে লেডি স্টাবস নকি সৌউসা সম্বন্ধে বলেছিল, সে অনেক লোককে খুন করেছিল।

এই ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য বলে ধরা যায়। নতুন করে আবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় এইসব তথ্যগুলো।

আবার ভাবলো পোয়ারো–অনেক লোককে খুন করেছিল ইটিয়েন ডি সৌউসা।

ইটিয়েন যেদিন ন্যাসে হাউসে এসেছিল–সেদিন সম্ভবত দুইজনকে খুন করেছিল একজন লোক। এমন জোর দিয়ে এই কথাটা মিসেস ফোলিয়াট বলেছিলেন যে-কারোর কর্ণপাত করা উচিত নয় হ্যাটির এরকম নাটকীয় মন্তব্যে। কথাটা পোয়ারোর বেশ কানে বেজেছিলো।

তাহলে কি মিসেস ফোলিয়াট...। ভাবলো এরকুল পোয়ারো ভ্রূ কুঞ্চিত করে। আমি কেন ফিরে আসছি সর্বদাই মিসেস ফোলিয়াট-এর প্রসঙ্গে..আমার এখন আর এই চেয়ারে বসে থাকা উচিত নয়। ডেভনে ফিরে যেতে হবে এখনি ট্রেনে করে এবং দেখা করতে হবে মিসেস ফোলিয়াট-এর সঙ্গে।

এরকুল পোয়ারো ন্যাসে হাউসের বিরাট দরজার সামনে অল্পক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে রইল। এখন মিসেস ফোলিয়াট বাড়িতে নেই, বেরিয়েছে হয়তো পরিচর্যা করতে অথবা তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। অনেক প্রতিবেশী বন্ধু আছে তার। অনেক বছর ধরে সে এখানে আছে তার এই বাড়িতে।

ফেরিঘাটের সেই বৃদ্ধ লোকটি পোয়ারোকে বলেছিল, ফোলিয়াটারই সর্বেসর্বা ন্যাসে হাউসে, একথা তার এখন মনে পড়ল।

ফোলিয়াট পোয়ারোকে দেখে প্রশ্ন করলো। আপনি মঁসিয়ে পোয়ারো? পোয়ারো ভাবলো এক মুহূর্তের জন্য যেন সে মিসেস ফোলিয়াটের চোখে এক অজানা ভয়ের ছায়া দেখতে পেল। হয়তো এটা তার কল্পনাও হতে পারে। ম্যাডাম ভেতরে আসতে পারি? বিনীতভাবে পোয়ারো জিজ্ঞাসা করল।

মিসেস ফোলিয়াট নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলো ততক্ষণে–বলল, অবশ্যই আসতে পারেন। আপনার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি কেমন? এই বলে সে ড্রইংরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল ততক্ষণে পোয়ারো সময় কাটানোর জন্য। এই সময় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটোগ্রাফ। চায়ের ট্রে নিয়ে যখন মিসেস ফোলিয়াট ঘরে এসে প্রবেশ করলো, সেই ফটোটার দিকে নির্দেশ করে পোয়ারো জানতে চাইল, ম্যাডাম, ওই ফটোটা কি আপনার স্বামীর?

সংক্ষিপ্ত উত্তরে সম্মতি জানালো মিসেস ফোলিয়াট এবং বলল, দেখুন মিঃ পোয়ারো, আমার কোনো আকর্ষণ নেই ফটোর প্রতি। জীবন্ত ছিল যেটা অতীতে, আজ তা মৃত। সকলেরই শিক্ষা নেওয়া উচিত, অতীত ভুলে যাওয়ার জন্য। কেটে ফেলা উচিত মরা গাছের মতোই।

পোয়ারো আশ্চর্যবোধ করল, ভাবল, কত নম্র; ভদ্র ও সৌজন্যময় ভদ্রমহিলার বাইরের রূপটা অথচ অন্তরটা কত কঠিন; কি নিষ্ঠুর। এখন পোয়ারোর মনে পড়ল, প্রথম যেদিন তাকে বাগান পরিচর্যা করার সময় মৃত গাছগুলিকে যেভাবে নির্দয়-এর মতো কেটে দিতে দেখেছিল, অতএব মনে হয় শুধু সে মরা গাছই কেটে বাদ দেয় না, মৃত মানুষ তার আপনজন হলেও সে তাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেয়।..

মিসেস ফোলিয়াট পোয়ারোর হাতে চায়ের কাপ দেবার সময় বলল, আমি ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনাকে দেখে। ভাবতেই পারিনি যে, আপনি আবার এখানে ফিরে আসবেন।

এখান দিয়ে কি আপনি অন্য কোথাও যাচ্ছিলেন?

না, মহাশয়া আমি আংশিকভাবে আপনার কাছেই এসেছি। পোয়ারো জানাল। যেহেতু কোনো খবর নেই মিসেস লেডি স্টাবস-এর এটা প্রথম কথা।

সত্যিই, খুব দুঃখের ব্যাপার, খুব মর্মাহত হয়েছে মিঃ জর্জ, জানাল মিসেস ফোলিয়েট।

পোয়ারো জানতে চাইল, আচ্ছা জর্জ কি এখনো বিশ্বাস করেন যে, তার স্ত্রী জীবিত আছেন?

মিসেস ফোলিয়াট খুব শান্তভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, বলল সে, তিনি বোধহয় সে আশা ত্যাগ করেছেন, এটা আমার মনে হয়।

পুলিশ কি এখনো খোঁজ করছে তার স্ত্রীকে? পোয়ারো জিজ্ঞাসা করল।

আমি ঠিক বলতে পারব না, জানাল ফোলিয়াট, তবে মনে হচ্ছে পুলিশ খোঁজ করছে। আর দেখা হয় না জর্জের সঙ্গে। তিনি এখন লন্ডলে কাটাচ্ছেন বেশিরভাগ সময়।

আর যে মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে? ধরা পড়েছে কি খুনী? জানতে চাইলো পোয়ারো।

না, আমি কিছু বলতে পারব না পুলিশের ব্যাপারে, বলল মিসেস ফোলিয়াট। আবার বললো সে, একেবারেই নিরর্থক।

এ যেন এক উদ্দেশ্যহীন অপরাধ, একথা বলা যায়, মেয়েটি হতভাগিনী কিশোরী-ম্যাডাম, আপনি কিন্তু এখনো বিমর্ষ হয়ে পড়েন মেয়েটির কথা মনে পড়লে। বলল পোয়ারো।

মিসেস ফোলিয়াট বলল, নিশ্চয়ই, এমন কি মরার বয়স ছিল ঐ বাচ্চা মেয়েটির? অন্তত তার থেকে আগে আমাদেরই মরা উচিত ছিল কারণ, আমাদের বয়স হয়েছে। আবার ফোলিয়াট বলল, আমার আর বেশিদিন বাঁচতে ইচ্ছা হয় না জানেন মিঃ পোয়ারো? আমার পরিবার নেই, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। অবশ্য অনেক বন্ধুবান্ধব আছে আক্ষেপের সুরে সে বলল।

বাড়ি আছে তো আপনার, অর্থাৎ এই ন্যাসে হাউস? বলল পোয়ারো। অবশ্য সেটা স্যার জর্জ-এর সম্পত্তি কিন্তু প্রায় বেশি সময়েই তো তিনি লন্ডনে থাকেন। আর আপনার হাতেই তো এখানকার সাম্রাজ্য শাসনের ভার, তা নয় কি?

ক্ষুণ্ণ মনে মিসেস ফোলিয়াট বলল, আমি জানি না, আপনি কি বলতে চাইছেন। আমাকে দয়া করে স্যার জর্জ এখানে একটা লজ ভাড়া দিয়েছেন। আমার আর এর বেশি কিছু পাওনা নেই। তবুও সুখে, স্বস্তিতে থাকতে পারতাম যদি এরকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা না ঘটত। অতএব এই পরিস্থিতিতে আগের শান্তি কি এখানে আর আছে বলুন?

ঝুঁকে পড়লো পোয়ারো মিসেস ফোলিয়াট-এর দিকে। বলল, এখানে কেন আজ শান্তি বিঘ্নিত আপনি তো বেশ ভালোভাবেই জানেন সেটা। খুনের ব্যাপারে সম্ভবত সমস্ত কিছুই আপনি জানেন। কে সেই কিশোরীকে হত্যা করেছিল, হ্যাঁ সেটাও আপনি জানেন। আর হ্যাটি স্টাবসকেই বা কে খুন করেছিল তাও আপনার অজানা নয়। আর স্টাবস-এর মৃতদেহ এখন কোথায় সম্ভবত আপনি সেটাও জানেন।

প্রচণ্ড চিৎকার করে মিসেস ফোলিয়াট বলে উঠল, না, আমি জানি না, কোনো কিছুই জানি না।

আপনি হয়তো জানেন না, তবে অনুমান করতে পারেন। আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। পোয়ারো বলল।

আপনি অসম্ভব কথা বলছেন, আমায় মাপ করুন, বলল ফোলিয়াট।

কখনোই অবাস্তব কথা নয়–এ সম্পূর্ণ অন্যরকম–এক বিভীষিকাময় বিপজ্জনক খেলা, বলল পোয়ারো।

ফোলিয়াট প্রশ্ন করলো, কি বললেন, বিপজ্জনক? কার ক্ষেত্রে?

ম্যাডাম আপনার ক্ষেত্রে। কারণ কে খুনী আপনি বেশ ভালোমতোই জানেন, আর এইজন্যই আপনার বিপদ, সেই জানাটা আপনি যদি নিজের মনের মধ্যেই গোপন রাখেন। পোয়ারো এই সকল কথা বলছিলো। আবার সে বলল, খুনীদের আমি বেশি ভালো করেই জানি ম্যাডাম, আপনার থেকেও।

মিসেস ফোলিয়াট বলল, আমাকে আর এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না, এখানেই ইতি টানুন, কিছুই আর করার নেই।

ম্যাডাম,এটা আপনি কি করে বলতে পারেন? কোনো তদন্তই কখনো শেষ হয়ে যেতে পারে না খুনীর প্রসঙ্গে, তা আমি নিজের জ্ঞান থেকে বলতে পারি, বললো পোয়ারো।

প্রায় কঠিন স্বরে বলল ফোলিয়াট, না, আমি বলছি সব শেষ। কারণ পুলিশও হাল ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণরূপে এই ব্যাপারে।

পোয়ারো বেশ জোড়ে মাথা নাড়লো। ম্যাডাম, না না, তা নয়। আপনার এখানেই ভুল হচ্ছে। পুলিশ হতোদ্যম হয়নি, আর আমিও আশা ছেড়ে দিইনি, বললো পোয়ারো। ম্যাডাম, খেয়াল রাখবেন, আমি এরকুল পোয়ারো সম্পূর্ণ আশা ছেড়ে দিইনি।

এরকুল পোয়ারো গ্রামের রাস্তা ধরল, ন্যাসে ছেড়ে এসে। নিহত মারলিন টাকারের বাড়িতে গিয়ে তার অভিবাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা, এটাই হল তার বর্তমান গন্তব্যস্থল।

মিসেস টাকার, মারলিন-এর মা তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো, স্যার ভেতরে আসবেন না?

মিসেস টাকার তাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, আপনার নাম? বলল পোয়ারোকে।

আমি এরকুল পোয়ারো, এখন চিনতে পারছেন তো? পোয়ারো বলল, আপনার মেয়েকে যে হত্যা করেছে তার খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে, আমার বিশ্বাস।

তিক্তস্বরে মিসেস টাকার বলল, না, এখনো তার নামও শোনা যায়নি, ধরাও পড়েনি। পুলিশ হয়তো নিজেদেরকে ব্যস্ত করতে চাইছে না আমরা গরীব বলে, এটাই আমার ধারণা।

পুলিশ তাদের কাজ নিয়মমাফিক করে যাচ্ছে। এটা বলা যায়, বললো পোয়ারো, তবে দেরি হওয়ার কারণ হল, কেসটা খুবই জটিল। এইমাত্র কথা বলে এলাম মিসেস ফোলিয়াট-এর কাছ থেকে। খুব গভীরভাবে তিনিও এটা নিয়ে চিন্তা করছেন। মিসেস টাকার বলল, হ্যাঁ, তিনিও বেশ ভেঙ্গে পড়েছেন, তিনি নিজের বাড়ির দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন অর্থাৎ আমার মেয়ের খুনের ব্যাপারটা নিয়ে।

পোয়ারার আর একবার মনে হল, ন্যাসে হাউস এখনো যেন মিসেস ফোলিয়াটেরই, এখানকার প্রত্যেক লোকেরই অবচেতন মনে এরকম ধারণা।

পোয়ারো প্রশ্ন করলো, আচ্ছা মিসেস টাকার, কে প্রস্তাব দিয়েছিলো, মারলিনকে মার্ডার হাটে অভিনয় করার?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো মিসেস টাকার, লন্ডনের লেখিকা।

এখানে তো তিনি একজন আগন্তুক মহিলা, তার ওপর তিনি মারলিনকে চিনতেনও না, অতএব...বললো পোয়ারো।

বোধহয় আমার মেয়েকে অভিনয়ের প্রস্তাব দেয় মিসেস মাস্টারটনই, বললো মিসেস টাকার। আর খুশী হয়েছিল মারলিনও, অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে। পোয়ারোর মনে হল আর একবার বোধহয় কেউ আড়াল থেকে স্বনামধন্যা মিসেস অলিভার-এর মাধ্যমে তাদের ইচ্ছেটা পূরণ করবে। এরা ক্ষমতাহীন অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব-মিসেস অলিভার এবং মিসেস মাস্টারটন। কিন্তু মারলিন অত খুশী হলো কেন অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে? সে গরীব ঘরের মেয়ে। তবে কি সে অর্থ বা কোনো দামী জিনিসের প্রলোভনে পড়েছিলো?

পোয়ারো প্রশ্ন করল, আমার এই রকম আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার কি জানা আছে মারলিনকে কেউ কিছু উপহার দিয়েছিল? এই ধরুন কোনো চমৎকার মহিলা।

ও হ্যাঁ, আপনি কি মিল কটেজের মিসেস লেগির কথা বলছেন? মারলিনকে সে একবার একটা লিপস্টিক উপহার দিয়েছিলো। জানালো মিসেস টাকার। আমি তখন প্রায় পাগলের মতো রেগে গিয়ে বলেছিলাম, তুমি তোমার মুখে ঐ সব নোংরা জিনিস লাগাতে

পারবে না। মারলিন উত্তরে বলেছিল, তাকে লিপস্টিক দিয়েছিল লওডরস কটেজের লেডি।

পোয়ারো আরও জানতে পারে মারলিনের ছোট বোন-এর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে যে, তার দিদিকে মিসেস লেগি একটা স্কার্ফ উপহার দেয়। অতএব এইবার বোঝা যাচ্ছে যে, মার্ডার হান্টে নিহত মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হয়েছিল মারলিন তার শখের জিনিসের লোভে।

আপনি কি আর কিছু হারিয়েছেন ম্যাডাম।

পরবর্তী প্রশ্ন করল পোয়ারো।

স্ত্রীর হয়ে উত্তর দিল মিঃ টাকার, হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর বাবা, মনে হয় পা পিছলে নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি, ফেরি পেরিয়ে জেটিতে নামার সময়, ফলে তিনি জলে ডুবে মারা যান।

মিসেস টাকার এবার বলল, অতীতে বহু বছর ধরে মিঃ ফোলিয়াটের পরিবারের সমস্ত কিছু দেখাশুনা করত আমার বাবা, তাদের সমস্ত কিছু আমার বাবার জানা ছিল। আর তারাও খুব পছন্দ করতেন তাকে। মিসেস ফোলিয়াট এই তো সেদিন বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ করলেন।

ব্যাপারটা পোয়ারোর মনে দাগ কেটে গেল। মিসেস ফোলিয়াট-এর যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন এই আর্থিক সাহায্যের পেছনে। আচ্ছা আপনার বাবা কি সেই জেটির বৃদ্ধ

লোকটি? আমার যেন মনে পড়ছে আমি কথা বলেছি তার সঙ্গে। আচ্ছা তার নাম যেন কি?

মারডেল স্যার। বিয়ের আগে ঐ পদবী ছিল, বলল মিসেস টাকার।

আমার যদি ঠিক মনে থাকে, আপনার বাবা ছিলেন ন্যাসে হাউস-এর প্রধান মালি। বলল পোয়ারো।

না, সেটা হল আমার সব থেকে বড় ভাই। আমরা মোট এগারজন ভাই-বোন, সব থেকে ছোট আমি। বহুবছর ধরে আমি ন্যাসেতে কাজ করে আসছি, অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলল সে।

পোয়ারো মৃদু গলায় বলল, ফোলিয়াটদের নাম সব সময়ই শোনা যায় ন্যাসে হাউসে।

তাকে কথাটা বলেছিল বৃদ্ধ মারডেল। অতএব মারলিন মারডেলের নাতনি। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি–পোয়ারো ভাবলো এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর। কিন্তু ভেতরে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো ভীষণভাবে।

আপনার বাবা নদীতে ডুবে মারা গেছেন, আপনি বলছেন?

এটা একটা দুর্ঘটনা বলতে পারেন স্যার–বলল মিসেস টাকার।

পোয়ারো বিস্মিত হয়ে বলল, দুর্ঘটনা, ঠিক তা নয়, যেটা আপনি ভাবছেন, এটা আমি আশঙ্কা করি। পোয়ারো উঠে দাঁড়াল এবং বলল অনেক আগেই আমার ধারণা করা উচিত ছিলো। আসলে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো মারলিনের মৃত্যু।

বাইরে বেরিয়ে এলো পোয়ারো মিসেস টাকারকে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য সমবেদনা জানিয়ে, তারপর ভাবল সে, আমি কি নির্বোধ। এতদিন যে পথে চলেছি তা বেঠিক। মেরিলিন-এর ফিসফিস আওয়াজ শুনে তার ভাবনা থেমে গেল। সে পোয়ারোর কাছে এসে বলল, সমস্ত কিছু মা জানে না। সেই কটেজের লেডির কাছ থেকে মারলিন স্কার্ফটা পায়নি। সে কিনেছিল টরকোয়ে থেকে। শুধু তাই নয়, সেন্ট, লিপস্টিক, সবই সে সেখান থেকে কিনত। সিনেমায় যেত দিদি মাঝে মাঝে। মেরিলিন হাসল দাঁত বার করে, বলল, মা এসবের কিছুই জানে না। তাও তিনি জানতেন না, এসব কেনার জন্য মারলিন যে কোথা থেকে টাকা পেত। আমাকে বারণ করে দিয়েছিল দিদি এসব কথা কাউকে বলতে।

পোয়ারো তার হাতে পাঁচ শিলিং গুঁজে দিল, এবং তাকে বলল, তুমি খুব চালাক মেয়ে। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে দাঁড়াল সে নিকটবর্তী একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ-এ। ইনসপেক্টর ব্লান্ডকে ফোন করতে হবে।

ফোনে প্রশ্ন করল ব্লান্ড, মঁসিয়ে পোয়ারো। কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি? পোয়ারো উত্তর দিল ন্যাসেকম্ব থেকে। জানতে চাইলো পোয়ারো, আচ্ছা কি রকম দেখতে ছিল, টিয়েন ডি সৌউসার ইয়টটা?

উত্তর দিল ব্লান্ড, আপনি যেরকম ভাবছেন সেটা নয়। কোনো খোপটোপ আমরা দেখতে পাইনি সেই ইয়টে লুকিয়ে রাখার মতো চোরাই জিনিসপত্র আর কি?

পোয়ারো বলল, আপনার ভুল হচ্ছে, আমি জানতে চাইছি যে ইয়টটা বড় ছিল না ছোট?

ইনসপেক্টর ব্লান্ড, একগাল হেসে বলল, শুধু বড় নয় স্যার বেশি রকমের সৌখীন এবং বিসালবহুল সেই ইয়ট, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি এর থেকে কি বুঝতে পারলেন?

ডেড ম্যানসন ফলি একজন বিত্তবান লোক ইটিয়েন এবং অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি সে, বলল পোয়ারো।

জানতে চাইলে ব্লান্ড, কেন, কি ব্যাপার স্যার?

পোয়ারো বলল, আমার শেষ উপলব্ধি এটাই। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি অবশেষে, অত্যন্ত বোকা ছিলাম আমি একটু আগে পর্যন্ত। তারপর সে ফোনটা কেটে দিল। এবার মিসেস অলিবারের পোন নম্বরটা ডায়াল করলো পোয়ারো।

মিসেস অলিভার ফোনে উত্তর দিল আমি খুব খুশী হয়েছি যে, আপনি আমাকে ফোন করেছেন। তবে আপনি ফোন করেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো কি মনে করে? অলিভার জানতে চাইল।

পোয়ারো বলল, আপনার মার্ডার হান্টের কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে চাই মিসেস অলিভার। ম্যাডাম, সেই এ্যাটম বৈজ্ঞানিকটি কে?

উত্তর দিল অলিভার, আলেক লেগি।

অর্থাৎ শেলি লেগির স্বামী! আলেগ লেগি! একজন বৈজ্ঞানিক কি সে? জানতে চাইলে পোয়ারো।

বস্তুত, সেই বৈজ্ঞানিক। হারয়েল নয়, তারা ছিল হেসলে হলিডে কটেজে। বলল অলিভার।

আর আপনার মনে মার্ডার হান্টের এই চরিত্রটা উদয় হয়, ন্যাসে হাউসে তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেই–তাই নয় কি? প্রশ্ন করলো পোয়ারো, অথচ তার স্ত্রী যুগোস্লাভিয়ান হয়তো?

মিসেস অলিভার বলল, না না, একজন খাঁটি ইংরেজ শেলি।

পোয়ারো বলল, আচ্ছা তাই নাকি? তাহলে আমি এখন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি।

অলিভার প্রশ্ন করল, এত বিলম্ব হয়ে গেল?

সময় তো একটু লাগবেই, কেউ কখনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না সব সময় হঠাৎ করে, পোয়ারো নিজের সমর্থনে বলল। আবার বললো পোয়ারো, পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

আক্ষেপের সুরে জানালো অলিভার, পুলিশের কথা বলছেন তো, এখন যদি একজন মহিলা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রধান হত।....

বুঝতে পারলো পোয়ারো সেই সুপরিচিত উক্তির কথা, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলছি যদিও কেসটা খুব জটিল তবুও এখন আমি সিদ্ধান্তে এসে গেছি।

কোনো ভাবাবেগ বোঝা গেল না মিসেস অলিভারের মধ্যে। এরই মধ্যে কিন্তু দুদুটো খুন হয়ে গেছে, এটা আমি সাহসের সঙ্গে বলছি, বলল সে।

পোয়ারো সংশোধন করে বললো, তিনটে।

অলিভার প্রশ্ন করলো তিনটে খুন? কে হল, তৃতীয় শিকার?

পোয়ারো বললো, সে একজন বৃদ্ধ তার নাম মারডেল। আর সে মারডেলের মৃত্যুর ঘটনা ব্যাখ্যা করে জানালো।

জানতে চাইলো অলিভার, আপনি বলছেন তাহলে, এটা দুর্ঘটনা নয়? তাহলে বলুন দয়া করে কে খুন করেছে তাকে?

পোয়ারো বলল, এত খবর টেলিফোনে দেওয়া যায় না ম্যাডাম।

মিসেস অলিভার বলল, তাহলে ফোন ছেড়ে দিই?

না, আপনাকে আমি আরও দুটি প্রশ্ন করতে চাই, বলল পোয়ারো।আপনি কি প্রথমে সেই মেয়েটির মৃতদেহের জায়গাটা নির্দিষ্ট করার জন্য বোট-হাউসটাই মনোনীত করেছিলেন, আপনার মার্ডার হান্টের পরিকল্পনার সময়? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন।

অলিভার বলল, না, প্রথমে আমি আমার হাউসটা বেছে নিই। এখন আমার তার নামটা মনে পড়ছে না। কে যেন আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে মৃতদেহটা যেন ফলিতেই অবিষ্কৃত হোক। কি অদ্ভুত পরিকল্পনা। আর লোকেরাও কি বোকা! আমি রাজী হইনি অবশ্য প্রথমে সেই প্রস্তাবে।

অবশ্য আপনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন সেই বোট-হাউসটাকেই, বলল পোয়ারো।

আচ্ছা! এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, চূড়ান্ত কু লেখা আছে কমিকস-এ, আমাকে আপনি বলেছিলেন, একথা কি আপনার মনে আছে, আর সেগুলো মারলিনকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল তার সময় কাটাবার জন্য।

অলিভার বলল, অবশ্যই মনে আছে বইকি!

বলুন এবার তাহলে সেটা ঠিক এইরকম ছিল : ডেরিনের সঙ্গে অ্যালবার্ট বেড়াতে যায়। অরণ্যে জর্জি গোর্জি ভ্রমণার্থীদের চুমু খায়। সিনেমায় মেয়েদের চিমটি কাটে পিটার।

আহত কণ্ঠে বলল মিসেস অলিভার, আশ্চর্য তো, আমি কেন ওসব নোংরা কথা লিখতে যাব বলুন?

না, অতি প্রাঞ্জল ছিল আমার ক্লু। রহস্যময় স্বরে নিচু গলায় বলল অলিভার-ভ্রমণার্থীর ঝোলা ব্যাগ দেখুন।

আশ্চর্য! তাহলে এই ক্লু লেখা কমিকসটা সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, এবং অন্য মতলব ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তার পরিবর্তে, বলল পোয়ারো। তাহলে বোট-হাউসের মেঝের উপর সেই ঝোলা ব্যাগটা নিশ্চয় পাওয়া গিয়েছিলো? অলিভার জানতে চাইলো।

আঃ, অন্য একটা ঝোলা ব্যাগ সেটা, আর সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে, বলল পোয়ারো।

মারলিনের হতে পারে সেটা, তবে সেটা হাওয়া উচিত ছিলো সেই যুগোস্লাভিয়ান স্ত্রীর। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি? বললো অলিভার।

পোয়ারো বলল, অবশ্যই বুঝেছি, সে চেষ্টা করলো আর একবার কুয়াশায় অন্ধকারে ডুব দেওয়ার জন্য।

তবে শুনুন, বিষে ভরা একটা ওষুধের বোতল ছিল সেই ঝোলাব্যাগের মধ্যে, গ্রাম্য লোকেরা তাদের স্ত্রীকে হত্যা করে থাকে যা খাইয়ে। লক্ষ্য করুন, নার্সের ট্রেনিং নিতে সেই যুগোস্লাভিয়ান স্ত্রী এখানে এসেছিল। নার্সটি তখন বাড়িতে ছিল, যখন কর্নেল ব্লান্ড অর্থের জন্য তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। আর বিষের বোতলটা তখন হাতে পেয়ে সরিয়ে ফেলল সেই নার্সটি। পরে সে ব্ল্যাকমেল করতে আসে কর্নেল ব্লান্ডকে। আবার নার্সটিকে হত্যা করল সেই কর্নেল ব্লান্ড। জিজ্ঞাসা করল অলিভার, এটা আপনার উপলব্ধি হলো মঁসিয়ে পোয়ারো?

না, কিছুতেই নয়, বলার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বলল, ম্যাডাম, জানেন কি এটাই আমার আনন্দ যে কেউ পুরস্কৃত হলো না, মার্ডার হান্ট এমনই নির্লিপ্ত সহজ সরল সে।

তবে অনেক দেরিতে, একজন পুরস্কার পেয়েছিল অবশ্য, এক বৃদ্ধা মহিলা সেদিন প্রায় সাতটার সময় উল্লিসিত হয়ে বোট-হাউসে ছুটে আসে তার আবিষ্কৃত কু বলার জন্য, অবশ্য তখন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে মারলিনের মৃতদেহ। অবশ্য পুরস্কৃত করা হয়। বলল মিসেস অলিভার, আরো বলল সে, সে ভয়ঙ্কর যুবকটি বলেছিল, আমি নাকি ড্রিঙ্ক করি মাছ খাওয়ার মতো, কখনো তাকে আর ক্যামেলিয়া গার্ডেনে দেখা যায়নি।

পোয়ারো বলল, ম্যাডাম আপনি আপনার এই কাহিনী হয়তো একদিন আমাকে বলবেন।

মিসেস অলিভার বলল, আমি আমার লেখার মধ্যে এই ঘটনার রূপ দেওয়ার চিন্তা করছি। পোয়ারো অবাক হয়েছিল বছর তিনেক পরে মিসেস অলিভারের লেখা, দ্য ওম্যান ইন দ্য উড, এই বইটা পড়ে। তার বইটা পড়ে কিছু কিছু ঘটনা এবং চরিত্র যেন পরিচিত মনে হচ্ছিল, অস্পষ্টভাবে।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড এবং চীফ কনস্টেবল কৌতূহলী চোখে তাকাল এরকুল পোয়ারের দিকে। চীফ কনস্টেবলের ধারণা, এই ছোটোখাটো চোহারার বেলজিয়ান ভদ্রলোকটি হয়তো একসময় যাদুকর ছিল, এখন তার বয়স হয়েছে অতএব সেই আগের কর্মকুশলতা হয়তো আর নেই। তাকে বোঝালো ইনসপেক্টর ব্লান্ড যে, এরকুল পোয়ারো উপস্থিত ছিল সেই দুর্ঘটনা স্থলে, সেজন্য তার পর্যবেক্ষণ আমাদের কাজে লাগাতে পারে। এছাড়াও তারা এই কেসে এগোতে পারেনি এক পাও, তদন্তের কাজ সেই তিমিরেই পড়ে আছে। পুলিশের আর কোনো উপায় নেই, অন্ধকারে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পোয়ারোর পরামর্শ নেওয়া ছাড়া।

চীফ ইনসপেক্টর বস্তুতপক্ষে আজ তার নৈশভোজের পার্টিতে যাওয়া বাতিল করে দিয়ে অপেক্ষা করছিল এরকুল পোয়ারোর জন্য একমাত্র মিঃ রান্ড-এর জেদ-এর খাতিরেই।

শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনি এখানে এলেন মঁসিয়ে পোয়ারো? করমর্দন করে চীফ ইনসপেক্টর বলল। আপনার অপেক্ষায় আমরা সবাই বসে আছি অসহায় অবস্থায়।

পোয়ারোর কানে তার কথাগুলো বিদ্রুপাত্মক শোনালো, দৈহিক দিক থেকে যদিও সে ক্লান্ত এতটা পথ আসার জন্য, তবে মানসিক দিক থেকে সে কোনোমতেই দুর্বল নয়। সেজন্য পোয়ারো জোরের সঙ্গে বলল, আগে আমি কি করে এই সত্যটা বুঝতে পারিনি, এটা এখন আমি কল্পনাও করতে পারি না।

চীফ ইনসপেক্টর উদাসীন কণ্ঠে বলল, অতএব আমরা কি এখন ধরে নিতে পারি যে, আপনি এখন সেই সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন?

পোয়ারো বলল, অবশ্যই, আমি এখন আপনাদের তারই বিস্তারিত বিবরণ দেবো।

চীফ ইনসপেক্টর বলল, আমরা প্রমাণ চাই।

আপনার কাছে কি কিছু প্রমাণ আছে, মিঃ পোয়ারো?

ভালো কথা তো-বলল, পোয়ারো আমি নির্দেশ দিতে পারি যে কোথায় প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ইনসপেক্টর ব্লান্ড বলল, উদাহরণ দিন।

আচ্ছা ধরুন, এদেশে ছেড়ে কি চলে গেছে ইটিয়েন ডি সৌউসা?

ব্লান্ড বলল তীক্ষ্ণ স্বরে, হা সে চলে গেছে দু-সপ্তাহ আগেই। খুবই মুশকিল তাকে খুঁজে পাওয়া। ওয়ারেন্ট অর্ডার দেওয়া হবে।

তাকে নিয়েই তো সব ঘটনা–এটা সে প্রশ্ন নয়, পোয়ারো বলল।

চীফ ইনসপেক্টর উত্তেজিত ভাবেই বলল, মঁসিয়ে পোয়ারো, সেই ঘটনাটা কি? আপনি এত সহজভাবে সেটা বলছেন?

ঠিক ঘটনাগুলো এইরকম–এখানে যেভাবে এক বিলাসবহুল ইয়টে এসেছিল ইটিয়েন ডি সৌউসা, তাতে মনে হয় বেশ বিত্তবান তার পরিবার। মারলিন টাকারের পিতামহ (আমি এ খবর আজকের আগে জানতাম না) বৃদ্ধ মারডেল; লেডি স্টাবস ভালোবাসতেন কুলি ধরনের পোশাক মাথায় দিতে।

মিসেস অলিভারের বল্গাহীন অবিশ্বাস্য কল্পনা আছে, কিন্তু নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই। তিনি অত্যন্ত রূঢ় চরিত্রের বিচারক।

তার নিজস্ব ড্রয়ারের ভেতর লুকানো ছিল মারলিন টাকারের প্রসাধন জিনিস ও লিপস্টিক। মিথ্যে করে মিস ব্রেউইস বলেছিল লেডি স্টাবস নাকি তাকে বলেছিলেন মারলিনের জন্য বোট-হাউসে চা, কেক, ফ্রুট ড্রিংকস নিয়ে যেতে।

অবাক চোখে তাকিয়ে চীফ ইনসপেক্টর বলল, এইগুলি ঘটনা? আপনি ঘটনা বলছেন এই গুলিকে। তবে কোনো নতুনত্ব নেই এর মধ্যে।

আপনি সত্য প্রমাণ চান? অর্থাৎ ধরুন মৃতদেহ লেডি স্টাবস-এর। বললো পোয়ারো।

অর্থাৎ, আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন লেডি স্টাবস-এর মৃতদেহ? জানতে চাইলো ইনসপেক্টর।

আমি দেখিনি, তবে কোথায় মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা আছে জানি। ঘটনাস্থলে আপনারা যাবেন যদি মৃতদেহ পান সেখানে গিয়ে তাহলেই হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

সব প্রমাণ অর্থাৎ যা যা আপনাদের জানা দরকার, বলল পোয়ারো।

তাহলে কে সেটা লুকিয়ে রেখেছে?

সেই স্বভাবসুলভ বেড়ালের হাসি দেখা গেল পোয়ারের ঠোঁটে। নম্র গলায় সে বলল, সচরাচর যে ব্যক্তি হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে তার স্বামী। হ্যাঁ তার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন স্যার জর্জই, বলল পোয়ারো।

অসম্ভব মঁসিয়ে পোয়ারো। একথা অসম্ভব আমরা জানি, বলল চীফ ইনসপেক্টর।

না, এটা একেবারেই অসম্ভব নয়–বললো পোয়ারো, তা হলে আমি সমস্ত খুলেই বলছি আপনাদের।

.

নিজেই দরজা খুলে দিল মিসেস ফোলিয়াট, তাতে অবাক হলো না পোয়ারো, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে যেন কেমন বুড়ো হয়ে গেছে।

আপনি আবার এলেন মঁসিয়ে পোয়ারো? বলল মিসেস ফোলিয়াট।

আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না? তাহলে ঠিক আছে, আমিই বলছি, সে বলতে লাগল, হ্যাটি স্টাবস, মারলিন আর মারডেল এখানে তিনটে খুন হয়েছে।

প্রায় চিৎকার করে বলল ফোলিয়াট, মারডেল? ওটা তো দুর্ঘটনা একটা। সে পড়ে গিয়েছিল জেটি থেকে। সে প্রচুর মদ খেয়েছিল সেদিন, অনেক বয়সও হয়েছিল তার ওপর প্রায় অন্ধ।

পোয়ারো জানাল দুর্ঘটনা নয় সেটা; অনেক কিছু দেখে ফেলেছিল সে সেজন্য

সে জানাল কি করে?

সে হয়তো চিনে ফেলেছিল কারোর মুখ দেখে অথবা কণ্ঠস্বর শুনে নয়তো চালচালন দেখে।

–হয়তো এরকম কিছু একটা হবে, পোয়ারো বলল। ফোলিয়াট পরিবার সম্বন্ধে সে নাকি অনেক কিছুই জানত–সে আমাকে প্রথম দিনেই বলেছিল। আপনার শ্বশুর, স্বামী এবং ছেলেদের সম্পর্কে। আপনার এক ছেলে জেমস কিন্তু বেঁচে আছে, যদিও যুদ্ধে আপনার

এক ছেলে হেনরি নিহত হয়েছে। প্রথমে জেমস-এর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সে কিন্তু মরেনি, আপনিই রটিয়ে দেন মরে গেছে। কেনই বা লোকে অবিশ্বাস করবে, আপনার কথা কেউই অবিশ্বাস করবে না। তারপর আপনি অভিভাবিকা হন এক অস্বাভাবিক ধরনের যুবতীর। অবশ্য মেয়েটি সম্পদশালী ছিলো। আপনি প্রচার করেন যে, তার সব টাকা তার অভিভাবক নষ্ট করে ফেলে, অতএব মেয়েটি গরীব হয়ে যায়। আপনি মেয়েটিকে উপদেশ দেন তার থেকে বয়সে অনেক বড় এক বিত্তবান পুরুষকে বিয়ে করার জন্য। কেনই বা কেউ অবিশ্বাস করবে আপনার সেই কাহিনী। আপনি ঘোষণা করেন, তার বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজন সব নিহত বলে। ফরাসি আইনজ্ঞদের একটা ফার্মে কাজ করে, সান মিওয়েলের আইনজ্ঞদের নির্দেশে–তারা বলে মেয়েটি যদি বিয়ে করে তাহলেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হবে, না হলে নয়! মেয়েটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলো না, সেকথা পূর্বেই বলেছি। তার স্বামী বিয়ের পর যখন যেমন একটার পর একটা নথিপত্রে সই করতে বলেছে, বিনা দ্বিধায় সে তাই করেছে। তার স্বামী তার আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সব শেষে। প্রচুর সচ্ছলতা হয় তার। আপনার ছেলের অনুমিত নতুন ব্যক্তিতে বিত্তবান হয়ে যায় স্যার জর্জ স্টাবস, আর তার স্ত্রী তখন কপর্দকহীন নিঃস্ব। আপনার ছেলে জেমস ওরফে জর্জ স্টাবস, বয়স বেড়ে যাওয়ার দরুন ও মুখের দাড়ি-গোঁফের জন্য চোহারা বদলে যায়। তাকে কিন্তু একমাত্র বৃদ্ধ মারডেল চিনতে পেরেছিল। সেজন্যই সে প্রথম দিনেই আমাকে বলেছিল, তারা ন্যাসে হাউসে চিরদিনই থাকবে। আপনি স্নেহ করতেন খুবই হ্যাটি স্টাবসকে, সেজন্য ভেবেছিলেন, যেহেতু মেয়েটির অর্থেই বিত্তবান হয়েছে আপনার ছেলে সেজন্য হ্যাটির প্রতি সে প্রসন্ন হবে এবং সুখে রাখবে। আপনার ছেলে যে আগেই বিবাহিত ছিলো তা

কি আপনি কখনো ভেবেছেন? আপনার ছেলে ট্রিয়েস্ট অপরাধ জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তারা তাদের বিবাহ সম্পর্ক অটুট রেখেছে।

অর্থের লোভে আপনার ছেলে হ্যাটিকে বিয়ে করেছিলো কিন্তু তার মনে প্রথম থেকেই অন্য ফন্দি ছিলো।

আমি এটা বিশ্বাস করি না, কখনোই নয়, বলল মিসেস ফোলিয়াট–কেবল সেই শয়তান মেয়েটার জন্যই সে...

একথা সত্য যে, আপনার ছেলে মতলব করেছিল হ্যাটিকে হত্যা করার। কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলো না হ্যাটির, শুধু কজন বন্ধুবান্ধন ছিলো। প্রথম দিন সন্ধ্যায় ন্যাসে হাউসে হ্যাটিকে বাড়ির চাকর-বাকররা খুব সামান্য সময়ের জন্য দেখে থাকবে, আর তারা যে মেয়েটিকে পরদিন সকালে দেখেছিল, সে হ্যাটি নয়, মেয়েটি ছিলো আপনার ছেলের বিবাহিতা স্ত্রী। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সে ব্যবহার করতে থাকে হ্যাটির মতো চালনচলন করে। এখানে বেশ ভালোভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো নকল হ্যাটি, কিন্তু ওদিকে আসল হ্যাটি অভাবনীয়ভাবে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নতুন চিকিৎসার ফলে। লেডি স্টাবস-এর মানসিক অসুস্থতা তখন খুবই কমের দিকে; আগেই বুঝতে পেরেছিল সেক্রেটারি মিস ব্রেউইস। আকস্মিকভাবে তখনই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায়। ন্যাসে হাউসে আসছে সে ইয়ট ট্রিপে, চিঠি লিখে জানায় হ্যাটির এক খুড়তুতো ভাই। তার সেই খুড়তুতো বোনকে দেখে সন্দেহ নাও হতে পারে। কিন্তু আমার তখনই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হয়। হয়তো ডি সৌউসা নকল ডি সৌউসা হতে পারে। অতএব সত্য সব সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে–সেই হ্যাটিও আসল হ্যাটি নয় এটা বলা যেতে পারে। যদি

ইংলন্ডে থাকত ডি সৌউসা তবে, নকল হ্যাটি হয়ত সেই অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু হঠাৎ ডি সৌউসার আবির্ভাব হ্যাটির জীবনে সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল।

আর একটা জটিল সমস্যা দেখা দেয় ওদিকে, তার নাতনির সঙ্গে গল্পগুজব করতে গিয়ে বৃদ্ধ মারডেল হঠাৎ একদিন বলে ফেলে–সে অরণ্যে একটি মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। আর স্যার জর্জ স্টাবস আসলে মিঃ জেমস। এজন্যই মেয়েটির তাদের প্রতি একটা বিরূপ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

এর ফলেই অবশ্য মেয়েটি তার নিজের মৃত্যুর জন্য কবর খোঁড়ে। স্যার জর্জ আর তার স্ত্রী চাননি যে তাদের কাহিনী প্রচার হয়ে যাক। আমার অনুমান মিঃ জেমস মেয়েটির হাতে কিছু টাকা দিয়ে তার পরিকল্পনা রচনা করতে থাকে। খুব সতর্কতার সঙ্গে তারা তাদের প্ল্যান করতে থাকে। আগেই তারা জানত হেলমাউথে ডি সৌউসা কখন আসবে। ওদিকে মিলন হয় তার এখানে উপস্থিত হওয়ার দিন এবং উৎসবের দিন। ঠিক সেদিনেই যদি মারলিনকে খুন করে, লেডি স্টাবস-এর উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রচার করা যায়, তবে সন্দেহ জাগিয়ে ভোলা যাবে ডি সৌউসার মনে। এইবার লেডি স্টাব পরিকল্পনামতো নতুন চাল চালেন, ডি সৌউসাকে দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে প্রচার করলে এবং লোকটা মানুষ খুন করে এই বলে অভিযোগ আনল। এবার চিরতরে উধাও হতে হবে লেডি স্টাবসকে (সম্ভবত অনামী মৃতদেহ স্যার জর্জ কর্তৃক সনাক্ত হতে পারে। এবং তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এক নতুন ব্যক্তিত্ব। তার নিজস্ব ইতালীয় অভিবক্তিতে ফুটে উঠবে হ্যাটি। ইতালীয় স্ত্রীকে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অভিনয় করতে হবে দ্বৈত ভূমিকায়। স্যার জর্জ সহযোগিতা করায় কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। যেদিন আমি

এখানে আসি, সম্ভবত লেডি স্টাবস চায়ের সময় পর্যন্ত অসুস্থতার দোহাই দিয়ে নিজের ঘরে পড়ে থাকবে। অন্য কেউ তখনো জানত না স্যার জর্জ ছাড়া আসলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এক্সেটারে যায় বাস কিংবা ট্রেন ধরে, আর একজন ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায় এক্সেটার থেকে। সে হোস্টেলে ফিরে আসে তারপর। লেডি স্টাবসকে ড্রইংয়রুমে দেখা যায় চায়ের সময়। সে একটু তাড়াতাড়ি শুতে চলে যায় নৈশভোজের পর। তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে মিস ব্রেউইস। একটু পরেই আবার সে ন্যাসে হাউসে ফিরে আসে, রাতে হোস্টেল থেকে সবার অলক্ষে লেডি স্টাবস রূপে ব্রেকফাস্টের জন্য।

বিকেল চারটেয় চূড়ান্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়। মারলিনের কাছে ড্রিঙ্কস, ফল, চা নিয়ে যেতে বলে লেডি স্টাবস। তারপর একসময় সে ঢুকে পড়ে ফাঁকা জ্যোতিষীর টেন্টে, এরপর সামার হাউসে চলে যায় টেন্টের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে।

সেখানে ছিল তার ভ্রমণার্থীর ঝোলানো ব্যাগ এবং কস্টিউম রাখা ছিল তার মধ্যে। সে বোট-হাউসে গিয়েছিল, তারপর অরণ্য পথে এবং ডেকে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বলেছিল।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে মেয়েটির গলা টিপে ধরে এবং তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তারপর সে তার মাথার কুলিটুপিটা ভাসিয়ে দেয় নদীতে। এরপর ভ্রমণার্থীর পোশাক পরে সেতারপর সে তার হোস্টেলের ডাচ ছাত্রীকে নিয়ে স্থানীয় বাস ধরে উধাও হয়ে যায় নিমেষে।

যাকগে সেকথা এখন, পুলিশ আর খুঁজছে না ইতালির মেয়েটিকে, খুঁজছে হ্যাটি স্টাবসকে।

পোয়ারো আবার বলল–এখন ম্যাডাম, হ্যাটি স্টাবস বেচারী মৃত। সমস্ত কিছুই আপনি ভালো করে জানেন। আপনি বেশ আঘাত পান মারলিন-এর মৃত্যুতে। তবে আপনি এটা জানতেন না যে, তাকে খুন করা হবে। আপনি যখন হ্যাটির প্রসঙ্গে কথা বলেন আমি লক্ষ্য করেছি দুটি ভিন্ন ব্যক্তির কথা বলেন, এমন একজন মহিলা যাকে আপনি অপছন্দ করতেন; ভাবতেন তার মৃত্যু হওয়া অনেক ভালো, আবার আমাকে আপনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন তার সম্পর্কে যে, বিশ্বাস করবেন না সে যা বলে। আর খুবই স্নেহ করতেন আপনি অপর মেয়েটিকে, ভালোবাসতেন।

আপনি মনে হয় বেচারী হ্যাটি স্টাবস-এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন ম্যাডাম, আমার মনে হয়...

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল এরপর। তখনো তার চেয়ারে বসেছিলো মিসেস ফোলিয়াট। এবার একসময় নীরবতা ভঙ্গ করল ফোলিয়াট; মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার পুরো গল্পটাই ফ্যান্টাস্টিক। আমি এখন বাস্তবিক মনে করছি আপনি বোধহয় পাগল হয়ে গেছেন। আপনার স্নায়ুকোষ থেকে বেরিয়েছে এ সমস্ত কল্পনা, অথচ কোনো প্রমাণ আপনার কাছে নেই।

কপাট খুলে দিল পোয়ারো একটা জানালার সামনে গিয়ে। ঐ দেখুন ভাঙ্গা হচ্ছে ফলির কংক্রিটের গাঁথুনি–কি সুন্দর জায়গা কবর দেওয়ার। মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে

একটা ছোেট জায়গায় ফলি তৈরি হয়েছে তার উপর-পোয়ারো নম্র গলায় বলল : ফলিটা স্যার জর্জের... ন্যাসে হাউসের মালিকের ফলি।

ফোলিয়াট কোনোরকমে দীর্ঘশ্বাস চেপে চুপ করে রইল।

নিজের থেকেই আবার বললো পোয়ারো–যে লোকটি এখানকার মালিক–সেই কেবল একজন শয়তান।

মিসেস ফোলিয়াট এবার বলল, আমি জানি নিশ্চয় জানি–সর্বদাই জানতাম–সে আমাকে ভয় দেখাত নিতান্ত শিশু বয়স থেকেই, সে নিষ্ঠুর ছিল, দয়ামায়াহীন, বিবেক বর্জিত সে। তবুও আমারই ছেলে তো সে। আমি তাকে ভালোবাসি। অবশ্য আমার মুখ খোলা উচিত ছিল হ্যাটির মৃত্যুর পর। কিন্তু বললাম যে, সে তো আমারই ছেলে, কি করে বলব আমি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিতে?

আমার নীরবতা এজন্য। বেচারি মারলিন খুন হলো মাঝখান থেকে। এবার কি সেই বৃদ্ধ মারডেল-এর পালা–কি জানি এর শেষ কোথায়?

পোয়ারো বলল, খুনীর শেষ বলতে কোনো সংজ্ঞা নেই। ফোলিয়াট দুহাতে চোখ ঢেকে মাথা নিচু করে রাখল। তারপর মিসেস ফোলিয়াট ন্যাসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকাল, বলল মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে ধন্যবাদ, নিজে আমাকে এখানে এসব কথা বলতে এসেছেন, এইজন্য। দয়া করে এবার কি আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন? এবার এমন কিছু কাজ করতে হবে- যা বোধ হয় একা একা নিজেকেই নিজের সামনাসামনি হতে হয়...।